সালাত (নামায)
একমাত্র পবিত্র কোরআনের আলোকে

ড. কাজী আব্দুল মান্নান

সালাত (নামায)

একমাত্র পবিত্র কোরআনের আলোকে

ড. কাজী আব্দুল মান্নান

প্রকাশক
কে এম এফ পাবলিশার্স
উত্তরা, ঢাকা ১২৩০, বাংলাদেশ

গ্রন্থসত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও কম্পিউটার কম্পোজ
কে এম এফ সাইবার সলিউশন্স
উত্তরা, ঢাকা -১২৩০

এই বইটি সংকলনে পবিত্র কোরআনের তিনটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে https://www.hadithbd.com/ এর নীতিমালা অনুসরণ করে। এই বইটি শুধুমাত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সবার প্রবেশাধিকার (Open Access) সুবিধা রয়েছে। অতএব ডাউনলোড ও শেয়ার করার ক্ষেত্রে কোন ধরণের প্রতিবন্ধকতা নেই।

ISBN: 978-984-35-3506-1

978-984-35-3506-1

978-984-35-3506-1

Citation:

Mannan, K. A. (2022). সালাত (নামায): একমাত্র পবিত্র কোরআনের আলোকে (Salat (Prayer): Only in the light of the Holy Qur'an). KMF Publishers, Dhaka, Bangladesh. ISBN: 978-984-35-3506-1

https://doi.org/10.5281/zenodo.7777192

পটভূমি

আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকূল সকলের জন্যই সালাত[১] (নামায, ইবাদত, তাসবীহ) মহান আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেছেন। ***ইবাদতের জন্য মানুষের জন্য একমাত্র সত্বা মহান আল্লাহ এবং অনুসরণীয় বিধান হচ্ছে পবিত্র কোরআন[২]***। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মুসলিম পরিবারে জন্ম সূত্রে আমরা যেভাবে উত্তরাধিকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মত ইসলামকে বাজারে বিদ্যমান নামায শিক্ষা ও তথাকথিত ধর্মগুরুর রীতিনীতি, প্রথা ও পদ্ধতিকেই মেনে নিয়ে সুবিধা ও অসুবিধা ভোগ করছি। সত্যিকার অর্থে তা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়গত, ইসলাম সম্মত এবং আল্লাহর বিধান পবিত্র কোরআন অনুযায়ী কিনা তার পর্যালোচনা।

মহান আল্লাহতালা আমাদের কোরআন অধ্যয়ন, **চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার[৩]** এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগের কথা বলেছেন শতাধিক আয়াতে এবং আমরা যে **সহজভাবে[৪]** বুঝতে পারি সে কথাও অনেকবার বলে দিয়েছেন। অথচ আমরা এই মহান লিখিত কিতাবের বিপক্ষে আজ ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রায় ষাট হাজারের উপরে মানব রচিত গ্রন্থগুলিকে ইসলাম, ইবাদত, বেহেস্ত, দোজখ ভেবে এবং মেনে চলছি, যা প্রকৃত অর্থে এই একটি মাত্র মহান কিতাবের বিপক্ষে রচিত। আমরা যদি আমাদের মনের মধ্যে ইসলামের সবচেয়ে মৌলিক বিধান সালাত (নামায) যেভাবে গেথে আছে, তা এক মুহূর্তের জন্য মুছে দিয়ে, এই পবিত্র কোরআন কি

---

[১] [(২৪:৪১) সূরাঃ আন-নূর, আয়াতঃ ৪১]
[২] [(২০:১৪) সূরাঃ ত্ব-হা, আয়াতঃ ১৪]
[৩] [(৩১:২৯) সূরাঃ লুকমান, আয়াতঃ ২৯]
[৪] [(৫৪:৪০) সূরাঃ আল-কামার, আয়াতঃ ৪০]

বলেছেন?, কি বুঝিয়েছেন?, কি করতে বলেছেন? এবং কিভাবে করতে বলেছেন? একবার নিজের বিবেক, মেধা শক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি তা হলেই অনেক সমাধান হয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রচলিত কথা, বিশ্বাস ও অনুশীলনঃ

কোরআনের কি ৮২ যায়গায় নামায?

গত পঞ্চাশ বছরে কতবার শুনেছে তা গুনে বলতে পারব না যে, আল্লাহ কোরআনের ৮২ জায়গায় নামাযের কথা বলেছেন। আসলেই কি এই ৮২-র কোন অস্তিত আছে? আমি অন্তত পাই নাই, আমি যা পেয়েছি তা হচ্ছে সালাত (নামায) শব্দটি পবিত্র কোরআনে সরাসরি ৮৯ টি আয়াতে ৯৬ বার, আর আলাদা আয়াতে তাহাজ্জুদ ১ বার, রূকু-সেজদা ১ বার, দন্ডায়মান ১ বার এবং তাসবীহ ৩ বার অর্থাৎ মোট ১০২ বার এসেছে। ৮২-র তথ্যটি চিরস্থায়ী মুছে দিলাম আর ইনস্টল করব না।

নামাযের উৎস

জন্মগত ভাবে আমি সুন্নি হানাফী মাজহাবের মুসলিম ছিলাম, তাই নামাযের সকল বিধিবিধান এই মাজহাবেরই। সারা জীবন শুনলাম, পড়লাম, এবং নামায এসেছে একরাতে ঘোড়ায় চড়ে। কিন্তু পবিত্র কোরআনের ১১৪টি সূরার একটি আয়াতের একটি শব্দের সাথেও এই কথা শুনা, পড়া এবং লিখার সাথে মিল অন্তত আমি খুঁজে পাই নাই। আমি যা পেয়েছি এই মহান গ্রন্থে আমাদের **মুসলিম**[৫] নাম এসেছে আদি পিতা ও সকল মুসলিমের ইমাম ইব্রাহিম (আঃ), হজ্ব ও নামায তার মাধ্যমেই এসেছে

[৫] [(২২:৭৮) সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াতঃ ৭৮]

এবং তার শিখানো নামাযকেই এই লিখিত শেষ কিতাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। পিতা ইব্রাহিম (আঃ) এর পরবর্তী সকলে মানুষ তার উম্মত তারই সত্যায়নকারী নবী ও রাসূল । কোন নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না, ***এবং আল্লাহর বিধানের কখনই কোন পরিবর্তন পাবে না***[৬] । তাই আমি নামাযের ক্ষেত্রে এই প্রচলিত তথ্যটি চিরস্থায়ী মুছে দিলাম আর ইনস্টল করব না।

নামায শিক্ষা

আমাকে নামায শিক্ষা দিয়েছে বিভিন্ন লেখকের বই, মাজহাব, মতবাদ, বিশ্বাস ও ব্যবহার থেকে। আমি যদি জীবনে এই পবিত্র কোরআন পড়ে না দেখি, তার দায় কেবল মাত্র আমার, সেখানে আমার পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, নানা-নানী, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ ও রাষ্ট্র কেউ দায়ী নয়। তাই তাদের দেখানো পথ অনুসরণ করে দায় চাপানো, একটি ভ্রান্ত মতবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এই পবিত্র কোরআন লিখিত ভাবে মানুষের নামাযকে যেভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে উপরে উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে আমি পেয়েছি সর্বমোট ৯৫টি চলক (variable), যেহেতু কোরআন অপরিবর্তনশীল আর গবেষণার ফলাফল সর্বদা পরিবর্তনশীল, তাই আপনার গবেষণায় কিছু কম বেশি হতেই পারে। অর্থাৎ আমার গবেষণায় নামায হচ্ছে ৯৫টি চলকের সমষ্টি যাকে আমরা ইচ্ছে করলে (১) আল্লাহ, রাসূল ও কিতাব সম্পর্কে, (২) মসজিদ ও নেতার ভূমিকা, (৩) শারীরিক নামায পড়ার বিধান, (৪) আর্থ-সামাজিক বিধান, (৫) বিশেষ বিধান ও (৬) জাহান্নামীর নামায এই ভাবে ভাগ করে নিতে পারি। এই চলক গুলিই হচ্ছে ইব্রাহিম (আঃ) এর নামায,

[৬] [(৩৫:৪৩) সূরাঃ আল-ফুরকান, আয়াত:৪৩]

যার সত্যায়নকারী আমাদের সকল নবী ও রাসূল । পবিত্র কোরআনের বাহির থেকে কেউ কোন চলক সংযুক্ত করার ক্ষমতা নেই।

তারা কেন বলে শুধু কোরআন অনুসরণ করে নামায পড়া যাবে না?

পিতা ও ইমাম ইব্রাহিম (আঃ) এর নামায সকল উম্মত, নবী ও রাসূল পড়ে গেলেন, আমাদের জন্য সত্যায়ন করে দিলেন নবী (সঃ)। আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে একমাত্র পবিত্র কোরআনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং জীবন চলার ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও অনুসন্ধান করতে বলেছেন। সেখানে নামাযের মত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ক্ষেত্রে অন্যের সাহায্য নিতে হবে, এক কথা ৩৫ বছর পূর্বেই বিশ্বাস হয় নি বলেই এই গবেষণা। যারা বলে শুধু কোরআন অনুসরণ করে নামায পড়া যাবে না, তাদের কথা স্বয়ং আল্লাহ বলে দিয়েছেন ***'সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে। তারপর বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে', যাতে তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা লিখেছে তার পরিণামে তাদের জন্য ধ্বংস, আর তারা যা উপার্জন করেছে তার কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস।'***[৭] যেহেতু তারা কোরআনে নতুন করে কিছু রচনা করার ক্ষমতা রাখে না, তাই নবী (সঃ) এর নামে মিথ্যা, বানোয়াট ও মনগড়া রচনা করে চলছে এবং চলবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর রাজত্বে স্বাধীন এবং আল্লাহই এই স্বাধীনতা দিয়েছেন। প্রকৃত অর্থে কোন নবী ও রাসূল কখনও কোন ইবাদতের বিধান দেন নাই, দিতে পারেন না এবং ইবাদতের বিধান দাতা আর ***ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই***।[৮]

---

[৭] [(২:৭৯) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ৭৯]

[৮] [(২:৮৩) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ৮৩]

তারা বলে কোরআনে নামাযের রাকাত নেই !

শারীরিক সালাতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ যে সময়গুলির কথা উল্লেখ করেছেন, তার কোথাও প্রচলিত নামাজের রাকাত নির্ধারণ করে দেন নাই অর্থাৎ এই ধরণের কোন বাধাবাধকতামূলক রাকাত নেই। মহান আল্লাহ তা করতেই পারেন না, কারণ তিনি শারীরিক সালাত একটি সার্বজনীন ইবাদত করেছেন। শারীরিক এই ইবাদত একক ও যৌথ উভয় ভাবেই সম্পাদন করার নির্দেশ করা হয়েছে। আল্লাহ যেমন প্রত্যেকটি কাজে কর্মে মানুষের স্বাধীনতা দিয়েছেন, তেমনি শারীরিক সালাতের ক্ষেত্রেও এই স্বাধীনতা বহাল রেখেছেন। ব্যক্তি সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট কি চাইবে, কি বলবে এটা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তেমনি একটি সমাজ বা গোষ্ঠীর চাহিদা যখন একরকম হয়ে যায়, তখন তারা নির্ধারণ করে নিবে, যে তারা আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুনিদৃষ্ট করে নিবে কখন, কিভাবে, এমনকি কি চাইবে মহান আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ভাল ভাবেই অবগত আছেন এই প্রযুক্তিগত আধুনিকতার যুগেও একক এক ব্যক্তি তার জীবিকার প্রয়োজনে দূর মরুভুমিতে একাই বসবাস করবে, অথবা গভীর জঙ্গলে মধু আহরণ করবে অথবা ডিঙ্গি নৌকায় মাছ ধরবে উত্তাল মাঝ নদীতে। এখানে উল্লেখিত তিন ব্যক্তি, তিন ধরণের পরিবেশে রয়েছে এবং প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর দেয়া সময়ে সালাত করতে হবে। তারা নিজ নিজ সুবিধামত পন্থায় সালাত করবে এটাই হচ্ছে সালাতের মূলনীতি। সালাতে বসা, দাঁড়ানো, রাকাত, রুকু, সেজদা, দোয়া-দুরূদ ইত্যাদি ভিন্নতর হবে এটাই স্বাভাবিক।

নিশ্চিত মহান আল্লাহ জানতেন জীবিকার প্রয়োজনেই মানুষকে সাগর মহাসাগরের পানিতে ভাসমান, পানির নিচে, এমনকি আকাশেও উল্লেখিত সালাতের সময়ের মধ্যে-ই অবস্থান করতে হবে এবং সালাত পালনের

নির্দেশ দিয়েছেন। সূর্য উদয়ের পূর্বে যখন এই এলাকায় হঠাৎ কোন মহাপ্রলয় দেখা দিবে ঠিক তখনও সালাত মাফ নেই, তাদের সালাত করতে হবে। সেই সময় তারা সম্মিলিত সালাত করবে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে-ই। মহান আল্লাহ তাই-ই চান এবং তার নির্ধারিত পন্থায়, যা প্রচলিত পদ্ধতিতে কখনও সম্ভব নয়। তাই সালাতকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে আল্লাহর বিধান থেকেই অনুধাবন করতে হবে, আমি কেন সৌদি প্রেস, মিশর প্রেস, রাশিয়ান প্রেস, ইরাক-ইরান প্রেস, উজবেকিস্তান প্রেস, আফগানিস্তান প্রেস, পাকিস্তান প্রেস, বাংলাদেশ প্রেস এর পৃষ্ঠা খুঁজব, সালাতের রাকাত কত তা জানার জন্য?

নামাযের সময় !

মহান আল্লাহ নামাযের জন্য মাকামে (পদাঙ্ক) ইব্রাহিমকে অনুসরণ করতে বলে দিলেও আমার নামাযের সময়গুলি বলে দিয়েছেন স্পষ্টভাবেই। যেহেতু মহান আল্লাহ জানেন, তার রাজত্বে মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য নানা পেশায় এবং নানা ভৌগলিক অবস্থানে থাকতে হবে, তাই নিজ নিজ অবস্থানে আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নামাযের জন্য সূনির্দিষ্ট করে নিতে বলেছেন। এমনকি বিশেষ ক্ষেত্রে ***চলতে চলতে, যানবাহনে বসে বসে, প্রয়োজনে শুয়ে শুয়ে***[৯] ও করে নিতে বলেছেন। সেই ক্ষেত্রে নামাযের সাথে উল্লেখিত ৯৫টি চলকের মধ্যে বাকি ৯৪টি চলকের ক্ষেত্রে সঠিক থাকলে সময়ের ক্ষেত্রে কিছু ভুলত্রুটি থাকলে, মহান আল্লাহর কাছেই রেখে দেই, তার মহানুভবতা ও ক্ষমার জন্য। তার জন্য আবার সৌদি প্রেস, মিশর প্রেস, রাশিয়ান প্রেস, ইরাক-ইরান প্রেস, আফগানিস্তান প্রেস, পাকিস্তান প্রেস, বাংলাদেশ প্রেস এর পৃষ্ঠা খুঁজতে

[৯] [(২:২৩৯) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:২৩৯]

যেতে হবে কেন? আমি মনে করি এমন দৃষ্টতা সরাসরি পবিত্র কোরআনকে চ্যালেঞ্জ করে নবী (সঃ) নামে অপপ্রচার।

নামাযের আহবান !

নামায এবং তার আহবান সেই আদি পিতা ও ইমাম ইব্রাহিম (আঃ) থেকেই প্রচলিত রয়েছে এবং সকল উম্মত, নবী ও রাসূলগণ পালন করে আসছেন। এতদসত্ত্বেও স্বয়ং আল্লাহপাক আমাদের বলে দিলেন ***"আর যখন তোমরা সালাতের (আযান দ্বারা) আহবান কর তখন তারা ওর সাথে উপহাস করে; এর কারণ এই যে, তারা এরূপ লোক যারা মোটেই জ্ঞান রাখেনা।"***[১০] কেউ যদি কোন উপহাস করে, তাতে আমার কিছু বলার নেই, কারণ এমন হবে, নিষেধাজ্ঞাও থাকবে আল্লাহর রাজত্বের কোথাও না কোথাও। সম্পূর্ণ কোরআন অধ্যায়ন করলেই আমরা বুঝতে পারব। কোন সমস্যা নেই, আল্লাহ আমাদের নামাযের সময় বলে দিয়েছেন, প্রয়োজনে **নিজ ঘরে**-ই[১১] নামায কায়েম করে নিতে বলেছেন, দরকার হলে নিজ **ঈমান গোপন**[১২] করে। তাই প্রকৃত নামাযীর জন্য নামাযের আহবান নিয়ে ইব্রাহিম (আঃ) এর মুসলিম মিল্লাতের নামের বিভক্তি সৃষ্টির কোন অবকাশ নাই।

নামাযের দন্ডায়মান ও রুকূ-সিজদা!

পবিত্র কোরআন নামাজে দন্ডায়মান ও রুকূ-সিজদা তথা সমগ্র নামাযের মধ্যে **বিনয়াবনত**[১৩], যত্নবান এই সকল শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। মহান

---

[১০] [(৫:৫৮) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত: ৫৮]
[১১] [(১০:৮৭) সূরাঃ ইউনুস, আয়াত: ৮৭]
[১২] [(১৬:১০৬) সূরাঃ আন-নাহাল, আয়াত: ১০৬]
[১৩] [(২:২৩৮) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:২৩৮]

আল্লাহ মানুষের নানা ভাষা ও বর্ণ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি বলেছেন তার সৃষ্টির মধ্যে ভাষা ও বর্ণের মধ্যে রয়েছে আমাদের জন্য অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধান যেন আমরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারি। বিনয়াবনত, ভদ্রতা, নম্রতা, ইত্যাদি বিষয়গুলির স্থান কাল পাত্র ভেদে ভিন্নতা থাকতেই পারে। যেহেতু আল্লাহ কোন একটি রীতি-রেয়াজকে সূনির্দিষ্ট করে দেন নাই, শুধুমাত্র বিনয়াবনত, ভদ্রতা, নম্রতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাই, আমাদের সেখানেই থাকা-ই উত্তম, যদি আমরা নামাযীর ৯৫টি চলকের কথা জানি এবং মেনে চলি। বিতর্ক, মারামারি, হাতাহাতি, বিবেদ ছেড়ে, কার হাত তার কোথায় আছে, যদি না তার হাত আমাকে বিনম্রভাবে দন্ডায়মান ও রুকূ-সিজদাতে বাঁধা প্রদান না। আর যদি বাঁধা আসে, শুধুমাত্র পবিত্র কোরআনের নির্দেশিত বিধান মেনে চলি। যদিও নামাযের **দন্ডায়মান ও রুকূ-সিজদা কেবলা মুখী**[১৪], যা নিয়ে কোন বিতর্ক দেখা যায় না, আর বিতর্ক করার কিছুই নেই।

মানসিক অবস্থা, শারীরিক পবিত্রতা ও সাজসজ্জা !

নামাজে দন্ডায়মান হওয়ার পূর্বে মাত্র তিনটি বিষয়ের কথা আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। প্রথমত মানসিক ভারসাম্যহীন অর্থাৎ নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামায পড়া যাবে না। সুন্দরভাবে নেশাগ্রস্থের সংজ্ঞাও দিয়ে দিয়েছেন যেমন ***"যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল"***[১৫]। দ্বিতীয়ত শারীরিক পবিত্রতা সম্পর্কে দুনিয়ার সকল মানুষ সম্পর্কে পরিষ্কার বিধান দিয়ে দিয়েছেন, পবিত্র কোরআনের যথাক্রমে এই দুটি আয়াতে (৪:৪৩) ও (৫:৬) । এই দুই আয়াতের পর আর কোন প্রেস খুঁজতে হবে বলে অন্তত আমি মনে করি না। ***"প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোশাক***

[১৪] [(২:১৪৪) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:১৪৪]

[১৫] [(৪:৪৩) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত:৪৩]

পরিচ্ছদ গ্রহণ কর"[১৬], এখানে মানুষ যেহেতু নানা বর্ণের, দৈহিক গঠন প্রণালীতে রয়েছে বৈচিত্রতা, লিঙ্গভেদ, ভৌগলিক ও জলবায়ুর বৈষম্যতা ইত্যাদি অনেকগুলি চলক রয়েছে ব্যক্তি ও সমাজে মহান আল্লাহ মানুষের বিবেক বুদ্ধির কাছেই স্বাধীনতা দিয়েছেন। কোন রং, গজ, ফুট, দর্জি, ইত্যাদি নির্ধারণ করে দেন নাই। আমরা ৯৫টি চলকের গুরুত্ব না দিয়ে, কেন যাব মাল্টিন্যাশনাল প্রেসের কাছে? এমনকি নামায ছাড়াও মানুষের পোশাকের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানেও ঐ ধরণের কোন বিধান দেন নাই।

নামাজে কি এবং কিভাবে পড়তে হবে?

এই যায়গায় এসে সৃষ্টি করা হয়েছে যত বিভ্রান্তি। শয়তানতো এটাই চায়। আল্লাহ কি বলেছেন, যা একটু আগেই লিখেছি ***"যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল"***[১৭]। প্রশ্নঃ আমি যা বলছি তা কি আমি বুঝতে পারি? যদি না পারি তা হলে (৪:৪৩) এখানে বলে দিয়েছে আমি নামাযের অযোগ্য। মহান আল্লাহ আমাদের স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন ***"তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত কর এবং সালাত কায়েম কর।"***[১৮] আবার দেখুন আল্লাহ কি বলেছেন ***"অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়।"***[১৯] অথচ আমরা কি পড়ছি না, ইমরাহীম (আঃ) মুসলিম মিল্লাতের মুসলিম হয়ে ঘোড়ায় চড়ে নিয়ে আসা নামায, দোয়া ও দূরদ? আল্লাহ তার লানত কিভাবে দিয়েছে ***"সুতরাং***

[১৬] [(৭:৩১) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত:৩১]
[১৭] [(৪:৪৩) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত:৪৩]
[১৮] [(২৯:৪৫) সূরাঃ আল-আনকাবূত, আয়াত:৪৫]
[১৯] [(৭৩:২০) সূরাঃ আল-মুযযাম্মিল, আয়াত:২০]

ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে।"[২০] বিভিন্ন প্রেস থেকে বিভিন্ন নামে ও বেনামে নিয়ত, দোয়া, দুরূদ প্রিন্ট করে নামায শিক্ষা তথা প্রত্যেক নামাযের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রশ্নঃ প্রচলিত আত্তাহিয়াতু (ঘোড়ায় চড়ে এসেছে), নিয়ত, দোয়া কুনুত, দোয়া মাছুরা ও দুরূদ কি কোরানে আছে? আমার কাছে উত্তর এগুলো আল্লাহর কিতাবে নাই। অতএব পিতা ও ইমাম ইব্রাহিম (আঃ) কোন উম্মত, নবী ও রাসূল কোরআনের আয়াত ব্যতীত মানব রচিত কোন কিছু পড়তেই পারেন না। যত ভাল কথা মনে হউক, কোরআন ব্যতীত কোন লেখকের লিখা পড়া যাবে না। এর বাইরে আল্লাহর কোন বিধান নেই। আল্লাহ আদম (আঃ) থেকে সত্যায়নকারী নবী (সাঃ) পর্যন্ত আমাদের চাহিদামত যাবতীয় দোয়া, দুরূদ, হাম্দ ও নাত মহান আল্লাহ লিখে দিয়েছেন। আর এগুলি হচ্ছে নির্ধারিত (prescribed) গঠন (form), মহান আল্লাহর কাছে আবেদনের শিখিয়ে দেয়া এই ফর্ম ছাড়া ভিন্ন কারো ফর্ম গ্রহণযোগ্য নয় বরং তা হবে আল্লাহর বিধানে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি। এই ফর্মের বাইরে আমাদের মনে কোন ভিন্ন আবেদন থাকলে, মহান আল্লাহ তাও খুব ভাল করে জানেন।

আল্লাহর কাছে সাহায্য ও সহযোগিতার পথ হচ্ছে সালাত ***"আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।"***[২১] আল্লাহ কিন্তু বলেছেন ***"আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে"***[২২]। যখন জামাতে ইমাম সাহেব আমাকে শুনিয়ে কোরআন পড়েন তখন আল্লাহ কি বলেছেন ***"আর যখন কুরআন***

---

[২০] [(২:৭৯) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ৭৯]

[২১] [(২:৪৫) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ৪৫]

[২২] [(২:১৮৬) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ১৮৬]

পাঠ করা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমত লাভ কর।"[২৩] অথচ আমাদের বর্তমান নামায শিক্ষার শিক্ষকগণ সূরা ফাতিহা ইমামের পিছনে মনে মনে পড়া যাবে কি না, তা নিয়ে বিভক্ত হয়ে রাত পার করে দিচ্ছে অন্যের গীবত করে। আর যখন আমি আমার নামায একাকী পড়ব তখন আল্লাহর নির্দেশ *"তুমি তোমার সালাতে স্বর উঁচু করো না এবং তাতে মৃদুও করো না; বরং এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর।*"[২৪]

আশা করি সালাতের জন্য এই সংকলনে যে সকল আয়াতগুলি তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লে, যে কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বুঝতে একটুও কষ্ট হবে না যে, সত্যিকার অর্থে নামায কি? কি ভাবে শুরু করতে হবে? কি করতে হবে? কি পড়তে হবে? কিভাবে শেষ করতে হবে? আসলে আমরা নামায পড়ি কিন্ত আল্লাহ আজকের আমাদের অবস্থা দেখে নিজেই বলে দিয়েছেন *"তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (ইবাদাতে) শিরক করা অবস্থায়।*"[২৫]

সালাত (নামায) এর চলক সমূহ (Variables)

সালাত (নামায) সম্পর্কে সরাসরি যে ৮৯টি আয়াত রয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে ৯৫টি চলক দেখা যায়। আল্লাহ তার মহানুভবতার কারণে তিনি আমাদের সুন্দর ভাষা ব্যবহার করেছেন। আমি আমার নিজের মত করে সাঁজিয়েছি, আপনি নিজে অধ্যায়ন করেন, তা হলে হয়ত এর চেয়ে আরো সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারবেন। আমরা যদি এই চলকগুলির সাথে

[২৩] [(৭:২০৪) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ২০৪]
[২৪] [(১৭:১১০) সূরাঃ আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল), আয়াত: ১১০]
[২৫] [(১২:১০৬) সূরাঃ ইউসুফ, আয়াত:১০৬]

সম্পৃক্ত পবিত্র কোরআনের অন্যান্য আয়াত পর্যালোচনা করি তা হলে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও আন্তজার্তিক জীবন ব্যবস্থা চলে আসবে। আমি এখানে এই ৬টি ভাগে করেছি যেমন (১) আল্লাহ, রাসূল ও কিতাব সম্পর্কে, (২) মসজিদ ও নেতার ভূমিকা, (৩) শারীরিক নামায পড়ার বিধান, (৪) আর্থ-সামাজিক বিধান, (৫) বিশেষ বিধান ও (৬) জাহান্নামীর নামায। এখানে এই ৬টি ভাগে ভাগ করলে দেখা যায় যে, শারীরিক নামায পড়ার ক্ষেত্রে শুধু মাত্র ১৯টি চলক, যার কোন ভুল ত্রুটি সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ার। অথচ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ৩৩টি, এখানেই রয়েছে গোটা সমাজ ব্যবস্থা। আমি যদি ১টি চলক যাকাত সম্পর্কে জানতে চাই, তাহলে দেখব ৩২টি আয়াত রয়েছে এই সম্পর্কে। অর্থাৎ এই ভাবেই আমরা পেয়ে যাব আমাদের জীবন ব্যবস্থা। আমরা বিভিন্ন প্রেস থেকে প্রচারিত যে তথ্য বিশ্বাস করে পরপারে চলে যাচ্ছি সেখানে ***"রসূল বলবে- 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতির লোকেরা এ কুরআনকে পরিত্যক্ত গণ্য করেছিল।'***[২৬]

সালাত (নামায) এর চলক সমূহ (Variables)

আল্লাহ, রাসূল ও কিতাব সম্পর্কে	মসজিদ ও নেতা	শারীরিক নামায পড়ার বিধান	আর্থ-সামাজিক বিধান	বিশেষ বিধান	জাহান্নামীর নামায
(২৩) টি	**(৬) টি**	**(১৮) টি**	**(৩৪) টি**	**(৫) টি**	**(৮) টি**
গায়েবের প্রতি ঈমান (২:৩)	মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য (৭২:১৮)	সূনির্দিষ্ট সময়ে (৪:১০৩)	বেচা-কেনা বর্জন (৬২:৯)	ঈমান গোপন (১৬:১০৬)	কুফরী গোপন (১৬:১০৬)

[২৬] [(২৫:৩০) সূরাঃ আল-ফুরকান, আয়াত:৩০]

আল্লাহ, রাসূল ও কিতাব সম্পর্কে	মসজিদ ও নেতা	শারীরিক নামায পড়ার বিধান	আর্থ-সামাজিক বিধান	বিশেষ বিধান	জাহান্নামীর নামায
(২৩) টি	(৬) টি	(১৮) টি	(৩৪) টি	(৫) টি	(৮) টি
আল্লাহতে ঈমান (২:১৭৭)	আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ (৯:১৮)	দাঁড়িয়ে (৪:১০৩)	রিযক থেকে ব্যয় (৩৫:২৯)	তায়াম্মুম (৪:৪৩)	কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ (১৯:৫৯)
শেষ দিবস ঈমান (২:১৭৭)	সালাতের আহবান (৫:৫৮)	বসে (৪:১০৩)	যাকাত প্রদান (২৪:৩৭)	কসর (৪:১০১)	ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় (১০৭:২)
ফেরেশতাগণ ঈমান (২:১৭৭)	বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদে নামায পড়া নিষেধ (৯:১০৭)	নেশামুক্ত (৪:৪৩)	সদাচার পিতা-মাতা (২:৮৩)	শুয়ে (৪:১০৩)	মিসকীন কে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না (১০৭:৩)
কিতাবসমূহ ঈমান (২:১৭৭)	নেতা নামায প্রতিষ্ঠা করবে (২১:৭৩)	শারীরিক পবিত্র (৪:৪৩)	সদাচার আত্মীয়-স্বজন (২:৮৩)	পদব্রজে বা যানবাহনের উপর সালাত (২:২৩৯)	সালাতে অমনোযোগী (১০৭:৫)
নাবীগণের প্রতি ঈমান (২:১৭৭)	বন্দিমুক্তি (২:১৭৭)	গোসল (৪:৪৩)	সদাচার ইয়াতীম সাথে (২:৮৩)		লোক দেখানোর জন্য তা করে (১০৭:৬)

আল্লাহ, রাসূল ও কিতাব সম্পর্কে	মসজিদ ও নেতা	শারীরিক নামায পড়ার বিধান	আর্থ-সামাজিক বিধান	বিশেষ বিধান	জাহান্নামীর নামায
(২৩) টি	(৬) টি	(১৮) টি	(৩৪) টি	(৫) টি	(৮) টি
পূর্বে-বর্তমান কিতাবে ঈমান (৪:১৬২)		ওযু (বাধ্যতামূলক) (৪:৪৩)	সদাচার মিসকীনদের সাথে (২:৮৩)		গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে (১০৭:৭)
ভয় একমাত্র আল্লাহকে (৯:১৮)		সাজসজ্জা (৭:৩১)	মানুষকে উত্তম কথা বলা (২:৮৩)		অলসভাবে দাঁড়ায় (৪:১৪২)
অন্তরে আল্লাহর ভয় (২২:৩৫)		কিবলাহমুখী (২:১৪৪)	সৎ কর্ম (২:১১০)		
রাববকে না দেখে ভয় (৩৫:১৮)		রুকূকারীদের সাথে রুকূ (২:৪৩)	ধৈর্য (২:১৫৩)		
আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত (৯৮:৫)		সালাতে স্বর মধ্যম (১৭:১১০)	আত্মীয়-স্বজন দান (২:১৭৭)		
একমাত্র রবের উদ্দেশ্যেই (১০৮:২)		কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু	ইয়াতীম-মিসকীন দান (২:১৭৭)		

আল্লাহ, রাসূল ও কিতাব সম্পর্কে	মসজিদ ও নেতা	শারীরিক নামায পড়ার বিধান	আর্থ-সামাজিক বিধান	বিশেষ বিধান	জাহান্নামীর নামায
(২৩) টি	(৬) টি	(১৮) টি	(৩৪) টি	(৫) টি	(৮) টি
		পড়া (৭৩:২০)			
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য (৯:৭১)		কোরআন পাঠে মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ (৭:২০৪)	পথিক দান (২:১৭৭)		
আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ (৭:১৭০)		মহিলারা রূকু ও সেজদাকারি গনে সাথে (৩:৪৩)	ভিক্ষুকদের কে দান (২:১৭৭)		
তাকওয়া অবলম্বন (৬:৭২)		বিনম্রতা (৫:৫৫)	দাসমুক্তি (২:১৭৭)		
ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর (২:৮৩)		সালাতে যত্নবান (২৩:৯)	অঙ্গীকার পালন (২:১৭৭)		
আল্লাহকে উত্তম ঋণ (৭৩:২০)		তাসবীহ পাঠ (৫০:৪০)	হস্তসমূহ সংযত (৪:৭৭)		
রাসূলদের সহযোগিতা (৫:১২)		আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ (৬২:১০)	জিহাদ (২:১৭৭)		

আল্লাহ, রাসূল ও কিতাব সম্পর্কে	মসজিদ ও নেতা	শারীরিক নামায পড়ার বিধান	আর্থ-সামাজিক বিধান	বিশেষ বিধান	জাহান্নামীর নামায
(২৩) টি	(৬) টি	(১৮) টি	(৩৪) টি	(৫) টি	(৮) টি
তাওবা (৯:৫)		রবের নাম স্মরণ(৮৭: ১৫)	ভাল কাজের আদেশ (২২:৪১)		
পিতা ইবরাহীমের দীন (২২:৭৮)			অন্যায় কাজের নিষেধ (২২:৪১)		
মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ (২:১২৫)			গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় (৩৫:২৯)		
ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ (৬:১৬১)			অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ (১৩:২২)		
প্রথাগত পদ্ধতি পরিহার (১১:৮৭)			মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া (৩০:৩১)		
			স্বগৃহে অবস্থান (৩৩:৩৩)		
			প্রাচীন জাহেলী যুগের		

আল্লাহ, রাসূল ও কিতাব সম্পর্কে	মসজিদ ও নেতা	শারীরিক নামায পড়ার বিধান	আর্থ-সামাজিক বিধান	বিশেষ বিধান	জাহান্নামীর নামায
(২৩) টি	(৬) টি	(১৮) টি	(৩৪) টি	(৫) টি	(৮) টি
			সাজসজ্জা না করা (৩৩:৩৩)		
			নিজেকে পরিশোধন		
			আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন (৩৫:২৯)		
			রবের আহবানে সাড়া (২:১৮৬)		
			পারস্পরিক পরামর্শ (৪২:৩৮)		
			সদাক্বাহ (৫৮:১৩)		
			যমীনে ছড়িয়ে যাওয়া (৬২:১০)		
			আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান (৬২:১০)		
			অপচয় (৭:৩১)		

আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়েত দান এবং পবিত্র কোরআন বুঝতে সহায়তা করুন।

আমিন

ড. কাজী আব্দুল মান্নান

সূচিপত্র

বিষয়		সূরাঃ আয়াত	পৃষ্ঠা
১.১ নামাযের পূর্বে যে মানসিক প্রস্তুতি		১১:৮৭	১
২.১ নামায একমাত্র আল্লাহর জন্যই		২০:১৪	২
		৬:১৬২	২
২.১.১	ইবাদাতে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ	১৮:১১০	৩
		৭২:১৮	৩
৩.১ নামাযের সময়		১১:১১৪	৫
		১৭:৭৮	৬
		৪০:৫৫	৭
		২৪:৩৬	৭
		২৪:৫৮	৮
		৪:১০৩	১০
		৩:৪১	১১
৪.১ নামাযের আহবান (আযান)		৫:৫৮	১৩
৫.১ শারীরিক পবিত্রতা (ওযু ও গোছল) ও মানসিক অবস্থা		৪:৪৩	১৪
		৫:৬	১৬
৬.১ সাজসজ্জা		৭:৩১	১৮
৭.১ নামাযের উৎস সম্পর্কে বিশ্বাস ও অনুসরণ			১৯
৭.১.১	পিতা ইবরাহীমের (আঃ) দীন	২২:৭৮	১৯
৭.১.২	প্রথম স্থান-ইব্রাহিমের (আঃ) দাঁড়ানোর স্থানকে অনুসরণ করা	২:১২৫	২১
৭.১.৩	ইব্রাহিম (আঃ) মানব জাতির নেতা	২:১২৪	২২
৭.১.৪	ইব্রাহিমের (আঃ) প্রার্থনা	২:১২৭	২৩
		২:১২৮	২৪
		১৪:৩৭	২৫
		১৪:৪০	২৭
৭.১.৫	ইব্রাহিমের (আঃ) কিবলা	২:১৪২	২৭
৮.১ নামাযের কিবলা		২:১৪৪	২৮

৮.১.১	কিবলা	২:১৪৮	৩০
		২:১৪৯	৩১
		২:১৫০	৩২
৮.২.১	ইব্রাহিমের (আঃ) মাজহাব অনুসরণ কর	৩:৯৫	৩৩
৮.৩.১	বিনীতভাবে দন্ডায়মান	২:২৩৮	৩৪
৯.১ দন্ডায়মান ও রুকূ-সিজদা		৩:৩৯	৩৫
৯.১.১	রুকূ-সিজদা ও দাঁড়িয়ে	২২:২৬	৩৬
		২৬:২১৮	৩৭
৯.১.২	সালাতে বিনয়াবনত	২৩:২	৩৭
৯.১.৩	সালাতে যত্নবান	২৩:৯	৩৮
		৭০:৩৪	৩৮
৯.১.৪	সদা নিষ্ঠাবান	৭০:২৩	৩৯
১০.১ সালাতে স্বর		১৭:১১০	৩৯
১০.১.১	কুরআন পাঠ চুপ করে শোনো	৭:২০৪	৪০
১১.১ শুধুমাত্র কোরআন তেলওয়াত			
১১.১.১	কোরআন ছাড়া নামাজে কিছু পড়া যাবে না	২:৭৯	৪১
১১.১.২	কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়া	৭৩:২০	৪২
১১.১.২	আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন	৩৫:২৯	৪৫
১১.১.৩	যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত	২৯:৪৫	৪৬
১১.১.৪	বিভিন্ন সময়ে কেন দোয়া পড়তে হয়	২:৪৫	৪৭
১২.১ মহিলাদের নামায			
১২.১.১	মারইয়াম তামাম দুনিয়ার নারীদের নেতা	৩:৪২	৪৮
১২.১.২	মহিলাদের নামায জামাতে	৩:৪৩	৪৯
১৩.১ জুমু'আর সালাত		৬২:৯	৪৯
১৪.১ কসর নামায		৪:১০১	৫০
১৫.১ সামরিক নামায		৪:১০২	৫২
১৬.১ নিজের ঘরে নামায		১০:৮৭	৫৪
১৭.১ তাহাজ্জুদ নামায		১৭:৭৯	৫৫
১৮.১ পদব্রজে বা যানবাহনের উপর সালাত		২:২৩৯	৫৬
১৯.১ ব্যবসায়ীর নামায		২৪:৩৭	৫৭
২০.১ মুনাফিকের নামায		৪:১৪২	৫৮
		৯:৫৪	৫৯
২১.১ পরিবার-পরিজনকে সালাতের নির্দেশ		১৯:৫৫	৬০

		২০:১৩২	৬১
২২.১ নামায রাষ্ট্র প্রধান ও নেতার নির্দেশ		২১:৭৩	৬২
		২২:৪১	৬৩
২৩.১ ওসিয়তের সাক্ষী হতে হবে নামাজী		৫:১০৬	৬৪
২৪.১ বে-নামাজির জন্য জাহান্নাম		৭৪:৪২	৬৬
		৭৪:৪৩	৬৬
২৫.১ মসজিদুল হারাম ও মসজিদ			
২৫.১.১	মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান	৫:২	৬৭
২৫.১.২	মসজিদে ইবাদতে বাধা	২:১১৪	৬৯
২৫.১.৩	যা সালাতে বিরত রাখে	৫:৯১	৭০
২৫.১.৪	বিতর্কিত মসজিদ	৯: ১০৭	৭১
		৯: ১০৮	৭২
২৬.১ যে নামাজীর জন্য জাহান্নাম			
২৬.১.২	কা'বা ঘরের কাছে যে নামায জাহান্নামে নিয়ে যাবে	৮:৩৫	৭৪
২৬.১.২	নামাযের সাথে অন্যান্য বিষয়	১০৭:(১-৭)	৭৫
২৭.১ যাদের জানাজা নামায নিষেধ		৯:৮৪	৭৮
২৮.১ আল্লাহকে মানে কিন্তু শিরকের সাথে		১২:১০৬	৭৯
২৯.১ ঈমান ও কুফরী গোপন করার বিধান		১৬:১০৬	৭৯
৩০.১ অসৎ বংশধর নামায বিনষ্ট করে		১৯:৫৯	৮১
৩১.১ সকল প্রাণী নামায পরে		২৪: ৪১	৮২
৩২.১ আল্লাহ ডাকে সাড়া দেন		২:১৮৬	৮৩
৩৩.১ নামাযের সাথে অন্যান্য বিষয়			
৩৩.১.০ যাকাত			
৩৩.১.১	যাকাত	১৯:৩১	৮৪
		২৭:৩	৮৫
৩৩.১.২	ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর, সদাচার: পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে; মানুষকে উত্তম কথা বলা, এবং যাকাত প্রদান	২:৮৩	৮৫
৩৩.১.৩	যাকাত প্রদান ও রুকূকারীদের সাথে রুকূ	২:৪৩	৮৭

৩৩.১.৪	যাকাত ও সৎ কর্ম	২:১১০	৮৭
৩৩.১.৫	ঈমান: আল্লাহতে, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি; দান: আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, পথিক ও ভিক্ষুকদেরকে; দাসমুক্তি, যাকাত, অঙ্গীকার পালন এবং ধৈর্য ধারণ	২:১৭৭	৮৮
৩৩.১.৬	ঈমান, সৎকাজ ও যাকাত	২:২৭৭	৯০
৩৩.১.৭	হস্তসমূহ সংযত, যাকাত, জিহাদ ও তাকওয়া অবলম্বন	৪:৭৭	৯১
৩৩.১.৮	ঈমান: পূর্বে-বর্তমান কিতাব,আল্লাহ ও শেষ দিনে; এবং যাকাত	৪:১৬২	৯৪
৩৩.১.৯	যাকাত, ঈমান রাসূলদের প্রতি, রাসূলদের সহযোগিতা ও আল্লাহকে উত্তম ঋণ	৫:১২	৯৫
৩৩.১.১০	যাকাত ও বিনম্রতা	৫:৫৫	৯৭
৩৩.১.১১	তাওবা ও যাকাত	৯:৫	৯৮
৩৩.১.১২		৯:১১	৯৯
৩৩.১.১৩	আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ, ঈমান: আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত দিবসের; যাকাত এবং ভয় একমাত্র আল্লাহকে	৯:১৮	১০০
৩৩.১.১৪	ভাল কাজের আদেশ, অন্যায় কাজের নিষেধ, যাকাত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য	৯:৭১	১০১
৩৩.১.১৫	যাকাত ও রাসূলের আনুগত্য	২৪:৫৬	১০২
৩৩.১.১৬	যাকাত ও পরকালের দৃঢ় বিশ্বাস	৩১:৪	১০৩

৩৩.১.১৭	স্বগৃহে অবস্থান, প্রাচীন জাহেলী যুগের সাজসজ্জা না করা, যাকাত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত	৩৩:৩৩	১০৪
৩৩.১.১৮	সদাক্বাহ, যাকাত, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য	৫৮:১৩	১০৫
৩৩.১.১৯	আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত ও যাকাত	৯৮:৫	১০৬
৩৩.২.০ **ঈমান**			
৩৩.২.১	ঈমান: আখেরাতের, কিতাবের; এবং সালাতে যত্নবান	৬:৯২	১০৭
৩৩.২.২	গায়েবের প্রতি ঈমান ও রিযক থেকে ব্যয়	২:৩	১০৮
৩৩.২.৩	ঈমান, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয়	১৪:৩১	১০৯
৩৩.৩.০ **ধৈর্য**			
৩৩.৩.১	ধৈর্য ও সাহায্য	২:১৫৩	১১০
৩৩.৩.২	ধৈর্য, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় এবং অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ	১৩:২২	১১১
৩৩.৩.৩	অন্তরে আল্লাহর ভয়, ধৈর্য ও ব্যয়	২২:৩৫	১১২
৩৩.৩.৪	সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ও বিপদ-আপদে ধৈর্য	৩১:১৭	১১৩
৩৩.৪.০ **রিযক হতে ব্যয়**			
৩৩.৪.১	রিযক হতে ব্যয়	৮:৩	১১৪
৩৩.৪.২	রবের আহবানে সাড়া, পারস্পরিক পরামর্শ ও রিযক থেকে ব্যয়	৪২:৩৮	১১৫
৩৩.৫.০ **তাকওয়া**			
৩৩.৫.১	তাকওয়া অবলম্বন (রাব্বকে ভয়)	৬:৭২	১১৬

৩৩.৫.২	আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ	৭:১৭০	১১৭
৩৩.৫.৩	আল্লাহর ভয় ও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া	৩০:৩১	১১৭
৩৩.৫.৪	রাববকে না দেখে ভয় ও নিজেকে পরিশোধন	৩৫:১৮	১১৮
৩৩.৫.৫	যমীনে ছড়িয়ে যাওয়া ও আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান	৬২:১০	১২০
৩৩.৫.৬	রবের নাম স্মরণ	৮৭:১৫	১২০
৩৩.৫.৭	সালাত একমাত্র রবের উদ্দেশ্যেই	১০৮:২	১২১
৩৩.৫.৮	তাসবীহ পাঠ	৫০:৪০	১২২
৩৩.৬.০ **বিবিধ**			
		৭০:২২	১২২
		৭৫:৩১	১২৩
		৯৬:১০	১২৩

৩৪.১ আল্লাহর রচিত কতিপয় দোয়া, দুরূদ, হাম্দ ও নাত

	সূরাঃ আল-ফাতিহা- হামদ	১:১-৭	১২৪
৩৪.১.২	**আয়াতুল কুরসী**	২:২৫৫	১২৭
৩৪.১.৩	**আল্লাহর রচিত দুরূদ এবং হাম্দ**	৩৭:১৮০	১২৯
		৩৭: ১৮১	১৩০
		৩৭:১৮২	১৩০

৩৫.১	**ক্ষমা চাওয়া**			
	৩৫.১.১	ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া	২:১২৮	১৩০
	৩৫.১.২	পরিপূর্ন ঈমান আনার স্বীকৃতি	২:২৮৫	১৩১
	৩৫.১.৩	অপরাধ ও কাজের বাড়াবাড়ি হেতু	৩:১৪৭	১৩৩
	৩৫.১.৪	আগুনের আযাব থেকে রক্ষা	৩:১৯১	১৩৪
	৩৫.১.৫	আদম (আঃ) দোয়া	৭:২৩	১৩৫
	৩৫.১.৬	জাহান্নামীরা যা বলবে	২৩:১০৬	১৩৬
	৩৫.১.৭	ঈমান এনে ক্ষমা	২৩:১০৯	১৩৭
	৩৫.১.৮	ফেরাউনের জাদুকররা যে দোয়া পড়ে ঈমান এনেছিল	২৬:৫১	১৩৮

৩৬.১	**দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের**		২:২০১	১৩৯
৩৭.১	**ধৈর্য ধারণের:** জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর ভয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া		২:২৫০	১৪০
৩৮.১	**যালিম ও কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহকে অভিবাবক হিসাবে**			
	৩৮.১.১	বিপদাপদ ও বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্তি	২:২৮৬	১৪১
	৩৮.১.২	ভাল নেতা পাওয়ার জন্য	৪:৭৫	১৪৩
	৩৮.১.৩	যালিম সম্প্রদায়ভুক্ত না হওয়ার	২৩:৯৪	১৪৪
	৩৮.১.৪	লূত (আঃ) দোয়া	২৯:৩০	১৪৫
	৩৮.১.৫	ফেরাউনের স্ত্রীর দোয়া	৬৬:১১	১৪৬
৩৯.১	**হিদায়াত ও রহমতের**			
	৩৯.১.১	অন্তরসমূহ বক্রতা রোধে	৩:৮	১৪৭
	৩৯.১.২	ইবরাহীমের (আঃ) আদর্শ	৬:১৬১	১৪৮
	৩৯.১.৩	কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন	২৬:৭৮	১৪৯
	৩৯.১.৪	মূসা (আঃ) দোয়া	২৮:২৪	১৪৯
৪০.১	**ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি**			
	৪০.১.১	ঈমানের সাক্ষী	৩:৫৩	১৫০
	৪০.১.২	আহলে কিতাবীদের উদ্দেশ্যে	৫:৫৯	১৫১
৪১.১	**যালিমদের জন্য অভিশাপ**			
	৪১.১.১	যালেমদের উদ্দেশ্যে	৩:১৯২	১৫২
	৪১.১.২	মূসা (আঃ) দোয়া	১০:৮৮	১৫৩
৪২.১	**নেককারদের সাথে মৃত্যু**			
	৪২.১	ঈমানের সাথে মৃত্যু	৩:১৯৩	১৫৫
	৪২.২	ইউসুফ (আঃ) দোয়া	১২:১০১	১৫৬
৪৩.১	**ভাইয়ের জন্য**			
	৪৩.১.১	মূসা (আঃ) দোয়া	৫:২৫	১৫৭
	৪৩.১.২	মূসা (আঃ) দোয়া	৭:১৫১	১৫৮
৪৪.১	**সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য:**			
	৪৪.১.১	ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া	৬:১৬২	১৫৯
	৪৪.১.২	ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া	৬:১৬৩	১৬০

৪৫.১	**জাতির মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা:** শুআইব (আঃ) এর দোয়া		৭:৮৯	১৬১
৪৬.১	**রিযক লাভের জন্য:** ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া		১৪:৩৭	১৬২
৪৭.১	**বংশধরদের জন্য:** ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া		১৪:৪০	১৬৪
৪৮.১	**পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য**			
	৪৮.১.১	বৃদ্ধ অবস্থা, মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর পর	১৭:২৪	১৬৫
	৪৮.১.২	ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া	১৪:৪১	১৬৬
	৪৮.১.৩	সকলের জন্য দোয়া	৭১:২৮	১৬৬
৪৯.১	**সাহায্যকারী শক্তির জন্য**		১৭:৮০	১৬৭
৫০.১	**উত্তরাধিকারী ও সন্তানলাভের জন্য**			
	৫০.১.১	যাকারিয়্যা (আঃ) এর দোয়া	১৯:৫	১৬৮
	৫০.১.২	যাকারিয়্যা (আঃ) এর দোয়া	২১:৮৯	১৬৯
৫১.১	**জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য**		২০:১১৪	১৭০
৫২.১	**দুঃখ-কষ্টে থাকলে:** আইউব (আঃ) এর দোয়া		২১:৮৩	১৭১
৫৩.১	**শয়তানের প্ররোচনা হতে মুক্তি**			
	৫৩.১.১	শয়ত্বানের কুমন্ত্রণা হতে	২৩:৯৭	১৭২
	৫৩.১.২	শয়ত্বানের উপস্থিতি হতে	২৩:৯৮	১৭২
৫৪.১	**বিবাহ ও সন্তানের জন্য**		২৫:৭৪	১৭৩
৫৫.১	**শোকরগোজারী করে জান্নাতের প্রার্থনা:** ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া		২৬:(৭৯-৮৭)	১৭৪
৫৬.১	**সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত:** সুলাইমান (আঃ) এর দোয়া		২৭:১৯	১৭৮
৫৭.১	**তওবা**		৪৬:১৫	১৮০
৫৮.১	**সূরাঃ আল-ফালাক**		১১৩:(১-৫)	১৮২
৫৯.১	**সূরাঃ আন-নাস**		১১৪: (১-৬)	১৮৪

১.১ নামাজের পূর্বে যে মানসিক প্রস্তুতি পিতৃপুরুষগনের পদ্ধতি পরিহার

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ

তারা বলল, ‘হে শু‘আইব, তোমার **সালাত** কি তোমাকে এই নির্দেশ প্রদান করে যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের **ইবাদাত** করত, আমরা তাদের ত্যাগ করি? অথবা আমাদের সম্পদে আমরা ইচ্ছামত যা করি তাও (ত্যাগ করি?) তুমি তো বেশ সহনশীল সুবোধ’! (আল-বায়ান)

তারা বলল, ‘হে শু‘আয়ব! তোমার **ইবাদত** কি তোমাকে এই হুকুম দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষ যার ‘**ইবাদাত** করত আমরা তা পরিত্যাগ করি বা আমাদের ধন-সম্পদের ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছে (মাফিক ব্যয় করা) বর্জন করি, তুমি তো দেখছি বড়ই ধৈর্যশীল, ভাল মানুষ।’ (তাইসিরুল)

তারা বললঃ হে শু‘আইব! তোমার **ধর্মনিষ্ঠা** কি তোমাকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা ঐ সব উপাস্য বর্জন করি যাদের **উপাসনা** আমাদের পিতৃ-পুরুষরা করে আসছে? অথবা এটা বর্জন করতে বল যে, আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি? বাস্তবিকই তুমি হচ্ছ বড় সহিষ্ণু, সদাচারী। (মুজিবুর রহমান)

They said, "O Shu'ayb, does your prayer command you that we should leave what our fathers worship or not do with our wealth what we please? Indeed, you are the forbearing, the discerning!" (Sahih International)

[(১১:৮৭) সূরাঃ হূদ, আয়াতঃ ৮৭]

২.১ নামাজ একমাত্র আল্লাহর জন্যই

اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ

‘নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে **সালাত** কায়েম কর’। (আল-বায়ান)

প্রকৃতই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, কাজেই আমার ‘ইবাদাত কর, আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে **নামায** কায়িম কর।’ (তাইসিরুল)

আমি আল্লাহ! আমি ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই; অতএব আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে **সালাত** কায়েম কর। (মুজিবুর রহমান)

Indeed, I am Allah. There is no deity except Me, so worship Me and establish prayer for My remembrance. (Sahih International)

[(২০:১৪) সূরাঃ ত্ব-হা, আয়াতঃ ১৪]

قُلۡ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَ نُسُکِیۡ وَ مَحۡیَایَ وَ مَمَاتِیۡ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ

বল, ‘নিশ্চয় আমার **সালাত**, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব’। (আল-বায়ান)

বল, আমার **নামায**, আমার যাবতীয় ‘ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত)। (তাইসিরুল)

তুমি বলে দাওঃ আমার **সালাত**, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য। (মুজিবুর রহমান)

Say, "Indeed, my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah, Lord of the worlds. (Sahih International)

[(৬:১৬২) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত: ১৬২]

২.১.১ ইবাদাতে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ

قُلۡ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡ يُوۡحٰۤى اِلَىَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ‌ۚ فَمَنۡ كَانَ يَرۡجُوۡا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا

বল, ‘আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে’ । (আল-বায়ান)

বল, ‘আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার নিকট ওয়াহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ ‘আমাল করে

আর তার প্রতিপালকের ‘ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।’ (তাইসিরুল)

বলঃ আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাথে সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদাতে কেহকেও শরীক না করে। (মুজিবুর রহমান)

Say, "I am only a man like you, to whom has been revealed that your god is one God. So whoever would hope for the meeting with his Lord - let him do righteous work and not associate in the worship of his Lord anyone." (Sahih International)

[(১৮:১১০) সূরাঃ আল-কাহফ, আয়াত:১১০]

وَّ اَنَّ الۡمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدۡعُوۡا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না। (আল-বায়ান)

আরো এই যে, মাসজিদগুলো কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য আর কাউকে ডেকো না। (তাইসিরুল)

এবং এই যে মাসজিদসমূহ, আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কেহকেও ডেকনা। (মুজিবুর রহমান)

And [He revealed] that the masjids are for Allah, so do not invoke with Allah anyone. (Sahih International)

[(৭২:১৮) সূরাঃ আল-জ্বিন, আয়াত:১৮]

৩.১ নামাজের সময়

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیۡلِ ؕ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ یُذۡهِبۡنَ السَّیِّاٰتِ ؕ ذٰلِکَ ذِکۡرٰی لِلذّٰکِرِیۡنَ

আর তুমি **সালাত** কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। (আল-বায়ান)

তুমি **নামায** প্রতিষ্ঠা কর দিনের দু' প্রান্ত সময়ে আর কিছুটা রাত অতিবাহিত হওয়ার পর, পূণ্যরাজি অবশ্যই পাপরাশিকে দূর করে দেয়, এটা তাদের জন্য উপদেশ যারা উপদেশ গ্রহণ করে। (তাইসিরুল)

এবং **সালাতের** পাবন্দী হও দিনের দু' প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে সৎ কার্যসমূহ অসৎ কার্যসমূহকে মিটিয়ে দেয়; এটা হচ্ছে একটি (ব্যাপক) নাসীহাত, নাসীহাত মান্যকারীদের জন্য। (মুজিবুর রহমান)

And establish prayer at the two ends of the day and at the approach of the night. Indeed, good deeds do away with misdeeds. That is a

reminder for those who remember. (Sahih International)

[(১১:১১৪) সূরাঃ হূদ, আয়াতঃ ১১৪]

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭاِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত **সালাত** কায়েম কর এবং ফজরের কুরআন। নিশ্চয় ফজরের কুরআন (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়। (আল-বায়ান)

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার পর্যন্ত **নামায** প্রতিষ্ঠা কর, আর ফাজরের সলাতে কুরআন পাঠ (করার নীতি অবলম্বন কর), নিশ্চয়ই ফাজরের সলাতের কুরআন পাঠ (ফেরেশতাগণের) সরাসরি সাক্ষ্য হয়। (তাইসিরুল)

সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত **সালাত** কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ। (মুজিবুর রহমান)

Establish prayer at the decline of the sun [from its meridian] until the darkness of the night and [also] the Qur'an of dawn. Indeed, the recitation of dawn is ever witnessed. (Sahih International)

[(১৭:৭৮) সূরাঃ আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল), আয়াতঃ৭৮]

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِیِّ وَ الْاِبْكَارِ

কাজেই তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল- সন্ধ্যায় তোমার রবের প্রশংসাসহ **তাসবীহ** পাঠ কর। (আল-বায়ান)

কাজেই তুমি ধৈর্য ধারণ কর, (তুমি দেখতে পাবে) আল্লাহর ও'য়াদা সত্য। তুমি তোমার ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর সকাল-সন্ধ্যা তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে **পবিত্রতা** বর্ণনা কর। (তাইসিরুল)

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রবের **পবিত্রতা ও মহিমা** ঘোষণা কর। (মুজিবুর রহমান)

So be patient, [O Muhammad]. Indeed, the promise of Allah is truth. And ask forgiveness for your sin and exalt [Allah] with praise of your Lord in the evening and the morning. (Sahih International)

[(৪০:৫৫) সূরাঃ গাফির (আল মু'মিন), আয়াত:৫৫]

فِیْ بُیُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فِیْهَا اسْمُهٗ ۙ یُسَبِّحُ لَهٗ فِیْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ

সেসব ঘরে যাকে সমুন্নত করতে এবং যেখানে আল্লাহর নাম যিক্র করতে আল্লাহই অনুমতি দিয়েছেন। সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর **তাসবীহ** পাঠ করে- (আল-বায়ান)

(এ রকম আলো জ্বালানো হয়) সে সব গৃহে (অর্থাৎ মাসজিদে ও উপাসনালয়ে) যেগুলোকে সমুন্নত রাখতে আর তাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, ওগুলোতে তাঁর **মাহাত্ম্য ঘোষণা** করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায় (বার বার) (তাইসিরুল)

সেই সব গৃহ, যাকে মর্যাদায় সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর **পবিত্রতা ও মহিমা** ঘোষণা করে। (মুজিবুর রহমান)

[Such niches are] in mosques which Allah has ordered to be raised and that His name be mentioned therein; exalting Him within them in the morning and the evenings (Sahih International)

[(২৪: ৩৬) সূরাঃ আন-নূর, আয়াত: ৩৬]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ حِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَ مِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۚ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

হে মুমিনগণ, তোমাদের ডানহাত যার মালিক হয়েছে এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন অবশ্যই তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের **সালাতের** পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ, এবং 'ইশার **সালাতের** পর; এই তিনটি তোমাদের [গোপনীয়তার] সময়। এই তিন সময়ের পর তোমাদের এবং তাদের কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অন্যের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (আল-বায়ান)

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীগণ আর তোমাদের যারা বয়:প্রাপ্ত হয়নি তারা যেন (তোমাদের কাছে আসতে) তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে তিন সময়ে- ফাজর **নামাযের** পূর্বে, আর যখন দুপুরে রোদের প্রচন্ডতায় তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ আর 'ইশার **নামাযের** পর। এ তিনটি তোমাদের পোশাকহীন হওয়ার সময়। এ সময়গুলো ছাড়া অন্য সময়ে (প্রবেশ করলে) তোমাদের উপর আর তাদের উপর কোন দোষ নেই। তোমাদের এককে অন্যের কাছে ঘুরাফিরা করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশ খুবই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, বড়ই হিকমতওয়ালা। (তাইসিরুল)

হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফাজরের **সালাতের** পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার সালাতের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলা রাখার সময়; এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই; তোমাদের এক জনকে অপর জনের নিকটতো

যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্ট রূপে বিবৃত করেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (মুজিবুর রহমান)

O you who have believed, let those whom your right hands possess and those who have not [yet] reached puberty among you ask permission of you [before entering] at three times: before the dawn prayer and when you put aside your clothing [for rest] at noon and after the night prayer. [These are] three times of privacy for you. There is no blame upon you nor upon them beyond these [periods], for they continually circulate among you - some of you, among others. Thus does Allah make clear to you the verses; and Allah is Knowing and Wise. (Sahih International)

[(২৪:৫৮) সূরাঃ আন-নূর, আয়াত: ৫৮]

فَاِذَا قَضَيۡتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذۡكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوۡدًا وَّ عَلٰى جُنُوۡبِكُمۡ ۚ فَاِذَا اطۡمَاۡنَنۡتُمۡ فَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا

অতঃপর যখন তোমরা **সালাত** পূর্ণ করবে তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করবে। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে তখন

সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে। নিশ্চয় **সালাত** মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয। (আল-বায়ান)

যখন তোমরা **নামায** আদায় করে নেবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন (যথানিয়মে) **নামায** কায়িম করবে। নির্দিষ্ট সময়ে **নামায** কায়িম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (তাইসিরুল)

অতঃপর যখন তোমরা **সালাত** সম্পন্ন কর তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন **সালাত** প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয়ই **সালাত** বিশ্বাসীগণের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত। (মুজিবুর রহমান)

And when you have completed the prayer, remember Allah standing, sitting, or [lying] on your sides. But when you become secure, re-establish [regular] prayer. Indeed, prayer has been decreed upon the believers a decree of specified times. (Sahih International)

[(৪:১০৩) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত:১০৩]

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۭ وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ

সে বলল, 'হে আমার রব, আমাকে দেন একটি নিদর্শন' । তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন হল, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে

ইশারা ছাড়া কথা বলবে না। আর তোমার রবকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যা তার **তাসবীহ** পাঠ কর' । (আল-বায়ান)

সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোন নিদর্শন দাও' । তিনি বললেন, 'তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তিনদিন তুমি ইশারা ছাড়া লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না এবং তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর **পবিত্রতা ও মহিমা** ঘোষণা করবে' । (তাইসিরুল)

সে বলেছিলঃ হে আমার রাব্ব! আমার জন্য কোন নিদর্শন নিদির্ষ্ট করুন; তিনি বললেনঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের সাথে কথা বলতে পারবেনা; এবং স্বীয় রাব্বকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর **পবিত্রতা ও মহিমা** ঘোষণা কর। (মুজিবুর রহমান)

He said, "My Lord, make for me a sign." He Said, "Your sign is that you will not [be able to] speak to the people for three days except by gesture. And remember your Lord much and exalt [Him with praise] in the evening and the morning." (Sahih International)

[(৩:৪১) সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত: ৪১]

৪.১ নামাজের আহবান (আযান)

وَ اِذَا نَادَيۡتُمۡ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوۡهَا هُزُوًا وَّ لَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَّا يَعۡقِلُوۡنَ

আর যখন তোমরা **সালাতের** দিকে ডাক, তখন তারা একে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করে। তা এই কারণে যে, তারা এমন কওম, যারা বুঝে না। (আল-বায়ান)

তোমরা যখন **সলাতের** জন্য আহবান জানাও তখন তারা সেটিকে তামাশা ও খেলার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। এটা এজন্য যে, তারা হল নির্বোধ সম্প্রদায়। (তাইসিরুল)

আর যখন তোমরা **সালাতের** (আযান দ্বারা) আহবান কর তখন তারা ওর সাথে উপহাস করে; এর কারণ এই যে, তারা এরূপ লোক যারা মোটেই জ্ঞান রাখেনা। (মুজিবুর রহমান)

And when you call to prayer, they take it in ridicule and amusement. That is because they are a people who do not use reason. (Sahih International)

[(৫:৫৮) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত: ৫৮]

৫.১ শারীরিক পবিত্রতা (ওযু ও গোছল) ও মানসিক অবস্থা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَ لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা **সালাতের** নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম কর । সুতরাং তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (আল-বায়ান)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় **সলাতের** নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না তোমরা যা বল, তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থায়ও (সলাতের কাছে যেও না) গোসল না করা পর্যন্ত (মসজিদে) পথ অতিক্রম করা ব্যতীত; এবং যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা সফরে থাক; অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী সঙ্গম করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর, আর তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসহ কর; আল্লাহ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। (তাইসিরুল)

হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় **সালাতের** কাছেও যেওনা, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও - এ অবস্থায় অথবা গোসল যরুরী হলে তা সমাপ্ত না করে সালাতের জন্য দান্ডায়মান হয়োনা। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। যদি তোমরা পীড়িত হও, কিংবা প্রবাসে অবস্থান কর অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হতে প্রত্যাগত হয় কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং পানি না পাওয়া যায় তাহলে বিশুদ্ধ মাটির অন্বেষণ কর, তদ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল; নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (মুজিবুর রহমান)

O you who have believed, do not approach prayer while you are intoxicated until you know what you are saying or in a state of janabah, except those passing through [a place of prayer], until you have washed [your whole body]. And if you are ill or on a journey or one of you comes from the place of relieving himself or you have contacted women and find no water, then seek clean earth and wipe over your faces and your hands [with it]. Indeed, Allah is ever Pardoning and Forgiving. (Sahih International)

[(৪:৪৩) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত:৪৩]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা **সালাতে** দন্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নিআমত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (আল-বায়ান)

হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন **সলাতের** জন্য উঠবে, তখন তোমাদের মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয় ধৌত করবে। আর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করবে। তোমরা যদি অপবিত্র অবস্থায় থাক তবে বিধিমত পবিত্রতা অর্জন করবে। আর যদি পীড়িত হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি মলত্যাগ করে আসে অথবা যদি তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর আর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের উপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দিতে চান না, তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান আর তোমাদের প্রতি তাঁর

নি'আমাত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (তাইসিরুল)

হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা **সালাতের** উদ্দেশে দন্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলিকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসাহ কর এবং পা'গুলিকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে গোসল করে সমস্ত শরীর পবিত্র করে নাও। কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ পায়খানা হতে ফিরে আস কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী-সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ কর, আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চাননা, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমাত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (মুজিবুর রহমান)

O you who have believed, when you rise to [perform] prayer, wash your faces and your forearms to the elbows and wipe over your heads and wash your feet to the ankles. And if you are in a state of janabah, then purify yourselves. But if you are ill or on a journey or one of you comes from the place of relieving himself or you have contacted women and do not find water, then seek clean earth and wipe over your faces and hands with it. Allah does not intend to make difficulty for you, but He

intends to purify you and complete His favor upon you that you may be grateful. (Sahih International)

[(৫:৬) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত:৬]

৬.১ সাজসজ্জা

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

হে বনী আদম, তোমরা প্রতি **সালাতে** তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর এবং খাও, পান কর ও অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (আল-বায়ান)

হে আদাম সন্তান! প্রত্যেক **সলাতের** সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর, আর খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না, অবশ্যই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (তাইসিরুল)

হে আদম সন্তান! প্রত্যেক **সালাতের** সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর, আর খাও এবং পান কর। তবে অপব্যয় ও অমিতাচার করবেনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালবাসেননা। (মুজিবুর রহমান)

O children of Adam, take your adornment at every masjid, and eat and drink, but be not excessive. Indeed, He likes not those who commit excess. (Sahih International)

[(৭:৩১) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত:৩১]

৭.১ নামাজের উৎস সম্পর্কে বিশ্বাস ও অনুসরণ

৭.১.১ পিতা ইবরাহীমের (আঃ) দীন

وَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ
وَ فِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى
النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ
مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ

আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও। অতএব তোমরা **সালাত** কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী! (আল-বায়ান)

আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন। দ্বীনের ভিতর তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেননি। এটাই তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন, আল্লাহ তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বেও, আর এ কিতাবেও (ঐ নামই দেয়া হয়েছে) যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। কাজেই তোমরা **নামায** প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও আর আল্লাহকে আঁকড়ে ধর। তিনিই তোমাদের

অভিভাবক। কতই না উত্তম অভিভাবক আর কতই না উত্তম সাহায্যকারী! (তাইসিরুল)

এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত; তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা স্বাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা **সালাত** কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! (মুজিবুর রহমান)

And strive for Allah with the striving due to Him. He has chosen you and has not placed upon you in the religion any difficulty. [It is] the religion of your father, Abraham. Allah named you "Muslims" before [in former scriptures] and in this [revelation] that the Messenger may be a witness over you and you may be witnesses over the people. So establish prayer and give zakah and hold fast to Allah. He is your protector; and excellent is the protector, and excellent is the helper. (Sahih International)

[(২২:৭৮) সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াতঃ ৭৮]

৭.১.২ প্রথম স্থান-ইব্রাহিমের (আঃ) দাঁড়ানোর স্থানকে অনুসরণ করা

وَ اِذۡ جَعَلۡنَا الۡبَيۡتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمۡنًا ؕ وَ اتَّخِذُوۡا مِنۡ مَّقَامِ اِبۡرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَ عَهِدۡنَاۤ اِلٰۤى اِبۡرٰهٖمَ وَ اِسۡمٰعِيۡلَ اَنۡ طَهِّرَا بَيۡتِىَ لِلطَّآئِفِيۡنَ وَ الۡعٰكِفِيۡنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوۡدِ

আর স্মরণ কর, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে **সালাতের** স্থানরূপে গ্রহণ কর'। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, 'ইতিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর'। (আল-বায়ান)

এবং স্মরণ কর যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র এবং নিরাপদস্থল করলাম এবং বললাম, 'মাকামে ইবরাহীমকে **সলাতের** স্থান হিসেবে গ্রহণ কর' এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে বলেছিলাম, 'আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকূ ও সাজদাহকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে'। (তাইসিরুল)

এবং যখন আমি কা'বা গৃহকে মানব জাতির জন্য সুরক্ষিত স্থান ও পুণ্যধাম করেছিলাম, এবং মাকামে ইবরাহীমকে **সালাতের** জায়গা নির্ধারণ করেছিলাম; এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী ও ই'তিকাফকারী এবং রুকু ও সাজদাহকারীদের জন্য পবিত্র রেখ। (মুজিবুর রহমান)

And [mention] when We made the House a place of return for the people and [a place of] security. And take, [O believers], from the standing place of Abraham a place of prayer. And We charged Abraham and Ishmael, [saying], "Purify My House for those who perform Tawaf and those who are staying [there] for worship and those who bow and prostrate [in prayer]." (Sahih International)

[(২:১২৫) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:১২৫]

৭.১.৩ ইব্রাহিম (আঃ) মানব জাতির নেতা

وَ اِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ ؕ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ

আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল। তিনি বললেন, ‘আমি তোমাকে মানুষের জন্য নেতা বানাব’ । সে বলল, ‘আমার বংশধরদের থেকেও’ ? তিনি বললেন, ‘যালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না’ । (আল-বায়ান)

এবং স্মরণ কর যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে সেগুলো পূর্ণ করল, তখন আল্লাহ বললেন, ‘আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি’ । ইব্রাহীম আরয করল,

‘আর আমার বংশধর হতেও’ ? নির্দেশ হল, আমার অঙ্গীকারের মধ্যে যালিমরা শামিল নয়। (তাইসিরুল)

এবং যখন তোমার রাব্ব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন পরে সে তা পূর্ণ করেছিল; তিনি বলেছিলেনঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর নেতা করব। সে বলেছিলঃ আমার বংশধরগণ হতেও। তিনি বলেছিলেনঃ আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের প্রতি প্রযোজ্য হবেনা। (মুজিবুর রহমান)

And [mention, O Muhammad], when Abraham was tried by his Lord with commands and he fulfilled them. [Allah] said, "Indeed, I will make you a leader for the people." [Abraham] said, "And of my descendants?" [Allah] said, "My covenant does not include the wrongdoers." (Sahih International)

[(২:১২৪) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ১২৪]

৭.১.৪ ইব্রাহিমের (আঃ) প্রার্থনা

وَ اِذۡ یَرۡفَعُ اِبۡرٰهٖمُ الۡقَوَاعِدَ مِنَ الۡبَیۡتِ وَ اِسۡمٰعِیۡلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّا ؕ اِنَّکَ اَنۡتَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ

আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবার ভিৎগুলো উঠাচ্ছিল (এবং বলছিল,) ‘হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবূল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী’ । (আল-বায়ান)

আর (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি তুলছিল, তখন প্রার্থনা করল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা’ । (তাইসিরুল)

যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা ‘বার ভিত্তি স্থাপন করল (তখন বলল) হে আমাদের রাব্ব! আমাদের পক্ষ হতে এটি গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (মুজিবুর রহমান)

And [mention] when Abraham was raising the foundations of the House and [with him] Ishmael, [saying], "Our Lord, accept [this] from us. Indeed You are the Hearing, the Knowing. (Sahih International)

[(২:১২৭) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ১২৭]

رَبَّنَا وَ اجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَکَ وَ مِنۡ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسۡلِمَةً لَّکَ ۠ وَ اَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَ تُبۡ عَلَيۡنَا ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ

‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ । (আল-বায়ান)

হে আমাদের প্রতিপালক! ‘আমাদেরকে তোমার অনুগত কর, আমাদের খান্দানে একদল সৃষ্টি কর, যারা তোমার আজ্ঞাবহ হয় আর আমাদেরকে

ইবাদাতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দাও এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ । (তাইসিরুল)

হে আমাদের রাব্ব! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন, এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও আপনার অনুগত এক দল লোক সৃষ্টি করুন, আর আমাদেরকে হাজ্জের আহকাম বলে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, করুণাময়। (মুজিবুর রহমান)

Our Lord, and make us Muslims [in submission] to You and from our descendants a Muslim nation [in submission] to You. And show us our rites and accept our repentance. Indeed, You are the Accepting of repentance, the Merciful. (Sahih International)

[(২:১২৮) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ১২৮]

رَبَّنَآ اِنِّیۡۤ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِکَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَہۡوِیۡۤ اِلَیۡہِمۡ وَارۡ زُقۡہُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّہُمۡ یَشۡکُرُوۡنَ

‘হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিযক প্রদান

করুন ফল-ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে’ । (আল-বায়ান)

হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানদের একাংশকে শস্যক্ষেতহীন উপত্যকায় তোমার সম্মানিত ঘরের নিকট পুনর্বাসিত করলাম। হে আমার প্রতিপালক! তারা যাতে নামায কায়িম করে। কাজেই তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও আর ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করে। (তাইসিরুল)

হে আমাদের রাব্ব! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট। হে আমাদের রাব্ব! এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলফলাদি দ্বারা তাদের রিযেকর ব্যবস্থা করুন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (মুজিবুর রহমান)

Our Lord, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near Your sacred House, our Lord, that they may establish prayer. So make hearts among the people incline toward them and provide for them from the fruits that they might be grateful. (Sahih International)

[(১৪:৩৭) সূরাঃ ইবরাহীম, আয়াত: ৩৭]

رَبِّ اجۡعَلۡنِیۡ مُقِیۡمَ الصَّلٰوۃِ وَ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ ۖ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلۡ دُعَآءِ

‘হে আমার রব, আমাকে **সালাত** কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দো‘আ কবূল করুন’। (আল-বায়ান)

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে **নামায** প্রতিষ্ঠাকারী বানাও আর আমার সন্তানদেরকেও, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমার প্রার্থনা কবূল কর। (তাইসিরুল)

হে আমার রাব্ব! আমাকে **সালাত** কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও; হে আমাদের রাব্ব! আমার প্রার্থনা কবূল করুন। (মুজিবুর রহমান)

My Lord, make me an establisher of prayer, and [many] from my descendants. Our Lord, and accept my supplication. (Sahih International)

[(১৪:৪০) সূরাঃ ইবরাহীম, আয়াত:৪০]

৭.১.৫ ইব্রাহিমের (আঃ) কিবলা

سَیَقُوۡلُ السُّفَہَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىہُمۡ عَنۡ قِبۡلَتِہِمُ الَّتِیۡ کَانُوۡا عَلَیۡہَا ؕ
قُلۡ لِّلّٰہِ الۡمَشۡرِقُ وَ الۡمَغۡرِبُ ؕ یَہۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ

অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে, 'কীসে তাদেরকে তাদের কিবলা থেকে ফিরাল, যার উপর তারা ছিল?' বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে চান সোজা পথ দেখান'। আল-বায়ান

শীঘ্রই এ নির্বোধেরা বলবে, কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল তাদের সেই ক্বিবলা হতে যা তারা অনুসরণ করে আসছিল। বল, পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহরই, তিনি যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন। তাইসিরুল

মানবমন্ডলীর মধ্যস্থিত নির্বোধেরা অচিরেই বলবে, কিসে তাদেরকে সেই কিবলা হতে প্রত্যাবৃত্ত করল যার দিকে তারা ছিল? তুমি বলে দাওঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই জন্য, তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। মুজিবুর রহমান

The foolish among the people will say, "What has turned them away from their qiblah, which they used to face?" Say, "To Allah belongs the east and the west. He guides whom He wills to a straight path." (Sahih International)

[(২:১৪২) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:১৪২]

৮.১ নামাজের কিবলা

قَدۡ نَرٰی تَقَلُّبَ وَجۡهِکَ فِی السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبۡلَةً تَرۡضٰهَا ۪ فَوَلِّ وَجۡهَکَ شَطۡرَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ؕ وَ حَیۡثُ مَا کُنۡتُمۡ فَوَلُّوۡا وُجُوۡهَکُمۡ شَطۡرَهٗ ؕ وَ اِنَّ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡکِتٰبَ لَیَعۡلَمُوۡنَ اَنَّهُ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّهِمۡ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعۡمَلُوۡنَ

আকাশের দিকে বার বার তোমার মুখ ফিরানো আমি অবশ্যই দেখছি। অতএব আমি অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাব, যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও।

আর নিশ্চয় যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা অবশ্যই জানে যে, তা তাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এবং তারা যা করে, সে ব্যাপারে আল্লাহ গাফিল নন। (আল-বায়ান)

নিশ্চয়ই আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখাকে লক্ষ্য করেছি, যে ক্বিবলা তুমি পছন্দ কর, আমি তোমাকে সেদিকে ফিরে যেতে আদেশ করছি। তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, ওরই দিকে মুখ ফিরাও; বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের জানা আছে যে, ক্বিবলার পরিবর্তন তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রকৃতই সত্য এবং তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে মোটেই গাফিল নন। (তাইসিরুল)

নিশ্চয়ই আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমন্ডল উত্তোলন অবলোকন করেছি। তাই আমি তোমাকে ঐ কিবলাহমুখীই করাচ্ছি যা তুমি কামনা করছো। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখমন্ডল ফিরিয়ে দাও এবং তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের আনন সে দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর; এবং নিশ্চয়ই যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই অবগত আছে যে, নিশ্চয়ই এটি তাদের রবের নিকট হতে প্রেরিত সত্য; এবং তারা যা করছে তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন। (মুজিবুর রহমান)

We have certainly seen the turning of your face, [O Muhammad], toward the heaven, and We will surely turn you to a qiblah with which you will be pleased. So turn your face toward al-Masjid al-Haram. And wherever you [believers] are, turn your faces toward it [in prayer]. Indeed, those who have been given the Scripture well

know that it is the truth from their Lord. And Allah is not unaware of what they do. (Sahih International)

[(২:১৪৪) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:১৪৪]

وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

আর প্রত্যেকের রয়েছে একটি দিক, যেদিকে সে চেহারা ফিরায়। সুতরাং তোমরা কল্যাণকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (আল-বায়ান)

প্রত্যেকের জন্যই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, সেদিকেই সে মুখ করে। কাজেই তোমরা সৎ কাজের দিকে ধাবমান হও। যেখানেই তোমরা অবস্থান কর, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। (তাইসিরুল)

প্রত্যেকের জন্য এক একটি লক্ষ্যস্থল রয়েছে, ঐ দিকেই সে মুখমন্ডল প্রত্যাবর্তিত করে, অতএব তোমরা কল্যাণের দিকে ধাবিত হও; তোমরা যেখানেই থাকনা কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (মুজিবুর রহমান)

For each [religious following] is a direction toward which it faces. So race to [all that is] good. Wherever you may be, Allah will bring you forth [for judgement] all together. Indeed,

Allah is over all things competent. (Sahih International)

[(২:১৪৮) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:১৪৮]

وَ مِنۡ حَیۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَکَ شَطۡرَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ؕ وَ اِنَّهٗ لَلۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّکَ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ

আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। আর নিশ্চয় তা সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা থেকে গাফিল নন। (আল-বায়ান)

আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফেরাও, নিশ্চয়ই তা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে পাঠানো সত্য, বস্তুতঃ তোমরা যা করছ আল্লাহ সে সম্পর্কে মোটেই গাফিল নন। (তাইসিরুল)

এবং তুমি যেখান হতেই বের হবে- তোমার মুখ পবিত্রতম মাসজিদের দিকে প্রত্যাবর্তিত কর এবং নিশ্চয়ই এটাই তোমার রবের নিকট হতে প্রেরিত সত্য এবং তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন। (মুজিবুর রহমান)

So from wherever you go out [for prayer, O Muhammad] turn your face toward al- Masjid al-Haram, and indeed, it is the truth from your Lord. And Allah is not unaware of what you do. (Sahih International)

[(২:১৪৯) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:১৪৯]

وَ مِنۡ حَیۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَکَ شَطۡرَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ؕ وَ حَیۡثُ مَا کُنۡتُمۡ فَوَلُّوۡا وُجُوۡهَکُمۡ شَطۡرَهٗ ۙ لِئَلَّا یَکُوۡنَ لِلنَّاسِ عَلَیۡکُمۡ حُجَّۃٌ ٭ۙ اِلَّا الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا مِنۡهُمۡ ٭ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَ اخۡشَوۡنِیۡ ٭ وَ لِاُتِمَّ نِعۡمَتِیۡ عَلَیۡکُمۡ وَ لَعَلَّکُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ

আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও, যাতে তোমাদের বিপক্ষে মানুষের বিতর্ক করার কিছু না থাকে। তবে তাদের মধ্য থেকে যারা যুলম করেছে, তারা ছাড়া। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর। আর যাতে আমি আমার নিআমত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে পারি এবং যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। (আল-বায়ান)

তুমি যেখান থেকেই বের হও, নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফিরাও, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, নিজেদের মুখগুলো ওর দিকে করিও, যাতে তাদের মধ্যেকার যালিম লোক ছাড়া অন্যান্য লোকেদের তোমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার না থাকে, কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, যাতে আমি তোমাদের প্রতি আমার নি 'মাত পূর্ণ করতে পারি, যাতে তোমরা সত্য পথে পরিচালিত হতে পার। (তাইসিরুল)

আর তুমি যেখান হতেই নিস্ক্রান্ত হও - তোমার মুখ পবিত্রতম মাসজিদের দিকে ফিরাও এবং যে যেখানে আছ তোমাদের মুখমন্ডল তদ্দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর যেন অত্যাচারীরা ব্যতীত অপরে তোমাদের সাথে বির্তক করতে না পারে। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করনা, বরং আমাকেই

ভয় কর যেন আমি তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করি, এবং যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও। (মুজিবুর রহমান)

And from wherever you go out [for prayer], turn your face toward al-Masjid al-Haram. And wherever you [believers] may be, turn your faces toward it in order that the people will not have any argument against you, except for those of them who commit wrong; so fear them not but fear Me. And [it is] so I may complete My favor upon you and that you may be guided. (Sahih International)

[(২:১৫০) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ১৫০]

৮.২.১ ইব্রাহিমের (আঃ) মাজহাব অনুসরণ কর

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۗ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

বল, ‘আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ কর একনিষ্ঠভাবে। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না’ । (আল-বায়ান)

বল, ‘আল্লাহ সত্য বলেছেন, সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের অনুসরণ কর, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নয়’ । (তাইসিরুল)

তুমি বলঃ আল্লাহ সত্য বলেছেন; অতএব তোমরা ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ কর এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্গত ছিলনা। (মুজিবুর রহমান)

Say, "Allah has told the truth. So follow the religion of Abraham, inclining toward truth; and he was not of the polytheists." (Sahih International)

[(৩:৯৫) সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত: ৯৫]

৮.৩.১ বিনীতভাবে দন্ডায়মান

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۛ وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

তোমরা **সালাতসমূহ** ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে। (আল-বায়ান)

তোমরা **সলাতের** প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাতের প্রতি এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দন্ডায়মান হও। (তাইসিরুল)

তোমরা **সালাতের** প্রতি যত্নবান হবে বিশেষতঃ মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশে তোমরা বিনীতভাবে দন্ডায়মান হও। (মুজিবুর রহমান)

Maintain with care the [obligatory] prayers and [in particular] the middle prayer and stand before Allah, devoutly obedient. (Sahih International)

[(২:২৩৮) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:২৩৮]

৯.১ দন্ডায়মান ও রুকূ-সিজদা

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ هُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّیْ فِی الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ سَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

অতঃপর ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল, সে যখন কক্ষে দাঁড়িয়ে **সালাত** আদায় করছিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা ও নারী সম্ভোগমুক্ত এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী'। (আল-বায়ান)

যখন যাকারিয়া 'ইবাদাত কক্ষে **সলাতে** দন্ডায়মান তখন ফেরেশতারা তাকে সম্বোধন করে বলল : আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্ইয়া'র সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহর পক্ষ হতে আগত কালেমার সত্যতার সাক্ষ্যদাতা, নেতা, গুনাহ হতে বিরত ও নেক বান্দাগণের মধ্য হতে একজন নাবী। (তাইসিরুল)

অতঃপর যখন সে মেহরাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে **প্রার্থনা** করছিল তখন মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্বন্ধে সুসংবাদ দিচ্ছেন - তার অবস্থা এই হবে যে, সে আল্লাহর একটি বাক্যের সত্যতা প্রকাশকারী হবে, নেতা হবে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমনকারী হবে এবং সৎ কর্মশীলগণের মধ্যে নাবী হবে। (মুজিবুর রহমান)

So the angels called him while he was standing in prayer in the chamber, "Indeed, Allah gives

you good tidings of John, confirming a word from Allah and [who will be] honorable, abstaining [from women], and a prophet from among the righteous." (Sahih International)

[(৩:৩৯) সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত:৩৯]

৯.১.১ রুকূ-সিজদা ও দাঁড়িয়ে

وَ اِذۡ بَوَّاۡنَا لِاِبۡرٰهِيۡمَ مَكَانَ الۡبَيۡتِ اَنۡ لَّا تُشۡرِكۡ بِىۡ شَيۡـًٔا وَّ طَهِّرۡ بَيۡتِىَ لِلطَّآئِفِيۡنَ وَ الۡقَآئِمِيۡنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوۡدِ

আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহ্র) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকূ-সিজদা ও দাঁড়িয়ে **সালাত** আদায়কারীর জন্য'। (আল-বায়ান)

স্মরণ কর যখন আমি ইবরাহীমকে (পবিত্র) গৃহের স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছিলাম, (তখন বলেছিলাম) আমার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার গণ্য করবে না, আর আমার গৃহকে পবিত্র রাখবে তাওয়াফকারী, **নামাযে** কিয়ামকারী, রূকু'কারী ও সেজদাকারীদের জন্য। (তাইসিরুল)

আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান তখন বলেছিলামঃ আমার সাথে কোন শরীক স্থির করনা এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা দন্ডায়মান থাকে, রুকু করে ও সাজদাহ করে। (মুজিবুর রহমান)

And [mention, O Muhammad], when We designated for Abraham the site of the House, [saying], "Do not associate anything with Me and purify My House for those who perform Tawaf and those who stand [in prayer] and those who bow and prostrate. (Sahih International)

[(২২:২৬) সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত: ২২:২৬]

الَّذِىْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ

'যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও' (আল-বায়ান)

যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (**নামাযের জন্য**) দন্ডায়মান হও। (তাইসিরুল)

যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (**সালাতের জন্য**)। (মুজিবুর রহমান)

Who sees you when you arise (Sahih International)

[(২৬:২১৮) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত:২১৮]

৯.১.২ সালাতে বিনয়াবনত

الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

যারা নিজদের **সালাতে** বিনয়াবনত। (আল-বায়ান)

যারা নিজেদের **নামাযে** বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে। (তাইসিরুল)

যারা নিজেদের **সালাতে** বিনয়, নম্র – (মুজিবুর রহমান)

They who are during their prayer humbly submissive (Sahih International)

[(২৩:২) সূরাঃ আল-মুমিনুন, আয়াত: ২]

৯.১.৩ সালাতে যত্নবান

وَ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَلٰى صَلَوٰتِهِمۡ يُحَافِظُوۡنَ

আর যারা নিজদের **সালাতসমূহ** হিফাযত করে। (আল-বায়ান)

আর যারা নিজেদের **নামাযের** ব্যাপারে যত্নবান। (তাইসিরুল)

আর যারা নিজেদের **সালাতে** যত্নবান – (মুজিবুর রহমান)

And they who carefully maintain their prayers – (Sahih International)

[(২৩:৯) সূরাঃ আল-মুমিনুন, আয়াত: ৯]

وَ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَلٰى صَلَاتِهِمۡ يُحَافِظُوۡنَ

আর যারা নিজদের **সালাতের** হিফাযত করে, (আল-বায়ান)

যারা তাদের **নামাযে** যত্নবান, (তাইসিরুল)

এবং নিজেদের **সালাতে** যত্নবান – (মুজিবুর রহমান)

And those who [carefully] maintain their prayer: (Sahih International)

[(৭০:৩৪) সূরাঃ আল-মা'আরিজ, আয়াত:৩৪]

৯.১.৪ সদা নিষ্ঠাবান

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ

যারা তাদের **সালাতের** ক্ষেত্রে নিয়মিত। (আল-বায়ান)

যারা তাদের **নামাযে** স্থির সংকল্প (তাইসিরুল)

যারা তাদের **সালাতে** সদা নিষ্ঠাবান। (মুজিবুর রহমান)

Those who are constant in their prayer (Sahih International)

[(৭০:২৩) সূরাঃ আল-মা'আরিজ, আয়াত:২৩]

১০.১ সালাতে স্বর

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

বল, 'তোমরা (তোমাদের রবকে) 'আল্লাহ' নামে ডাক অথবা 'রাহমান' নামে ডাক, যে নামেই তোমরা ডাক না কেন, তাঁর জন্যই তো রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। তুমি তোমার **সালাতে** স্বর উঁচু করো না এবং তাতে মৃদুও করো না; বরং এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর। (আল-বায়ান)

বল, 'তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো, যে নামেই তাঁকে ডাকো না কেন (সবই ভাল) কেননা সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।' তোমার **সলাতে** স্বর উচ্চ করো না, আর তা খুব নীচুও করো না, এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর। (তাইসিরুল)

বলঃ তোমরা ‘আল্লাহ’ নামে আহবান কর অথবা ‘রাহমান’ নামে আহবান কর, তোমরা যে নামেই আহবান করনা কেন, সব সুন্দর নামইতো তাঁর! তোমরা **সালাতে** তোমাদের স্বর উচু করনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করনা; এই দুই এর মধ্য পন্থা অবলম্বন কর। (মুজিবুর রহমান)

Say, "Call upon Allah or call upon the Most Merciful. Whichever [name] you call - to Him belong the best names." And do not recite [too] loudly in your prayer or [too] quietly but seek between that an [intermediate] way. (Sahih International)

[(১৭:১১০) সূরাঃ আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল), আয়াত: ১১০]

১০.১.১ কুরআন পাঠ চুপ করে শোনো

وَ اِذَا قُرِیَٔ الۡقُرۡاٰنُ فَاسۡتَمِعُوۡا لَهٗ وَ اَنۡصِتُوۡا لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ

আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমত লাভ কর। (আল-বায়ান)

যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ কর আর নীরবতা বজায় রাখ যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়। (তাইসিরুল)

যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নীরব নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। (মুজিবুর রহমান)

So when the Qur'an is recited, then listen to it and pay attention that you may receive mercy. (Sahih International)

[(৭:২০৪) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ২০৪]

১১.১ শুধুমাত্র কোরআন তেলওয়াত

১১.১.১ কোরআন ছাড়া নামাজে কিছু পড়া যাবে না

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۗ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ وَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ

সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে। তারপর বলে, ‘এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে’ , যাতে তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা লিখেছে তার পরিণামে তাদের জন্য ধ্বংস, আর তারা যা উপার্জন করেছে তার কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস। (আল-বায়ান)

সুতরাং অভিসম্পাত তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং নিকৃষ্ট মূল্য লাভের জন্য বলে এটা আল্লাহর নিকট হতে, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি অবধারিত এবং তারা যা উপার্জন করে তার জন্যও শাস্তি রয়েছে। (তাইসিরুল)

তাদের জন্য আক্ষেপ যারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে, যারা বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে সমাগত! এর দ্বারা তারা সামান্য মূল্য অর্জন করছে, তাদের হস্ত যা লিপিবদ্ধ করেছে তজ্জন্য তাদের প্রতি আক্ষেপ! এবং

তারা যা উপার্জন করছে তজ্জন্যও তাদের প্রতি আক্ষেপ! (মুজিবুর রহমান)

So woe to those who write the "scripture" with their own hands, then say, "This is from Allah," in order to exchange it for a small price. Woe to them for what their hands have written and woe to them for what they earn. (Sahih International)

[(২:৭৯) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ৭৯]

১১.১.২ কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়া

اِنَّ رَبَّکَ یَعۡلَمُ اَنَّکَ تَقُوۡمُ اَدۡنٰی مِنۡ ثُلُثَیِ الَّیۡلِ وَ نِصۡفَہٗ وَ ثُلُثَہٗ وَ طَآئِفَۃٌ مِّنَ الَّذِیۡنَ مَعَکَ ؕ وَ اللّٰہُ یُقَدِّرُ الَّیۡلَ وَ النَّہَارَ ؕ عَلِمَ اَنۡ لَّنۡ تُحۡصُوۡہُ فَتَابَ عَلَیۡکُمۡ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنۡ سَیَکُوۡنُ مِنۡکُمۡ مَّرۡضٰی ۙ وَ اٰخَرُوۡنَ یَضۡرِبُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ یَبۡتَغُوۡنَ مِنۡ فَضۡلِ اللّٰہِ ۙ وَ اٰخَرُوۡنَ یُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ ٭ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَیَسَّرَ مِنۡہُ ؕ وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَ اَقۡرِضُوا اللّٰہَ قَرۡضًا حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوۡا لِاَنۡفُسِکُمۡ مِّنۡ خَیۡرٍ تَجِدُوۡہُ عِنۡدَ اللّٰہِ ہُوَ خَیۡرًا وَّ اَعۡظَمَ اَجۡرًا ؕ وَ اسۡتَغۡفِرُوا اللّٰہَ ؕ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ

নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে, তুমি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, অথবা অর্ধরাত অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ **সালাতে** দাঁড়িয়ে থাক এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের মধ্য থেকে একটি দলও। আর আল্লাহ রাত ও দিন নিরূপণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা তা

করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। আর **সালাত** কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আল-বায়ান)

তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি কখনও রাতের দু'তৃতীয়াংশ '**ইবাদাতের** জন্য দাঁড়াও, কখনও অর্ধেক, কখনও রাতের এক তৃতীয়াংশ, তোমার সঙ্গী-সাথীদের একটি দলও (তাই করে)। আল্লাহ্ই রাত আর দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন, তোমরা তা যথাযথ হিসাব রেখে পালন করতে পারবে না। কাজেই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু পড়া তোমার জন্য সহজ হয়, তুমি ততটুকু পড়। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, আর কতক আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে যমীনে ভ্রমণ করবে, আর কতক আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে। কাজেই তোমাদের জন্য যতটুকু সহজসাধ্য হয় তাই তাথেকে পাঠ কর, আর **নামায** প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও আর আল্লাহকে ঋণ দাও উত্তম ঋণ। তোমরা যা কিছু কল্যাণ নিজেদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট (সঞ্চিত) পাবে, তাই উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে খুব বড়। তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। (তাইসিরুল)

তোমার রাব্বতো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সংগে যারা আছে তাদের একটি দলও এবং আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারনা, অতএব আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হয়েছেন। অতএব কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর; আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেহ কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। অতএব কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। **সালাত** কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (মুজিবুর রহমান)

Indeed, your Lord knows, [O Muhammad], that you stand [in prayer] almost two thirds of the night or half of it or a third of it, and [so do] a group of those with you. And Allah determines [the extent of] the night and the day. He has known that you [Muslims] will not be able to do it and has turned to you in forgiveness, so recite what is easy [for you] of the Qur'an. He has known that there will be among you those who are ill and others traveling throughout the land

seeking [something] of the bounty of Allah and others fighting for the cause of Allah. So recite what is easy from it and establish prayer and give zakah and loan Allah a goodly loan. And whatever good you put forward for yourselves - you will find it with Allah. It is better and greater in reward. And seek forgiveness of Allah. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful. (Sahih International)

[(৭৩:২০) সূরাঃ আল-মুযযাম্মিল, আয়াত:২০]

১১.১.২ আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন

اِنَّ الَّذِيۡنَ يَتۡلُوۡنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنۡفَقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرۡجُوۡنَ تِجَارَةً لَّنۡ تَبُوۡرَ

নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, **সালাত** কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না। (আল-বায়ান)

যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, **নামায** প্রতিষ্ঠা করে আর আল্লাহ তাদেরকে যে রিযক দিয়েছেন তাথেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা করে যাতে কক্ষনো লোকসান হবে না। (তাইসিরুল)

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, **সালাত** কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে তাদের এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয় নেই – (মুজিবুর রহমান)

Indeed, those who recite the Book of Allah and establish prayer and spend [in His cause] out of what We have provided them, secretly and publicly, [can] expect a profit that will never perish – (Sahih International)

[(৩৫:২৯) সূরাঃ ফাতির, আয়াত:২৯]

১১.১.৩ যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত

اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْکَ مِنَ الْکِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْکَرِ ؕ وَ لَذِکْرُ اللّٰہِ اَکْبَرُ ؕ وَ اللّٰہُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত কর এবং **সালাত** কায়েম কর। নিশ্চয় **সালাত** অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর। (আল-বায়ান)

তোমার প্রতি যা ওয়াহী করা হয়েছে কিতাব থেকে তা পাঠ কর আর **নামায** প্রতিষ্ঠা কর; **নামায** অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ (বিষয়)। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (তাইসিরুল)

তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং **সালাত** প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয়ই **সালাত** বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন। (মুজিবুর রহমান)

Recite, [O Muhammad], what has been revealed to you of the Book and establish prayer. Indeed, prayer prohibits immorality and wrongdoing, and the remembrance of Allah is greater. And Allah knows that which you do. (Sahih International)

[(২৯:৪৫) সূরাঃ আল-আনকাবূত, আয়াত:৪৫]

১১.১.৪ বিভিন্ন সময়ে কেন দোয়া পড়তে হয়

وَ اسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ وَ اِنَّهَا لَكَبِيۡرَةٌ اِلَّا عَلَى الۡخٰشِعِيۡنَ

আর তোমরা ধৈর্য ও **সালাতের** মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। (আল-বায়ান)

তোমরা ধৈর্য্য ও **সলাতের** মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর তা আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন। (তাইসিরুল)

এবং তোমরা ধৈর্য ও **সালাতের** মাধ্যমে সাহায্য চাও; অবশ্যই ওটা কঠিন, কিন্তু বিনীতদের পক্ষে নয়। (মুজিবুর রহমান)

And seek help through patience and prayer, and indeed, it is difficult except for the humbly submissive [to Allah] (Sahih International)

[(২:৪৫) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ৪৫]

১২.১ মহিলাদের নামাজ

১২.১.১ মারইয়াম তামাম দুনিয়ার নারীদের নেতা

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ

আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল, ‘হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন তোমাকে বিশ্বজগতের নারীদের উপর’ । (আল-বায়ান)

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলেছিল, ‘হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে বেছে নিয়েছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন, আর তামাম দুনিয়ার নারীদের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন’ । (তাইসিরুল)

এবং যখন মালাক/ফেরেশতা বলেছিলঃ ওহে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং বিশ্ব জগতের নারীগণের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন। (মুজিবুর রহমান)

And [mention] when the angels said, "O Mary, indeed Allah has chosen you and purified you

and chosen you above the women of the worlds. (Sahih International)

[(৩:৪২) সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত: ৪২]

১২.১.২ মহিলাদের নামাজ জামাতে

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِيْ وَ ارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

‘হে মারইয়াম, তোমার রবের জন্য অনুগত হও। আর **সিজদা** কর এবং **রুকূকারীদের** সাথে রুকূ কর’ । (আল-বায়ান)

হে মারইয়াম! ‘তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও, **সাজদাহ কর এবং রুকূ** ‘কারীদের সঙ্গে রুকূ ‘ কর’ । (তাইসিরুল)

হে মারইয়াম! তোমার রবের ইবাদাত কর এবং **সাজদাহ কর ও রুকুকারীগণের** সাথে রুকু কর। (মুজিবুর রহমান)

O Mary, be devoutly obedient to your Lord and prostrate and bow with those who bow [in prayer]." (Sahih International)

[(৩:৪৩) সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত: ৪৩]

১৩.১ জুমু’আর সালাত

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

হে মুমিনগণ, যখন জুমু'আর দিনে **সালাতের** জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে। (আল-বায়ান)

হে মু'মিনগণ! জুমু'আহর দিনে যখন **নামাযের** জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে শীঘ্র ধাবিত হও, ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে! (তাইসিরুল)

হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন **সালাতের** জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (মুজিবুর রহমান)

O you who have believed, when [the adhan] is called for the prayer on the day of Jumu'ah [Friday], then proceed to the remembrance of Allah and leave trade. That is better for you, if you only knew. (Sahih International)

[(৬২:৯) সূরাঃ আল-জুমু'আ, আয়াত:৯]

১৪.১ কসর নামাজ

وَ اِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِی الۡاَرۡضِ فَلَیۡسَ عَلَیۡکُمۡ جُنَاحٌ اَنۡ تَقۡصُرُوۡا مِنَ الصَّلٰوۃِ ۟ۖ
اِنۡ خِفۡتُمۡ اَنۡ یَّفۡتِنَکُمُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا ؕ اِنَّ الۡکٰفِرِیۡنَ کَانُوۡا لَکُمۡ عَدُوًّا مُّبِیۡنًا

আর যখন তোমরা যমীনে সফর করবে, তখন তোমাদের **সালাত** কসর করাতে কোন দোষ নেই। যদি আশঙ্কা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে ফিতনায় ফেলবে। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আল-বায়ান)

যখন তোমরা দেশে-বিদেশে সফর কর, তখন **নামায** কসর করাতে তোমাদের কিছুমাত্র দোষ নেই, যদি তোমরা ভয় কর যে, কাফিরগণ তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবে। নিঃসন্দেহে কাফিরগণ তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (তাইসিরুল)

আর যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর তখন **সালাত** সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, যারা অবিশ্বাসী তারা তোমাদেরকে বিব্রত করবে; নিশ্চয়ই কাফিরেরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (মুজিবুর রহমান)

And when you travel throughout the land, there is no blame upon you for shortening the prayer, [especially] if you fear that those who disbelieve may disrupt [or attack] you. Indeed, the disbelievers are ever to you a clear enemy. (Sahih International)

[(৪:১০১) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াতঃ ১০১]

১৫.১ সামরিক নামাজ

وَ اِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَ لْيَاْخُذُوْۤا اَسْلِحَتَهُمْ ۫ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪ وَ لْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَ لْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَ اَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ اَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۫ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَنْ تَضَعُوْۤا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَ خُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا

আর যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। অতঃপর তাদের জন্য **সালাত** কায়েম করবে, তখন যেন তাদের মধ্য থেকে একদল তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা তাদের অস্ত্র ধারণ করে। এরপর যখন সিজদা করে ফেলবে, তখন তারা যেন তোমাদের পেছনে অবস্থান নেয়। আর অপর একটি দল যারা সালাত আদায় করেনি তারা যেন তোমার সাথে এসে **সালাত** আদায় করে এবং তারা যেন তাদের সতর্কতা অবলম্বন ও অস্ত্র ধারণ করে। কাফিররা কামনা করে যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাব-পত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও তাহলে তারা তোমাদের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কোন কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও তাহলে অস্ত্র রেখেদেয়াতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছেন লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। (আল-বায়ান)

এবং যখন তুমি মু'মিনদের মাঝে অবস্থান করবে আর তাদের সঙ্গে **নামায** কায়িম করবে তখন তাদের একটি দল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায়

এবং সশস্ত্র থাকে, তাদের সাজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের পশ্চাতে অবস্থান করে এবং অপর যে দলটি **নামায** আদায় করেনি তারা যেন তোমার সঙ্গে **নামায** আদায় করে এবং সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে; কাফিরগণ কামনা করে যে, তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামের ব্যাপারে অসতর্ক হও, যাতে তারা একজোটে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমাদের বৃষ্টির কারণে কষ্ট হয়, কিংবা তোমরা পীড়িত হও, তবে অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ কাফিরদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (তাইসিরুল)

এবং যখন তুমি তাদের (সৈন্যদের) মধ্যে থাক, অতঃপর **সালাতে** দন্ডায়মান হও তখন যেন তাদের একদল তোমার সাথে দন্ডায়মান হয় এবং স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করে; অতঃপর যখন সাজদাহ্ সম্পন্ন করে তখন যেন তারা তোমার পশ্চাদ্বর্তী হয়; এবং অন্য দল যারা **সালাত** আদায় করেনি তারা যেন অগ্রসর হয়ে তোমার সাথে **সালাত** আদায় করে এবং স্ব স্ব আত্মরক্ষিকা ও অস্ত্র গ্রহণ করে। অবিশ্বাসীরা ইচ্ছা করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে অসতর্ক হলেই তারা একযোগে তোমাদের উপর নিপতিত হয়; এবং এতে তোমাদের অপরাধ নেই যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় স্ব স্ব অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং স্বীয় আত্মরক্ষিকা সঙ্গে গ্রহণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (মুজিবুর রহমান)

And when you are among them and lead them in prayer, let a group of them stand [in prayer] with you and let them carry their arms. And when they have prostrated, let them be [in

position] behind you and have the other group come forward which has not [yet] prayed and let them pray with you, taking precaution and carrying their arms. Those who disbelieve wish that you would neglect your weapons and your baggage so they could come down upon you in one [single] attack. But there is no blame upon you, if you are troubled by rain or are ill, for putting down your arms, but take precaution. Indeed, Allah has prepared for the disbelievers a humiliating punishment. (Sahih International)

[(৪:১০২) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত: ১০২]

১৬.১ নিজের ঘরে নামাজ

وَ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰی مُوۡسٰی وَ اَخِیۡهِ اَنۡ تَبَوَّاٰ لِقَوۡمِکُمَا بِمِصۡرَ بُیُوۡتًا وَّ اجۡعَلُوۡا بُیُوۡتَکُمۡ قِبۡلَةً وَّ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ بَشِّرِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ

আর আমি মূসা ও তার ভাইয়ের কাছে ওহী পাঠালাম যে, ‘তোমরা তোমাদের কওমের জন্য মিসরে গৃহ তৈরী কর এবং তোমাদের গৃহগুলোকে কিবলা বানাও আর **সালাত** কায়েম কর এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও’। (আল-বায়ান)

আমি মূসা আর তার ভাইয়ের প্রতি ওয়াহী করলাম যে, ‘‘মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য ঘর তৈরি কর আর তোমাদের ঘরগুলোকে

‘ইবাদাত গৃহ কর, আর **নামায** প্রতিষ্ঠা কর এবং মু’মিনদেরকে সুসংবাদ দাও’’। (তাইসিরুল)

আর আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি অহী পাঠালামঃ তোমরা উভয়ে তোমাদের এই লোকদের জন্য মিসরে বাসস্থান বহাল রাখ, আর (সালাতের সময়) তোমরা সবাই নিজেদের সেই গৃহগুলিকে **সালাত** আদায় করার স্থান রূপে গণ্য কর এবং **সালাত** কায়েম কর, আর মু’মিনদেরকে শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও। (মুজিবুর রহমান)

And We inspired to Moses and his brother, "Settle your people in Egypt in houses and make your houses [facing the] qiblah and establish prayer and give good tidings to the believers." (Sahih International)

[(১০:৮৭) সূরাঃ ইউনুস, আয়াত: ৮৭]

১৭.১ তাহাজ্জুদ নামাজ

وَ مِنَ الَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنۡ يَّبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُوۡدًا

আর রাতের কিছু অংশে **তাহাজ্জুদ** আদায় কর তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন। (আল-বায়ান)

আর রাত্রির কিছু অংশে **তাহাজ্জুদ** পড়, ওটা তোমার জন্য নফল, শীঘ্রই তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করবেন। (তাইসিরুল)

আর রাতের কিছু অংশে **তাহাজ্জুদ** কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (মুজিবুর রহমান)

And from [part of] the night, pray with it as additional [worship] for you; it is expected that your Lord will resurrect you to a praised station. (Sahih International)

[(১৭:৭৯) সূরাঃ আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল), আয়াত:৭৯]

১৮.১ পদব্রজে বা যানবাহনের উপর সালাত

فَاِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا اَوۡ رُكۡبَانًا ۚ فَاِذَاۤ اَمِنۡتُمۡ فَاذۡكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمۡ مَّا لَمۡ تَكُوۡنُوۡا تَعۡلَمُوۡنَ

কিন্তু যদি তোমরা ভয় কর, তবে হেঁটে কিংবা আরোহণ করে (আদায় করে নাও)। এরপর যখন নিরাপদ হবে তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। (আল-বায়ান)

যদি তোমরা ভয় কর, তবে পদচারী কিংবা আরোহী অবস্থায়ই **নামায** আদায় করবে। যখন নিরুদ্বেগ হবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর যেভাবে

আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। (তাইসিরুল)

তবে তোমরা যদি আশংকা কর, সেই অবস্থায় পদব্রজে বা যানবাহনের উপর **সালাত** সমাপন করে নিবে, পরে যখন নিরাপদ হও তখন তোমাদেরকে যেভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে সেইভাবে আল্লাহর প্রশংসা কর যা তোমরা ইতোপূর্বে জানতেনা। (মুজিবুর রহমান)

And if you fear [an enemy, then pray] on foot or riding. But when you are secure, then remember Allah [in prayer], as He has taught you that which you did not [previously] know. Sahih International

[(২:২৩৯) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:২৩৯]

১৯.১ ব্যবসায়ীর নামাজ

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلۡهِيۡهِمۡ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيۡعٌ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيۡتَآءِ الزَّكٰوةِ ۪ يَخَافُوۡنَ يَوۡمًا تَتَقَلَّبُ فِيۡهِ الۡقُلُوۡبُ وَ الۡاَبۡصَارُ

সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিক্র, **সালাত** কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (আল-বায়ান)

ঐ সব লোকের দ্বারা ব্যবসায় ও ক্রয়-বিক্রয় যাদেরকে তাঁর স্মরণ হতে বিচ্যুত করতে পারে না, আর নামায প্রতিষ্ঠা ও **যাকাত** প্রদান থেকেও না। তাদের ভয় করে (কেবল) সেদিনের যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (তাইসিরুল)

সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং **সালাত** কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখেনা, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে – (মুজিবুর রহমান)

[Are] men whom neither commerce nor sale distracts from the remembrance of Allah and performance of prayer and giving of zakah. They fear a Day in which the hearts and eyes will [fearfully] turn about – (Sahih International)

[(২৪:৩৭) সূরাঃ আন-নূর, আয়াত: ৩৭]

২০.১ মুনাফিকের নামায

اِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ يُخٰدِعُوۡنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمۡ ۚ وَ اِذَا قَامُوۡۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوۡا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوۡنَ النَّاسَ وَ لَا يَذۡكُرُوۡنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيۡلًا

নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। আর তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা **সালাতে** দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে। (আল-বায়ান)

নিশ্চয় মুনাফিকগণ আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন এবং তারা যখন **সলাতের** জন্য দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যভরে দাঁড়ায়, লোক দেখানোর জন্য, তারা আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে। (তাইসিরুল)

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যার্পণ করছেন; এবং যখন তারা **সালাতের** জন্য দাঁড়ায় তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভরে দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। (মুজিবুর রহমান)

Indeed, the hypocrites [think to] deceive Allah, but He is deceiving them. And when they stand for prayer, they stand lazily, showing [themselves to] the people and not remembering Allah except a little, (Sahih International)

[(৪:১৪২) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত:১৪২]

وَ مَا مَنَعَهُمۡ اَنۡ تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقٰتُهُمۡ اِلَّاۤ اَنَّهُمۡ كَفَرُوۡا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُوۡلِهٖ وَ لَا يَاۡتُوۡنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَ هُمۡ كُسَالٰى وَ لَا يُنۡفِقُوۡنَ اِلَّا وَ هُمۡ كٰرِهُوۡنَ

আর তাদের দান কবূল থেকে একমাত্র বাধা এই ছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে, আর তারা **সালাতে** আসে না, তবে অলস অবস্থায় এবং তারা দান করে না, তবে অপছন্দকারী অবস্থায়। (আল-বায়ান)

তাদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করার কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করে, **সলাতে**

আসলে আসে শৈথিল্যভরে আর দান করলেও করে অনিচ্ছা নিয়ে। (তাইসিরুল)

আর তাদের দান খয়রাত গ্রহণ না হওয়ার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা শৈথিল্যের সাথে ছাড়া **সালাত** আদায় করেনা, আর তারা দান করেনা। কিন্তু অনিচ্ছার সাথে। (মুজিবুর রহমান)

And what prevents their expenditures from being accepted from them but that they have disbelieved in Allah and in His Messenger and that they come not to prayer except while they are lazy and that they do not spend except while they are unwilling. (Sahih International)

[(৯:৫৪ সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াতঃ ৫৪]

২১.১ পরিবার-পরিজনকে সালাতের নির্দেশ

وَ كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ ۪ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا

আর সে তার পরিবার-পরিজনকে **সালাত** ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষপ্রাপ্ত। (আল-বায়ান)

সে তার পরিবারবর্গকে **নামায** ও যাকাতের হুকুম দিত আর সে ছিল তার প্রতিপালকের নিকট সন্তুষ্টির পাত্র। (তাইসিরুল)

সে তার পরিজনবর্গকে **সালাত** ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষভাজন। (মুজিবুর রহমান)

And he used to enjoin on his people prayer and zakah and was to his Lord pleasing. (Sahih International)

[(১৯:৫৫) সূরাঃ মারইয়াম, আয়াতঃ ৫৫]

وَ اۡمُرۡ اَهۡلَکَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَا ؕ لَا نَسۡـَٔـلُکَ رِزۡقًا ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُکَ ؕ وَ الۡعَاقِبَةُ لِلتَّقۡوٰی

আর তোমার পরিবার-পরিজনকে **সালাত** আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিযক চাই না। আমিই তোমাকে রিযক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য। (আল-বায়ান)

আর তোমার পবিরার-পরিজনকে **নামাযের** নির্দেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক। তোমার কাছে আমি রিযক চাই না, আমিই তোমাকে রিযক দিয়ে থাকি, উত্তম পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট। (তাইসিরুল)

আর তোমার পরিবারবর্গকে **সালাতের** আদেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাইনা, আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণামতো মুত্তাকীদের জন্য। (মুজিবুর রহমান)

And enjoin prayer upon your family [and people] and be steadfast therein. We ask you not for provision; We provide for you, and the [best]

outcome is for [those of] righteousness. (Sahih International)

[(২০:১৩২) সূরাঃ ত্ব-হা, আয়াত: ১৩২]

২২.১ নামায রাষ্ট্র প্রধান ও নেতার নির্দেশ

وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَ اِقَامَ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَ كَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ

আর তাদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার, **সালাত** কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার জন্য ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর তারা আমারই ইবাদাত করত। (আল-বায়ান)

আর তাদেরকে বানিয়েছিলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত। তাদের প্রতি ওয়াহী করেছিলাম সৎ কাজ করার জন্য, নিয়মিত **নামায** প্রতিষ্ঠা করার ও যাকাত প্রদানের জন্য, তারা আমারই 'ইবাদাত করত। (তাইসিরুল)

আর আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত। তাদের কাছে আমি অহী প্রেরণ করেছিলাম সৎ কাজ করতে, **সালাত** কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই ইবাদাত করত। (মুজিবুর রহমান)

And We made them leaders guiding by Our command. And We inspired to them the doing of good deeds, establishment of prayer, and giving

of zakah; and they were worshippers of Us. (Sahih International)

[(২১:৭৩) সূরাঃ আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৭৩]

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা **সালাত** কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে। (আল-বায়ান)

(এরা হল) যাদেরকে আমি যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা **নামায** প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে নিষেধ করে, সকল কাজের শেষ পরিণাম (ও সিদ্ধান্ত) আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। (তাইসিরুল)

আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা **সালাত** কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কার্য হতে নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে। (মুজিবুর রহমান)

[And they are] those who, if We give them authority in the land, establish prayer and give zakah and enjoin what is right and forbid what is wrong. And to Allah belongs the outcome of [all] matters. (Sahih International)

[(২২:৪১) সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত:৪১]

২৩.১ ওসিয়তের সাক্ষী হতে হবে নামাজী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۭ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَ لَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ۙ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ

হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়তকালে তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষী হবে, অথবা অন্যদের থেকে দু'জন, যদি তোমরা যমীনে সফরে থাক, অতঃপর তোমাদেরকে মৃত্যুর বিপদ পেয়ে বসে। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে **সালাতের** পর অপেক্ষমাণ রাখবে। অতঃপর তারা উভয়ে আল্লাহর নামে কসম করবে যে, 'আমরা এর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না, যদিও সে আত্মীয় হয়। আর আল্লাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না, করলে অবশ্যই আমরা গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হব'। (আল-বায়ান)

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে যখন ওসিয়াত করবে তখন তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী করবে, আর সফররত অবস্থায় মৃত্যুর মুসিবত উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্যদের থেকে দু'জন সাক্ষী রাখবে। (সাক্ষীদের সত্যতা সম্পর্কে) তোমাদের সন্দেহ হলে **সলাতের** পর তাদেরকে রেখে দেবে আর তারা আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, আমরা কোন কিছুর বিনিময়ে সাক্ষ্য বিক্রয় করব না, যদিও সে আমাদের আত্মীয় হয়, আর আল্লাহর ওয়াস্তে কৃত সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে পাপীদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব। (তাইসিরুল)

হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু আসন্ন হয় তখন অসীয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন লোক সাক্ষী থাকা সঙ্গত। এই দু'ব্যক্তি হবে দীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে; অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় হতে দু'জন হবে, যদি তোমরা সফরে থাক এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যু তোমাদের উপর উপস্থিত হয়; যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে ওসীদ্বয়কে **সালাতের** (জামা'আতের) পর রুখে নাও, অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমরা এই শপথের বিনিময়ে কোন স্বার্থ ভোগ করবনা যদি আত্মীয়ও হয়; আর আল্লাহর সাক্ষ্য প্রমাণকে আমরা গোপন করবনা, (যদি এরূপ করি) এমতাবস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হব। (মুজিবুর রহমান)

O you who have believed, testimony [should be taken] among you when death approaches one of you at the time of bequest - [that of] two just men from among you or two others from outside if you are traveling through the land and the disaster of death should strike you. Detain them after the prayer and let them both swear by Allah if you doubt [their testimony, saying], "We will not exchange our oath for a price, even if he should be a near relative, and we will not withhold the testimony of Allah. Indeed, we would then be of the sinful." (Sahih International)

[(৫:১০৬) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত:১০৬]

২৪.১ বে-নামাজির জন্য জাহান্নাম

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ

কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাল? (আল-বায়ান)

‘কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? (তাইসিরুল)

তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? (মুজিবুর রহমান)

[And asking them], "What put you into Saqar?" (Sahih International)

[(৭৪:৪২) সূরাঃ আল-মুদ্দাসসির, আয়াত:৪২]

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ

তারা বলবে, ‘আমরা **সালাত** আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না’। (আল-বায়ান)

তারা বলবে, ‘আমরা **নামায** আদায়কারী লোকেদের মধ্যে শামিল ছিলাম না, (তাইসিরুল)

তারা বলবেঃ আমরা **সালাত** আদায় করতামনা – (মুজিবুর রহমান)

They will say, "We were not of those who prayed, (Sahih International)

[(৭৪:৪৩) সূরাঃ আল-মুদ্দাসসির, আয়াত:৪৩]

২৫.১ মসজিদুল হারাম ও মসজিদ

২৫.১.১ মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْىَ وَ لَا الْقَلَآئِدَ وَ لَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا ؕ وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ؘ وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

হে মুমিনগণ, তোমরা অসম্মান করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহের, হারাম মাসের, হারামে প্রেরিত কুরবানীর পশুর, গলায় চিহ্ন দেয়া পশুর এবং আপন রবের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে পবিত্র গৃহের অভিমুখীদের। যখন তোমরা হালাল হও, তখন শিকার কর। কোন কওমের শত্রুতা যে, তারা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করেছে, তোমাদেরকে যেন কখনো প্ররোচিত না করে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর। (আল-বায়ান)

ওহে মু' মিনগণ! আল্লাহর নিদর্শনাবলীর, হারাম মাসের, কা 'বায় প্রেরিত কুরবানীর পশুর এবং গলদেশে মাল্য পরিহিত পশুর অসম্মান করো না, যারা নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে পবিত্র গৃহের আশ্রয়ে চলেছে তাদেরও (অবমাননা) করো না। তোমরা যখন ইহরামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। তোমাদেরকে যারা

মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করেছিল, তাদের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন অবশ্যই সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর। (তাইসিরুল)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলি, কুরবানীর পশুগুলির গলায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলি এবং যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্য সম্মানিত ঘরে যাবার ইচ্ছা করে তাদের অবমাননা করা বৈধ মনে করনা। আর তোমরা যখন ইহরাম থেকে মুক্ত হও তখন শিকার কর। যারা তোমাদেরকে পবিত্র মাসজিদে যেতে বাঁধা দিয়েছে সেই সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন তোমাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে যেতে উৎসাহিত না করে। সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (মুজিবুর রহমান)

O you who have believed, do not violate the rites of Allah or [the sanctity of] the sacred month or [neglect the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of] those coming to the Sacred House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when you come out of ihram, then [you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Haram lead you to transgress. And cooperate

in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allah; indeed, Allah is severe in penalty. (Sahih International)

[(৫:২) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত:২]

২৫.১.২ মসজিদে ইবাদতে বাধা

وَ مَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنۡ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنۡ يُّذۡكَرَ فِيۡهَا اسۡمُهٗ وَ سَعٰى فِىۡ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمۡ اَنۡ يَّدۡخُلُوۡهَاۤ اِلَّا خَآئِفِيۡنَ ؕ لَهُمۡ فِى الدُّنۡيَا خِزۡىٌ وَّ لَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ

আর তার চেয়ে অধিক যালেম কে, যে আল্লাহর মাসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং তা বিরাণ করতে চেষ্টা করে? তাদের তো উচিৎ ছিল ভীত হয়ে তাতে প্রবেশ করা। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। (আল-বায়ান)

তার চেয়ে বড় যালেম কে, যে ব্যক্তি আল্লাহর মাসজিদগুলোতে আল্লাহর নাম নিতে বাধা দেয় এবং ওগুলোর ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করে? অথচ ভয়ে ভীত না হয়ে তাদের জন্য মাসজিদে প্রবেশ সঙ্গত ছিল না, এদের জন্য দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (তাইসিরুল)

এবং যে আল্লাহর মাসজিদসমূহের মধ্যে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে নিষেধ করছে এবং তা উজাড় করতে চেষ্টা করছে সে অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? তাদের পক্ষে উপযুক্ত নয় যে, তারা শংকিত হওয়া ব্যতীত

তন্মধ্যে প্রবেশ করে; তাদের জন্য ইহলোকে দুর্গতি এবং পরলোকে কঠোর শাস্তি রয়েছে। মুজিবুর রহমান

And who are more unjust than those who prevent the name of Allah from being mentioned in His mosques and strive toward their destruction. It is not for them to enter them except in fear. For them in this world is disgrace, and they will have in the Hereafter a great punishment. Sahih International

[(২: ১১৪) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ১১৪]

২৫.১.৪ যা সালাতে বিরত রাখে

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও **সালাত** থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না? (আল-বায়ান)

মদ আর জুয়ার মাধ্যমে শয়তান তো চায় তোমাদের মাঝে শত্রুতা আর বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে, আল্লাহর স্মরণ আর **নামায** থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে। কাজেই তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে? (তাইসিরুল)

শাইতানতো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও **সালাত** হতে

তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনো কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা? (মুজিবুর রহমান)

Satan only wants to cause between you animosity and hatred through intoxicants and gambling and to avert you from the remembrance of Allah and from prayer. So will you not desist? (Sahih International)

[(৫:৯১) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত: ৯১]

২৫.১.৪ বিতর্কিত মসজিদ

وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ كُفْرًا وَّ تَفْرِيْقًۢا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَ لَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

আর যারা মসজিদ বানিয়েছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতঃপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে তার ঘাঁটি হিসেবে। আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, 'আমরা কেবল ভাল চেয়েছি' । আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (আল-বায়ান)

আর যারা মাসজিদ তৈরী করেছে ক্ষতিসাধন, কুফুরী আর মু' মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে, আর যে ব্যক্তি ইতোপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্তে, তারা অবশ্য অবশ্যই শপথ করবে যে, আমাদের উদ্দেশ্য সৎ ব্যতীত নয়। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (তাইসিরুল)

আর কেহ কেহ এমন আছে যারা এ উদ্দেশে মাসজিদ নির্মাণ করেছে যেন তারা (ইসলামের) ক্ষতি সাধন করে এবং কুফরী কথাবার্তা বলে, আর মু' মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, আর ঐ ব্যক্তির অবস্থানের ব্যবস্থা করে যে এর পূর্ব হতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী, আর তারা শপথ করে বলবে, মঙ্গল ভিন্ন আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই; আর আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। (মুজিবুর রহমান)

And [there are] those [hypocrites] who took for themselves a mosque for causing harm and disbelief and division among the believers and as a station for whoever had warred against Allah and His Messenger before. And they will surely swear, "We intended only the best." And Allah testifies that indeed they are liars. (Sahih International)

[(৯:১০৭) সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত: ১০৭]

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

তুমি সেখানে কখনো (সালাত কায়েম করতে) দাঁড়িও না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে তা বেশী হকদার যে, তুমি সেখানে **সালাত** কায়েম করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন। (আল-বায়ান)

তুমি ওর ভিতরে কক্ষনো দাঁড়াবে না। প্রথম দিন থেকেই যে মাসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, তোমার দাঁড়ানোর জন্য সেটাই অধিক উপযুক্ত, সেখানে এমন সব লোক আছে যারা পবিত্রতা লাভ করতে ভালবাসে, আর আল্লাহ পবিত্রতা লাভকারীদের ভালবাসেন। (তাইসিরুল)

(হে মুহাম্মাদ!) তুমি কখনও ওতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবেনা; অবশ্য যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এর উপযোগী যে, তুমি তাতে (**সালাতে**র জন্য) দাঁড়াবে; ওতে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তম রূপে পবিত্র হওয়াকে পছন্দ করে, আর আল্লাহ উত্তম রূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন। (মুজিবুর রহমান)

Do not stand [for prayer] within it - ever. A mosque founded on righteousness from the first day is more worthy for you to stand in. Within it are men who love to purify themselves; and Allah loves those who purify themselves. (Sahih International)

[(৯:১০৮) সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াতঃ ১০৮]

২৬.১ যে নামাজীর জন্য জাহান্নাম

২৬.১.২ কা'বা ঘরের কাছে যে নামাজ জাহান্নামে নিয়ে যাবে

وَ مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّ تَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

আর কা'বার নিকট তাদের **সালাত** শিষ ও হাত-তালি ছাড়া কিছু ছিল না। সুতরাং তোমরা আস্বাদন কর আযাব। কারণ তোমরা কুফরী করতে। (আল-বায়ান)

আল্লাহর ঘরের নিকট তাদের **নামায** হাত তালি মারা আর শিশ দেয়া ছাড়া আর কিছুই না, (এসব অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে বলা হবে) ''আযাব ভোগ কর যেহেতু তোমরা কুফরীতে লিপ্ত ছিলে''। (তাইসিরুল)

কা'বা ঘরের কাছে তাদের **সালাত** হল শিস দেয়া ও করতালি প্রদান ছাড়া অন্য কিছুই নয়, সুতরাং তোমরা কুফরী করার কারণে এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। (মুজিবুর রহমান)

And their prayer at the House was not except whistling and handclapping. So taste the punishment for what you disbelieved. (Sahih International)

[(৮:৩৫) সূরাঃ আল-আনফাল, আয়াত:৩৫]

২৬.১.২ নামাজের সাথে অন্যান্য বিষয়

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে হিসাব-প্রতিদানকে অস্বীকার করে? (আল-বায়ান)

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে কর্মফল (দিবসকে) অস্বীকার করে? (তাইসিরুল)

তুমি কি দেখেছ তাকে, যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে থাকে? (মুজিবুর রহমান)

Have you seen the one who denies the Recompense? (Sahih International)

[(১০৭:১) সূরাঃ আল-মাঊন, আয়াত:১]

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ

সে-ই ইয়াতীমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়, (আল-বায়ান)

সে তো সেই (লোক) যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, (তাইসিরুল)

সেতো সে, যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, (মুজিবুর রহমান)

For that is the one who drives away the orphan Sahih International

[(১০৭:২) সূরাঃ আল-মাঊন, আয়াত:২]

وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। (আল-বায়ান)

এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহ দেয় না (তাইসিরুল)

এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করেনা, (মুজিবুর রহমান)

And does not encourage the feeding of the poor. (Sahih International)

[(১০৭:৩) সূরাঃ আল-মাঊন, আয়াত: ৩]

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ

অতএব সেই **সালাত** আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, (আল-বায়ান)

অতএব দুর্ভোগ সে সব **নামায** আদায়কারীর (তাইসিরুল)

সুতরাং পরিতাপ সেই **সালাত** আদায়কারীদের জন্য – (মুজিবুর রহমান)

So woe to those who pray (Sahih International)

[(১০৭:৪) সূরাঃ আল-মাঊন, আয়াত: ৪]

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ

যারা নিজদের **সালাতে** অমনোযোগী, (আল-বায়ান)

যারা নিজেদের **নামাযের** ব্যাপারে উদাসীন, (তাইসিরুল)

যারা তাদের **সালাতে** অমনোযোগী, (মুজিবুর রহমান)

[But] who are heedless of their prayer – (Sahih International)

[(১০৭:৫) সূরাঃ আল-মাঊন, আয়াতঃ ৫]

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ

যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, (আল-বায়ান)

যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, (তাইসিরুল)

যারা লোক দেখানোর জন্য ওটা করে। (মুজিবুর রহমান)

Those who make show [of their deeds] Sahih International

[(১০৭:৬) সূরাঃ আল-মাঊন, আয়াতঃ ৬]

وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

এবং ছোট-খাট গৃহসামগ্রী দানে নিষেধ করে। (আল-বায়ান)

এবং প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী দানের ছোট খাট সাহায্য করা থেকেও বিরত থাকে। (তাইসিরুল)

এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে। (মুজিবুর রহমান)

And withhold [simple] assistance. Sahih International

[(১০৭:৭) সূরাঃ আল-মাঊন, আয়াতঃ ৭]

২৭.১ যাদের জানাজা নামাজ নিষেধ

وَ لَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۚ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ مَا تُوْا وَ هُمْ فٰسِقُوْنَ

আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার উপর তুমি **জানাযা** পড়বে না এবং তার কবরের উপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাসিক অবস্থায় মারা গিয়েছে । (আল-বায়ান)

তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কক্ষনো তাদের জন্য (জানাযার) **নামায** পড়বে না, আর তাদের কবরের পাশে দন্ডায়মান হবে না। তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে কুফুরী করেছে আর বিদ্রোহী পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। (তাইসিরুল)

আর ভবিষ্যতে তাদের (মুনাফিকদের) কোন লোক মারা গেলে তার (জানাযার) **সালাত** তুমি কখনই আদায় করবেনা এবং তাদের কাবরের পাশে কখনও দাঁড়াবেনা। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে। (মুজিবুর রহমান)

And do not pray [the funeral prayer, O Muhammad], over any of them who has died - ever - or stand at his grave. Indeed, they disbelieved in Allah and His Messenger and died while they were defiantly disobedient. (Sahih International)

[(৯:৮৪) সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত: ৮৪]

২৮.১ আল্লাহকে মানে কিন্তু শিরকের সাথে

وَ مَا يُؤۡمِنُ اَكۡثَرُهُمۡ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ هُمۡ مُّشۡرِكُوۡنَ

তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (ইবাদাতে) শিরক করা অবস্থায়। (আল-বায়ান)

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। (তাইসিরুল)

তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে। (মুজিবুর রহমান)

And most of them believe not in Allah except while they associate others with Him. (Sahih International)

[(১২:১০৬) সূরাঃ ইউসুফ, আয়াত:১০৬]

২৯.১ ঈমান ও কুফরী গোপন করার বিধান

مَنۡ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنۡۢ بَعۡدِ اِيۡمَانِهٖۤ اِلَّا مَنۡ اُكۡرِهَ وَ قَلۡبُهٗ مُطۡمَئِنٌّۢ بِالۡاِيۡمَانِ وَ لٰكِنۡ مَّنۡ شَرَحَ بِالۡكُفۡرِ صَدۡرًا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ

যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং

তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। (আল-বায়ান)

কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে আর তার জন্য আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার দিল ঈমানের উপর অবিচল থাকে। (তাইসিরুল)

কেহ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য আছে মহা শাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল। (মুজিবুর রহমান)

Whoever disbelieves in Allah after his belief... except for one who is forced [to renounce his religion] while his heart is secure in faith. But those who [willingly] open their breasts to disbelief, upon them is wrath from Allah, and for them is a great punishment; (Sahih International)

[(১৬:১০৬) সূরাঃ আন-নাহাল, আয়াতঃ ১০৬]

৩০.১ অসৎ বংশধর নামাজ বিনষ্ট করে

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا

তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা **সালাত** বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (আল-বায়ান)

অতঃপর তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা **নামায** হারালো, আর লালসার বশবর্তী হল। তারা অচিরেই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। (তাইসিরুল)

তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা; তারা **সালাত** নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হল; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (মুজিবুর রহমান)

But there came after them successors who neglected prayer and pursued desires; so they are going to meet evil – (Sahih International)

[(১৯:৫৯) সূরাঃ মারইয়াম, আয়াত: ১৯:৫৯]

৩১.১ সকল প্রাণী নামাজ পড়ে

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ الطَّيۡرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدۡ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَ تَسۡبِيۡحَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيۡمٌۢ بِمَا يَفۡعَلُوۡنَ

তুমি কি দেখনি যে, আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা এবং সারিবদ্ধ হয়ে উড়ন্ত পাখিরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে? প্রত্যেকেই তাঁর **সালাত** ও তাসবীহ জানে। তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। (আল-বায়ান)

তুমি কি দেখ না, তিনি হলেন আল্লাহ, আসমান ও যমীনে যারা আছে সকলেই যাঁর প্রশংসা গীতি উচ্চারণ করে আর (উড়ন্ত) পাখীরাও তাদের ডানা বিস্তার ক' রে? তাদের প্রত্যেকেই তাদের **'ইবাদাত** ও প্রশংসাগীতির পদ্ধতি জানে, তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে খুবই অবগত। (তাইসিরুল)

তুমি কি দেখনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকূল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? তারা প্রত্যেকেই জানে তাঁর **যোগ্য প্রার্থনা এবং পবিত্রতা ও মহিমা** ঘোষণার পদ্ধতি এবং তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। (মুজিবুর রহমান)

Do you not see that Allah is exalted by whomever is within the heavens and the earth and [by] the birds with wings spread [in flight]? Each [of them] has known his [means of] prayer

and exalting [Him], and Allah is Knowing of what they do. (Sahih International)

[(২৪: ৪১) সূরাঃ আন-নূর, আয়াত: ৪১]

৩২.১ আল্লাহ ডাকে সাড়া দেন

وَ اِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَ لۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ لَعَلَّہُمۡ یَرۡشُدُوۡنَ

আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে। (আল-বায়ান)

যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে, আমি তো (তাদের) নিকটেই, আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই; সুতরাং তাদের উচিত আমার নির্দেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা সরলপথ প্রাপ্ত হয়। (তাইসিরুল)

এবং যখন আমার সেবকবৃন্দ (বান্দা) আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাওঃ নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী। কোন আহবানকারী যখনই আমাকে আহবান করে তখনই আমি তার আহবানে সাড়া দিই; সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে - তাহলেই তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হতে পারবে। (মুজিবুর রহমান)

And when My servants ask you, [O Muhammad], concerning Me - indeed I am near. I respond to the invocation of the supplicant when he calls upon Me. So let them respond to Me [by obedience] and believe in Me that they may be [rightly] guided. (Sahih International)

[(২:১৮৬) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৬]

৩৩.১ নামাজের সাথে অন্যান্য বিষয়

৩৩.১.০ যাকাত

وَ اَوۡصٰنِیۡ بِالصَّلٰوۃِ وَ الزَّکٰوۃِ مَا دُمۡتُ حَیًّا ۪

‘আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে **সালাত** ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন’। (আল-বায়ান)

আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন আর আমাকে **নামায** ও যাকাতের হুকুম দিয়েছেন- যতদিন আমি জীবিত থাকি। (তাইসিরুল)

যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে আশিষ ভাজন করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি ততদিন **সালাত** ও যাকাত আদায় করতে – (মুজিবুর রহমান)

And He has made me blessed wherever I am and has enjoined upon me prayer and zakah as long as I remain alive (Sahih International)

[(১৯:৩১) সূরাঃ মারইয়াম, আয়াত:৩১]

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

যারা **সালাত** কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। আর তারাই আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। (আল-বায়ান)

যারা **নামায** কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর তারা আখিরাতে বিশ্বাসী। (তাইসিরুল)

যারা **সালাত** কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং যারা আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। (মুজিবুর রহমান)

Who establish prayer and give zakah, and of the Hereafter they are certain [in faith]. (Sahih International)

[(২৭:৩) সূরাঃ আন-নামাল, আয়াত:৩]

৩৩.১.২ ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর, সদাচার: পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে; মানুষকে উত্তম কথা বলা, এবং যাকাত প্রদান

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ

আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষকে উত্তম কথা বল, **সালাত** কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা সকলে উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিলে। (আল-বায়ান)

আর স্মরণ কর, যখন বানী ইসরাঈলের শপথ নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, অনাথ ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, **নামায** কায়িম করবে এবং যাকাত দিবে। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা অগ্রাহ্যকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। (তাইসিরুল)

আর যখন আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে ও আত্মীয়দের, পিতৃহীনদের ও মিসকীনদের সঙ্গেও (সদ্ব্যবহার করবে), আর তোমরা লোকের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে এবং **সালাত** প্রতিষ্ঠিত করবে ও যাকাত প্রদান করবে; অতঃপর তোমাদের মধ্য হতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিমুখ হয়েছিলে, যেহেতু তোমরা ছিলে অগ্রাহ্যকারী। (মুজিবুর রহমান)

And [recall] when We took the covenant from the Children of Israel, [enjoining upon them], "Do not worship except Allah; and to parents do good and to relatives, orphans, and the needy. And speak to people good [words] and establish

prayer and give zakah." Then you turned away, except a few of you, and you were refusing. (Sahih International)

[(২:৮৩) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ৮৩]

৩৩.১.৩ যাকাত প্রদান ও রুকূকারীদের সাথে রুকূ

وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارۡكَعُوۡا مَعَ الرّٰكِعِيۡنَ

আর তোমরা **সালাত** কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। (আল-বায়ান)

তোমরা **নামায** কায়িম কর, যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সঙ্গে রুকূ' কর। (তাইসিরুল)

আর তোমরা **সালাত** প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। (মুজিবুর রহমান)

And establish prayer and give zakah and bow with those who bow [in worship and obedience]. (Sahih International)

[(২:৪৩) সূরাঃ আল-বাকারা,আয়াত: ৪৩]

৩৩.১.৪ যাকাত ও সৎ কর্ম

وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوۡا لِاَنۡفُسِكُمۡ مِّنۡ خَيۡرٍ تَجِدُوۡهُ عِنۡدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ

আর তোমরা **সালাত** কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যে নেক আমল তোমরা নিজদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট পাবে। তোমরা যা করছ নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। (আল-বায়ান)

এবং তোমরা **নামায** কায়িম কর এবং যাকাত দাও এবং যা কিছু সৎ কার্যাবলী তোমরা স্বীয় আত্মার জন্যে আগে পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহর নিকট পাবে, তোমরা যা কিছু করছো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা' দেখছেন। (তাইসিরুল)

আর তোমরা **সালাত** প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর; এবং তোমরা স্ব স্ব জীবনের জন্য যে সৎকাজ অগ্রে প্রেরণ করেছ তা আল্লাহর নিকট প্রাপ্ত হবে; তোমরা যা করছো নিশ্চয়ই আল্লাহ তার পরিদর্শক। (মুজিবুর রহমান)

And establish prayer and give zakah, and whatever good you put forward for yourselves - you will find it with Allah. Indeed, Allah of what you do, is Seeing. (Sahih International)

[(২:১১০) সূরাঃ আল-বাকারা,আয়াতঃ ১১০]

৩৩.১.৫ ঈমানঃ আল্লাহতে, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি; দানঃ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, পথিক ও ভিক্ষুকদেরকে; দাসমুক্তি, যাকাত, অঙ্গীকার পালন এবং ধৈর্য ধারণ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ

عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে **সালাত** কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী। (আল-বায়ান)

তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও যাচঞাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিস্কৃতি দিতে দান করবে এবং **নামায** কায়িম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়া'দা করার পর স্বীয় ওয়া'দা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী। (তাইসিরুল)

তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করলেই তাতে পুণ্য নেই, বরং পুণ্য তার যে ব্যক্তি আল্লাহ, আখিরাত, মালাইকা/ফেরেশতা, কিতাব ও নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই প্রেমে ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সে তা আত্মীয়-

স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, পথিক ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনের জন্য ব্যয় করে, আর **সালাত** প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করে এবং যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল তারাই সত্য পরায়ণ এবং তারাই ধর্মভীরু। (মুজিবুর রহমান)

Righteousness is not that you turn your faces toward the east or the west, but [true] righteousness is [in] one who believes in Allah, the Last Day, the angels, the Book, and the prophets and gives wealth, in spite of love for it, to relatives, orphans, the needy, the traveler, those who ask [for help], and for freeing slaves; [and who] establishes prayer and gives zakah; [those who] fulfill their promise when they promise; and [those who] are patient in poverty and hardship and during battle. Those are the ones who have been true, and it is those who are the righteous. (Sahih International)

[(২:১৭৭) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:১৭৭]

৩৩.১.৬ ঈমান, সৎকাজ ও যাকাত

نَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং **সালাত** কায়েম করে, আর যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। আল-বায়ান

যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, **নামায** কায়িম করে এবং যাকাত আদায় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সওয়াব নির্ধারিত আছে। তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও না। (তাইসিরুল)

নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে, **সালাতকে** প্রতিষ্ঠিত রাখে ও যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট পুরষ্কার রয়েছে; এবং তাদের কোনো আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবেনা। (মুজিবুর রহমান)

Indeed, those who believe and do righteous deeds and establish prayer and give zakah will have their reward with their Lord, and there will be no fear concerning them, nor will they grieve. (Sahih International)

[(২:২৭৭) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:২৭৭]

৩৩.১.৭ হস্তসমূহ সংযত, যাকাত, জিহাদ ও তাকওয়া অবলম্বন

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ قِيۡلَ لَهُمۡ كُفُّوۡۤا اَيۡدِيَكُمۡ وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ الۡقِتَالُ اِذَا فَرِيۡقٌ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ النَّاسَ كَخَشۡيَةِ اللّٰهِ اَوۡ اَشَدَّ خَشۡيَةً ۚ وَ قَالُوۡا رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا الۡقِتَالَ ۚ لَوۡ

لَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۟ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও এবং **সালাত** কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর? অতঃপর তাদের উপর যখন লড়াই ফরয করা হল, তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করতে লাগল আল্লাহকে ভয় করার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে কঠিন ভয়। আর বলল, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদের উপর লড়াই ফরয করলেন কেন? আমাদেরকে কেন আরো কিছুকালের অবকাশ দিলেন না'? বল, 'দুনিয়ার সুখ সামান্য। আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাত উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সূতা পরিমাণ যুলমও করা হবে না'। (আল-বায়ান)

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত সংযত রাখ, **নামায** কায়িম কর এবং যাকাত দাও? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফরয করা হল, তখন তাদের একদল মানুষকে এমন ভয় করতে লাগল যেমন আল্লাহকে ভয় করা উচিত, বরং তার চেয়েও বেশী এবং বলতে লাগল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! কেন আমাদের প্রতি জিহাদ ফরয করলে, আমাদেরকে আরও কিছু অবসর দিলে না কেন?' বল, 'পার্থিব ভোগ সামান্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাতই উত্তম, তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হবে না।' (তাইসিরুল)

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হস্তসমূহ সংযত রাখ এবং **সালাত** প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর। অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফরয করে দেয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রুপ মানুষকে ভয় করতে লাগল, বরং তদপেক্ষাও অধিক; এবং তারা বললঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি

কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলেন? কেন আমাদেরকে আর কিছুকালের জন্য অবসর দিলেননা? তুমি বলঃ পার্থিব আনন্দ খুবই সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খেজুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। (মুজিবুর রহমান)

Have you not seen those who were told, "Restrain your hands [from fighting] and establish prayer and give zakah"? But then when fighting was ordained for them, at once a party of them feared men as they fear Allah or with [even] greater fear. They said, "Our Lord, why have You decreed upon us fighting? If only You had postponed [it for] us for a short time." Say, The enjoyment of this world is little, and the Hereafter is better for he who fears Allah. And injustice will not be done to you, [even] as much as a thread [inside a date seed]." (Sahih International)

[(৪:৭৭) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত:৭৭]

৩৩.১.৮ ঈমান: পূর্বে-বর্তমান কিতাব,আল্লাহ ও শেষ দিনে; এবং যাকাত

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا

কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক এবং মুমিনগণ- যারা তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা নাযিল হয়েছে তোমার পূর্বে- তাতে ঈমান আনে। আর যারা **সালাত** প্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান আনয়নকারী, তাদেরকে অচিরেই আমি মহাপুরস্কার প্রদান করব। (আল-বায়ান)

কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক আর মু'মিনগণ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আর তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে আর তারা **নামায** ক্বায়িমকারী ও যাকাত আদায়কারী এবং আল্লাহেত ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাসী; এদেরকেই আমি শীঘ্র মহাপুরস্কার দান করব। (তাইসিরুল)

কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুদৃঢ় এবং বিশ্বাসী তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এবং যারা **সালাত** আদায়কারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী তাদেরকেই আমি প্রচুর প্রতিদান প্রদান করব। (মুজিবুর রহমান)

But those firm in knowledge among them and the believers believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed

before you. And the establishers of prayer [especially] and the givers of zakah and the believers in Allah and the Last Day - those We will give a great reward. (Sahih International)

[(৪:১৬২) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াতঃ ১৬২]

৩৩.১.৯ যাকাত, ঈমান রাসূলদের প্রতি, রাসূলদের সহযোগিতা ও আল্লাহকে উত্তম ঋণ

وَ لَقَدۡ اَخَذَ اللّٰهُ مِيۡثَاقَ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ ۚ وَ بَعَثۡنَا مِنۡهُمُ اثۡنَىۡ عَشَرَ نَقِيۡبًا ؕ وَ قَالَ اللّٰهُ اِنِّىۡ مَعَكُمۡ ؕ لَئِنۡ اَقَمۡتُمُ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَيۡتُمُ الزَّكٰوةَ وَ اٰمَنۡتُمۡ بِرُسُلِىۡ وَ عَزَّرۡتُمُوۡهُمۡ وَ اَقۡرَضۡتُمُ اللّٰهَ قَرۡضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنۡكُمۡ سَيِّاٰتِكُمۡ وَ لَاُدۡخِلَنَّكُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ۚ فَمَنۡ كَفَرَ بَعۡدَ ذٰلِكَ مِنۡكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيۡلِ

আর অবশ্যই আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম এবং আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা **সালাত** কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদেরকে সহযোগিতা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেব। আর অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। তোমাদের মধ্য থেকে এরপরও যে কুফরী করেছে, সে অবশ্যই সোজা পথ হারিয়েছে। (আল-বায়ান)

আল্লাহ বানী ইসরাঈলের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, আর তাদের মধ্যে বারজন প্রধান নিযুক্ত করেছিলেন। আর আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা **নামায** কায়িম কর, যাকাত আদায় কর এবং আমার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর আর তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা কর আর আল্লাহকে ঋণ দান কর উত্তম ঋণ, তাহলে আমি তোমাদের পাপগুলো অবশ্য অবশ্যই দূর করে দেব, আর অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাব যার নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এরপরও তোমাদের মধ্যে যারা কুফুরী করবে তারা সত্য সঠিক পথ হারিয়ে ফেলবে। (তাইসিরুল)

আর আল্লাহ বানী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি তাদের মধ্য হতে বারো জন দলপতি নিযুক্ত করেছিলাম; এবং আল্লাহ বলেছিলেনঃ আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, যদি তোমরা **সালাত** সুপ্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দিতে থাক এবং আমার রাসূলদের উপর ঈমান আন ও তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক; তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপগুলি তোমাদের থেকে মুছে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করব যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, অতঃপর যে ব্যক্তি এরপরও কুফরী করবে, নিশ্চয়ই সে সোজা পথ থেকে দূরে সরে পড়ল। (মুজিবুর রহমান)

And Allah had already taken a covenant from the Children of Israel, and We delegated from among them twelve leaders. And Allah said, "I am with you. If you establish prayer and give zakah and believe in My messengers and support them and loan Allah a goodly loan, I will

surely remove from you your misdeeds and admit you to gardens beneath which rivers flow. But whoever of you disbelieves after that has certainly strayed from the soundness of the way." (Sahih International)

[(৫:১২) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত:১২]

৩৩.১.১০ যাকাত ও বিনম্রতা

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ

তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা **সালাত** কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে। (আল-বায়ান)

তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনগণ যারা **নামায** কায়িম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে অবনত হয়। (তাইসিরুল)

তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণ - যারা **সালাত** সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত প্রদান করে এবং বিনম্র। (মুজিবুর রহমান)

Your ally is none but Allah and [therefore] His Messenger and those who have believed - those who establish prayer and give zakah, and they bow [in worship]. (Sahih International)

[(৫:৫৫) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত:৫৫]

৩৩.১.১১ তাওবা ও যাকাত

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং **সালাত** কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আল-বায়ান)

তারপর (এই) নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে ঘেরাও কর, তাদের অপেক্ষায় প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু তারা যদি তাওবাহ করে, **নামায** প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। (তাইসিরুল)

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, **সালাত** আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ, পরম করুণাময়। (মুজিবুর রহমান)

And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful. (Sahih International)

[(৯:৫) সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত: ৫]

فَاِنۡ تَابُوۡا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخۡوَانُكُمۡ فِى الدِّيۡنِ‌ؕ وَ نُفَصِّلُ الۡاٰيٰتِ لِقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَ

অতএব যদি তারা তাওবা করে, **সালাত** কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে দীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই। আর আমি আয়াতসমূহ যথাযথভাবে বর্ণনা করি এমন কওমের জন্য যারা জানে। (আল-বায়ান)

এখন যদি তারা তাওবাহ করে, **নামায** প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেদের জন্য আমি স্পষ্ট করে নিদর্শন বলে দিলাম। (তাইসিরুল)

অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে এবং **সালাত** আদায় করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই; আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য বিধানাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। (মুজিবুর রহমান)

But if they repent, establish prayer, and give zakah, then they are your brothers in religion; and We detail the verses for a people who know. (Sahih International)

[(৯:১১) সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত: ১১]

৩৩.১.১৩ আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ, ঈমান: আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত দিবসের; যাকাত এবং ভয় একমাত্র আল্লাহকে

اِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمۡ يَخۡشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓئِكَ اَنۡ يَّكُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُهۡتَدِيۡنَ

একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, **সালাত** কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, ওরা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল-বায়ান)

আল্লাহর মাসজিদের আবাদ তো তারাই করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, **নামায** প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারাই হবে সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (তাইসিরুল)

আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং **সালাত** কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ভয় করেনা। আশা করা যায় যে, এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। (মুজিবুর রহমান)

The mosques of Allah are only to be maintained by those who believe in Allah and the Last Day and establish prayer and give zakah and do not fear except Allah, for it is expected that those will be of the [rightly] guided. (Sahih International)

[(৯:১৮) সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াতঃ ১৮]

৩৩.১.১৪ ভাল কাজের আদেশ, অন্যায় কাজের নিষেধ, যাকাত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য

وَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتُ بَعۡضُهُمۡ اَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ ۘ يَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ يَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيۡعُوۡنَ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ

আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা **সালাত** কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (আল-বায়ান)

মু'মিন পুরুষ আর মু'মিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, **নামায** ক্বায়িম করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই

আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তো প্রবল পরাক্রান্ত, মহা প্রজ্ঞাবান। (তাইসিরুল)

আর মু'মিন পুরুষরা ও মু'মিনা নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু। তারা সৎ বিষয়ের শিক্ষা দেয় এবং অসৎ বিষয় হতে নিষেধ করে, আর **সালাতের** পাবন্দী করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমাতওয়ালা। (মুজিবুর রহমান)

The believing men and believing women are allies of one another. They enjoin what is right and forbid what is wrong and establish prayer and give zakah and obey Allah and His Messenger. Those - Allah will have mercy upon them. Indeed, Allah is Exalted in Might and Wise. (Sahih International)

[(৯:৭১) সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত: ৭১]

৩৩.১.১৫ যাকাত ও রাসূলের আনুগত্য

وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ

আর তোমরা **সালাত** কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার। (আল-বায়ান)

তোমরা (নিয়মিত) **নামায** প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর ও রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (তাইসিরুল)

তোমরা **সালাত** কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পার। (মুজিবুর রহমান)

And establish prayer and give zakah and obey the Messenger - that you may receive mercy. (Sahih International)

[(২৪:৫৬) সূরাঃ আন-নূর, আয়াত: ৫৬]

৩৩.১.১৬ যাকাত ও পরকালের দৃঢ় বিশ্বাস

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

যারা **সালাত** কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে; (আল-বায়ান)

যারা **নামায** প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় আর তারা আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (তাইসিরুল)

যারা **সালাত** কায়েম করে, যাকাত দেয়, তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। (মুজিবুর রহমান)

Who establish prayer and give zakah, and they, of the Hereafter, are certain [in faith]. (Sahih International)

[(৩১:৪) সূরাঃ লুকমান, আয়াত:৪]

৩৩.১.১৭ স্বগৃহে অবস্থান, প্রাচীন জাহেলী যুগের সাজসজ্জা না করা, যাকাত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত

وَ قَرْنَ فِیْ بُیُوْتِکُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلٰی وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِیْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیْرًا

আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা **সালাত** কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (আল-বায়ান)

আর তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন অজ্ঞতার যুগের মত চোখ ঝলসানো প্রদর্শনী করে বেড়িও না। আর তোমরা **নামায** প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। হে নবীর পরিবার! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পবিত্র ও নিষ্কলংক করতে। (তাইসিরুল)

এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে; প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবেনা। তোমরা **সালাত** কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে; হে নাবীর পরিবার! আল্লাহ শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে। (মুজিবুর রহমান)

And abide in your houses and do not display yourselves as [was] the display of the former times of ignorance. And establish prayer and

give zakah and obey Allah and His Messenger. Allah intends only to remove from you the impurity [of sin], O people of the [Prophet's] household, and to purify you with [extensive] purification. (Sahih International)

[(৩৩:৩৩) সূরাঃ আল-আহযাব, আয়াত:৩৩]

৩৩.১.১৮ সদাক্বাহ, যাকাত, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য

ءَاَشۡفَقۡتُمۡ اَنۡ تُقَدِّمُوۡا بَيۡنَ يَدَىۡ نَجۡوٰىكُمۡ صَدَقٰتٍ‌ؕ فَاِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُوۡا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيۡكُمۡ فَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ‌ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ

তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে যে, একান্ত পরামর্শের পূর্বে সদাকা পেশ করবে? হ্যাঁ, যখন তোমরা তা করতে পারলে না, আর আল্লাহও তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা **সালাত** কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। (আল-বায়ান)

তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে যে, তোমাদেরকে (নবীর সঙ্গে) গোপনে কথাবার্তা বলার আগে সদাক্বাহ দিতে হবে? তোমরা যদি তা না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, কাজেই তোমরা **নামায** কায়িম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি অবগত। (তাইসিরুল)

তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে সাদাকাহ প্রদান কষ্টকর মনে কর? যখন তোমরা সাদাকাহ দিতে পারলেনা, আর আল্লাহ তোমাদেরকে

ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা **সালাত** প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবগত। (মুজিবুর রহমান)

Have you feared to present before your consultation charities? Then when you do not and Allah has forgiven you, then [at least] establish prayer and give zakah and obey Allah and His Messenger. And Allah is Acquainted with what you do. (Sahih International)

[(৫৮:১৩) সূরাঃ আল-মুজাদালা, আয়াত: ১৩]

৩৩.১.১৯ আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত ও যাকাত

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, **সালাত** কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দীন। (আল-বায়ান)

তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ‘ইবাদাত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। আর তারা **নামায** প্রতিষ্ঠা করবে আর যাকাত দিবে। আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দ্বীন। (তাইসিরুল)

তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করতে এবং **সালাত** কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে; এটাই সু-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। (মুজিবুর রহমান)

And they were not commanded except to worship Allah, [being] sincere to Him in religion, inclining to truth, and to establish prayer and to give zakah. And that is the correct religion. (Sahih International)

[(৯৮:৫) সূরাঃ আল-বায়্যিনাহ, আয়াত:৫]

৩৩.২.০ ঈমান

৩৩.২.১ ঈমান: আখেরাতের, কিতাবের; এবং সালাতে যত্নবান

وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰی وَ مَنْ حَوْلَهَا ؕ وَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ هُمْ عَلٰی صَلَاتِهِمْ یُحَافِظُوْنَ

আর এটি একটি কিতাব, আমি তা নাযিল করেছি, বরকতময়, যা তাদের সামনে আছে তার সত্যায়নকারী। আর যাতে তুমি সতর্ক কর উম্মুল কুরা (মক্কা) ও তার আশ-পাশে যারা আছে তাদেরকে। আর যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তারা এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং তারা তাদের **সালাতের** উপর যত্নবান থাকে। (আল-বায়ান)

আর [এখন যা মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে] এ কিতাব বরকতে ভরপুর, তাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী, আর তা মক্কা ও তার চতুষ্পার্শবস্থ এলাকার

লোকেদেরকে সতর্ক করার জন্য প্রেরিত। যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে তারা এতে বিশ্বাস করে, আর তারা তাদের **সলাতের** হিফাযাত করে। (তাইসিরুল)

আর এই কিতাবও (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি; যা খুবই বারাকাতময় কিতাব এবং পূর্বের সকল কিতাবকে সত্যায়িত করে থাকে, যেন তুমি কেন্দ্রীয় মাক্কা নগরী এবং ওর চতুস্পার্শ্বস্থ জনপদের লোকদেরকে ওর দ্বারা ভীতি প্রদর্শন কর। যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে তারা এই কিতাবকেও বিশ্বাস করবে এবং ওর প্রতি ঈমান আনবে, আর তারা নিয়মিতভাবে **সালাত**ও আদায় করে থাকে। (মুজিবুর রহমান)

And this is a Book which We have sent down, blessed and confirming what was before it, that you may warn the Mother of Cities and those around it. Those who believe in the Hereafter believe in it, and they are maintaining their prayers. (Sahih International)

[(৬:৯২) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত: ৯২]

৩৩.২.২ গায়েবের প্রতি ঈমান ও রিযক থেকে ব্যয়

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, **সালাত** কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (আল-বায়ান)

যারা গায়বের প্রতি ঈমান আনে, **নামায** কায়িম করে এবং আমি যে জীবনোপকরণ তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। (তাইসিরুল)

যারা অদৃশ্য বিষয়গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং **সালাত** প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে উপজীবিকা প্রদান করেছি তা হতে দান করে থাকে । (মুজিবুর রহমান)

Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, (Sahih International)

[(২:৩) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ৩]

৩৩.২.৩ ঈমান, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয়

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خِلٰلٌ

আমার বান্দাদের বল, ‘যারা ঈমান এনেছে, তারা যেন **সালাত** কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, ঐ দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন বেচা-কেনা থাকবে না এবং থাকবে না বন্ধুত্বও। (আল-বায়ান)

আমার বান্দাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বল **নামায** প্রতিষ্ঠা করতে আর যে জীবিকা আমি তাদেরকে দিয়েছি তাথেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে- সেদিন আসার পূর্বে যেদিন না চলবে কোন কেনা-বেচা আর না কোন বন্ধুত্ব। (তাইসিরুল)

আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদেরকে বল **সালাত** কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবেনা। (মুজিবুর রহমান)

[O Muhammad], tell My servants who have believed to establish prayer and spend from what We have provided them, secretly and publicly, before a Day comes in which there will be no exchange, nor any friendships. (Sahih International)

[(১৪:৩১) সূরাঃ ইবরাহীম, আয়াতঃ ৩১]

৩৩.৩.০ ধৈর্য

৩৩.৩.১ ধৈর্য ও সাহায্য

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ۗاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও **সালাতের** মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (আল-বায়ান)

হে মু'মিনগণ! ধৈর্য ও **সলাতের** মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (তাইসিরুল)

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য ও **সালাতের** মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন। (মুজিবুর রহমান)

O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. (Sahih International)

[(২:১৫৩) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:১৫৩]

৩৩.৩.২ ধৈর্য, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় এবং অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সবর করে, **সালাত** কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযক প্রদান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভাল কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের শুভ পরিণাম। (আল-বায়ান)

তারা তাদের প্রতিপালকের চেহারা (সন্তুষ্টি) কামনায় ধৈর্য ধারণ করে, **নামায** প্রতিষ্ঠা করে, আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তাথেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। পরকালের ঘর প্রাপ্তি এদের জন্যই নির্দিষ্ট। (তাইসিরুল)

আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, **সালাত** সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূর করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম । (মুজিবুর রহমান)

And those who are patient, seeking the countenance of their Lord, and establish prayer and spend from what We have provided for them secretly and publicly and prevent evil with good - those will have the good consequence of [this] home – (Sahih International)

[(১৩:২২) সূরাঃ আর-রাদ,আয়াত: ১৩:২২]

৩৩.৩.৩ অন্তরে আল্লাহর ভয়, ধৈর্য ও ব্যয়

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَ الْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

যাদের কাছে আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, যারা **সালাত** কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (আল-বায়ান)

'আল্লাহ' নামের উল্লেখ হলেই যাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে, যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে, **নামায** কায়িম করে, আর তাদেরকে আমি যে রিযক্ দিয়েছি তাথেকে তারা ব্যয় করে। (তাইসিরুল)

যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং **সালাত** কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। (মুজিবুর রহমান)

Who, when Allah is mentioned, their hearts are fearful, and [to] the patient over what has afflicted them, and the establishers of prayer and those who spend from what We have provided them. (Sahih International)

[(২২:৩৫) সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াতঃ ৩৫]

৩৩.৩.৪ সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ও বিপদ-আপদে ধৈর্য

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اۡمُرۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ انۡهَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَ اصۡبِرۡ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ الۡاُمُوۡرِ

‘হে আমার প্রিয় বৎস, **সালাত** কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ’। (আল-বায়ান)

হে বৎস! তুমি **নামায** কায়িম কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর মন্দ কাজ হতে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (তাইসিরুল)

হে বৎস! **সালাত** কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে, এটাইতো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (মুজিবুর রহমান)

O my son, establish prayer, enjoin what is right, forbid what is wrong, and be patient over what befalls you. Indeed, [all] that is of the matters [requiring] determination. (Sahih International)

[(৩১:১৭) সূরাঃ লুকমান, আয়াত:১৭]

৩৩.৪.০ রিযক হতে ব্যয়

৩৩.৪.১ রিযক হতে ব্যয়

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

যারা **সালাত** কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। (আল-বায়ান)

তারা **নামায** ক্বায়িম করে, আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তাথেকে ব্যয় করে। (তাইসিরুল)

যারা **সালাত** সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে, (মুজিবুর রহমান)

The ones who establish prayer, and from what We have provided them, they spend. (Sahih International)

[(৮:৩) সূরাঃ আল-আনফাল, আয়াত:৩]

৩৩.৪.২ রবের আহবানে সাড়া, পারস্পরিক পরামর্শ ও রিযক থেকে ব্যয়

وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

আর যারা তাদের রবের আহবানে সাড়া দেয়, **সালাত** কায়েম করে, তাদের কার্যাবলী তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। (আল-বায়ান)

যারা তাদের প্রতিপালকের (নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর) প্রতি সাড়া দেয়, নিয়মিত **নামায** প্রতিষ্ঠা করে, পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের কার্যাদি পরিচালনা করে। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তাথেকে ব্যয় করে। (তাইসিরুল)

যারা তাদের রবের আহবানে সাড়া দেয়, **সালাত** কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে – (মুজিবুর রহমান)

And those who have responded to their lord and established prayer and whose affair is [determined by] consultation among themselves, and from what We have provided them, they spend. (Sahih International)

[(৪২:৩৮) সূরাঃ আশ-শূরা, আয়াত:৩৮]

৩৩.৫.০ তাকওয়া

৩৩.৫.১ তাকওয়া অবলম্বন (রাব্বকে ভয়)

وَ اَنۡ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوۡهُ ؕ وَ هُوَ الَّذِىۡۤ اِلَيۡهِ تُحۡشَرُوۡنَ

আর (আদিষ্ট হয়েছি যে,) তোমরা **সালাত** কায়েম কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তিনিই, যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (আল-বায়ান)

আরও (আদিষ্ট হয়েছি) **নামায** কায়িম করতে আর তাঁকে ভয় করতে আর তিনি হলেন (সেই সত্ত্বা) যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (তাইসিরুল)

আর তুমি নিয়মিতভাবে **সালাত** কায়েম কর এবং সেই রাব্বকে ভয় করে চল যাঁর নিকট তোমাদের সকলকে সমবেত করা হবে। (মুজিবুর রহমান)

And to establish prayer and fear Him." And it is He to whom you will be gathered. (Sahih International)

[(৬:৭২) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত:৭২]

৩৩.৫.১ আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ

وَ الَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ

আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং **সালাত** কায়েম করে, নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট' করি না। (আল-বায়ান)

যারা কিতাবকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, **নামায** প্রতিষ্ঠা করে, আমি (এসব) সৎকর্মশীলদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করি না। (তাইসিরুল)

যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং **সালাত** কায়েম করে; আমিতো সৎ কর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করিনা। (মুজিবুর রহমান)

But those who hold fast to the Book and establish prayer - indeed, We will not allow to be lost the reward of the reformers. (Sahih International)

[(৭:১৭০) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত:১৭০]

৩৩.৫.৩ আল্লাহর ভয় ও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَ اتَّقُوْهُ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ لَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, **সালাত** কায়েম কর, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (আল-বায়ান)

তাঁর অভিমুখী হও, আর তাঁকে ভয় কর, **নামায** প্রতিষ্ঠা কর, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (তাইসিরুল)

বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, **সালাত** কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। (মুজিবুর রহমান)

[Adhere to it], turning in repentance to Him, and fear Him and establish prayer and do not be of those who associate others with Allah (Sahih International)

[(৩০:৩১) সূরাঃ আর-রুম, আয়াত:৩১]

৩৩.৫.৪ রাববকে না দেখে ভয় ও নিজেকে পরিশোধন

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰی ؕ وَ اِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰی حِمْلِهَا لَا یُحْمَلْ مِنْهُ شَیْءٌ وَّ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰی ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ مَنْ تَزَكّٰی فَاِنَّمَا یَتَزَكّٰی لِنَفْسِهٖ ؕ وَ اِلَی اللّٰهِ الْمَصِیْرُ

আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার বোঝা বহনের জন্য কাউকে ডাকে তবে তার বোঝার কোন অংশই বহন করা হবে না যদিও সে আত্মীয় হয়; তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করবে যারা তাদের রবকে না দেখেও ভয় করে এবং **সালাত** কায়েম করে; আর যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধি অর্জন করে সে নিজের জন্যই পরিশুদ্ধি অর্জন করে। আর আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন। (আল-বায়ান)

কোন বহনকারী অন্যের (পাপের) বোঝা বইবে না। কেউ যদি তার গুরুভার বয়ে দেয়ার জন্য অন্যকে ডাকে তবে তার কিছুই বয়ে দেয়া হবে না- নিকটাত্মীয় হলেও। তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার, যারা না দেখেই তাদের প্রতিপালককে ভয় করে আর **নামায** প্রতিষ্ঠা করে। যে কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সে তো পরিশুদ্ধ করে নিজের কল্যাণেই। আল্লাহর দিকেই (সকলের) প্রত্যাবর্তন। (তাইসিরুল)

কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবেনা, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহবান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। তুমি শুধু সতর্ক করতে পার তাদেরকে যারা তাদের রাববকে না দেখে ভয় করে এবং **সালাত** কায়েম করে। যে কেহ নিজেকে পরিশোধন করে সেতো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। প্রত্যাবর্তনতো আল্লাহরই নিকট। (মুজিবুর রহমান)

And no bearer of burdens will bear the burden of another. And if a heavily laden soul calls [another] to [carry some of] its load, nothing of it will be carried, even if he should be a close relative. You can only warn those who fear their Lord unseen and have established prayer. And whoever purifies himself only purifies himself for [the benefit of] his soul. And to Allah is the [final] destination. (Sahih International)

[(৩৫:১৮) সূরাঃ ফাতির, আয়াত:১৮]

৩৩.৫.৫ যমীনে ছড়িয়ে যাওয়া ও আল্লাহর অনুগ্রহ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অতঃপর যখন **সালাত** সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার। (আল-বায়ান)

অতঃপর যখন **নামায** সমাপ্ত হয়, তখন যমীনে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাক- যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার। (তাইসিরুল)

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। (মুজিবুর রহমান)

And when the prayer has been concluded, disperse within the land and seek from the bounty of Allah, and remember Allah often that you may succeed. (Sahih International)

[(৬২:১০) সূরাঃ আল-জুমু'আ, আয়াত:১০]

৩৩.৫.৬ রবের নাম স্মরণ

وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

আর তার রবের নাম স্মরণ করবে, অতঃপর **সালাত** আদায় করবে। (আল-বায়ান)

আর তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও **নামায** কায়েম করে। (তাইসিরুল)

এবং স্বীয় রবের নাম স্মরণ করে ও **সালাত** আদায় করে। (মুজিবুর রহমান

And mentions the name of his Lord and prays. (Sahih International)

[(৮৭:১৫) সূরাঃ আল-আ'লা, আয়াত:১৫]

৩৩.৫.৭ সালাত একমাত্র রবের উদ্দেশ্যেই

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ

অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই **সালাত** পড় এবং নহর কর। (আল-বায়ান)

কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে **নামায** আদায় কর এবং কুরবানী কর, (তাইসিরুল)

সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশে **সালাত** আদায় কর এবং কুরবানী কর। (মুজিবুর রহমান)

So pray to your Lord and sacrifice [to Him alone]. (Sahih International)

[(১০৮:২) সূরাঃ আল-কাউসার, আয়াত: ২]

৩৩.৫.৮ তাসবীহ পাঠ

وَ مِنَ الَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَ اَدۡبَارَ السُّجُوۡدِ

এবং রাতের একাংশেও তুমি তাঁর তাসবীহ পাঠ কর এবং **সালাতের** পশ্চাতেও। (আল-বায়ান)

আর তাঁর প্রশংসা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে আর **নামাযের** পরে। (তাইসিরুল)

তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাতের একাংশে এবং **সালাতের** পরেও। (মুজিবুর রহমান)

And [in part] of the night exalt Him and after prostration. (Sahih International)

[(৫০:৪০) সূরাঃ কাফ, আয়াত: ৪০]

৩৩.৬.০ বিবিধ

اِلَّا الۡمُصَلِّيۡنَ

সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া, (আল-বায়ান)

তবে **নামায** আদায়কারীরা এ রকম নয়, (তাইসিরুল)

তবে **সালাত** আদায়কারী ব্যতীত। (মুজিবুর রহমান)

Except the observers of prayer – (Sahih International)

[(৭০:২২) সূরাঃ আল-মা'আরিজ, আয়াত:২২]

فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلّٰى

সুতরাং সে বিশ্বাসও করেনি এবং **সালাতও** আদায় করেনি। (আল-বায়ান)

কিন্তু না, সে বিশ্বাসও করেনি, **নামাযও** আদায় করেনি। (তাইসিরুল)

সে বিশ্বাস করেনি এবং **সালাত** আদায় করেনি। (মুজিবুর রহমান)

And the disbeliever had not believed, nor had he prayed. (Sahih International)

[(৭৫:৩১) সূরাঃ আল-ক্বিয়ামাহ, আয়াত: ৩১]

عَبْدًا اِذَا صَلّٰى

এক বান্দাকে, যখন সে **সালাত** আদায় করে? (আল-বায়ান)

এক বান্দাহকে [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা.)-কে] যখন সে **নামায** আদায় করতে থাকে? (তাইসিরুল)

এক বান্দাকে যখন সে **সালাত** আদায় করে? (মুজিবুর রহমান)

A servant when he prays? (Sahih International)

[(৯৬:১০) সূরাঃ আল-আলাক, আয়াত:১০]

৩৪.১ আল্লাহর রচিত কতিপয় দোয়া, দুরূদ, হাম্দ ও নাত

সূরাঃ আল-ফাতিহা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। (আল-বায়ান)

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে। (তাইসিরুল)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। (মুজিবুর রহমান)

In the name of Allah, the Entirely Merciful, the Especially Merciful. (Sahih International)

১:১

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। (আল-বায়ান)

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। (তাইসিরুল)

আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি বিশ্বজগতের রাব্ব। (মুজিবুর রহমান)

[All] praise is [due] to Allah, Lord of the worlds – (Sahih International)

১:২

الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু, পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। (আল-বায়ান)

যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। (তাইসিরুল)

যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়। (মুজিবুর রহমান)

The Entirely Merciful, the Especially Merciful, Sahih International

১:৩

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

বিচার দিবসের মালিক। (আল-বায়ান)

যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। (তাইসিরুল)

যিনি বিচার দিনের মালিক। (মুজিবুর রহমান)

Sovereign of the Day of Recompense. (Sahih International)

১:৪

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আপনারই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট আমরা সাহায্য চাই। (আল-বায়ান)

আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (তাইসিরুল)

আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি। (মুজিবুর রহমান)

It is You we worship and You we ask for help. (Sahih International)

১:৫

اِهۡدِ نَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ

আমাদেরকে সরল পথ দেখান। পথের হিদায়াত দিন। (আল-বায়ান)

আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর। (তাইসিরুল)

আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। (মুজিবুর রহমান)

Guide us to the straight path – (Sahih International)

১:৬

صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَ لَا الضَّآلِّيۡنَ

তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন।যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়। (আল-বায়ান)

তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ, যারা গযবপ্রাপ্ত (ইয়াহূদী) ও পথভ্রষ্ট (খ্রিস্টান) নয়। (তাইসিরুল)

তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমীন!! (মুজিবুর রহমান)

The path of those upon whom You have bestowed favor, not of those who have evoked [Your] anger or of those who are astray. (Sahih International)

১:৭

৩৪.১.২ আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। (আল-বায়ান)

আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য

ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু' য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান। (তাইসিরুল)

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু' টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান। (মুজিবুর রহমান)

Allah - there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] existence. Neither drowsiness overtakes Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that can intercede with Him except by His permission? He knows what is [presently] before them and what will be after them, and they encompass not a thing of His knowledge except for what He wills. His Kursi extends over the heavens and

the earth, and their preservation tires Him not. And He is the Most High, the Most Great. (Sahih International)

[(২:২৫৫) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ২৫৫]

৩৪.১.৩ আল্লাহর রচিত দুরূদ এবং হাম্দ

سُبْحٰنَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

তারা যা ব্যক্ত করে তোমার রব তা থেকে পবিত্র মহান, সম্মানের মালিক। (আল-বায়ান)

সকল সম্মান ও ক্ষমতার রব্ব, তোমার প্রতিপালক পবিত্র ও মহান সে সকল কথাবার্তা হতে যা তারা আরোপ করে। (তাইসিরুল)

তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান তোমার রাব্ব, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। (মুজিবুর রহমান)

Exalted is your Lord, the Lord of might, above what they describe. (Sahih International)

[(৩৭:১৮০) সূরাঃ আস-সাফফাত, আয়াতঃ ১৮০]

وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ

আর রাসূলদের প্রতি সালাম। (আল-বায়ান)

শান্তি বর্ষিত হোক রসূলদের প্রতি। (তাইসিরুল)

শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। (মুজিবুর রহমান)

And peace upon the messengers. (Sahih International)

[(৩৭: ১৮১) সূরাঃ আস-সাফফাত, আয়াত: ১৮১]

وَ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ

আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য। (আল-বায়ান)

আর যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। (তাইসিরুল)

প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য। (মুজিবুর রহমান)

And praise to Allah, Lord of the worlds. (Sahih International)

[(৩৭:১৮২) সূরাঃ আস-সাফফাত, আয়াত: ১৮২]

৩৫.১ ক্ষমা চাওয়া

৩৫.১.১ ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া

رَبَّنَا وَ اجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَکَ وَ مِنۡ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسۡلِمَةً لَّکَ ۪ وَ اَرِنَا
مَنَاسِکَنَا وَ تُبۡ عَلَيۡنَا ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ

‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ । (আল-বায়ান)

হে আমাদের প্রতিপালক! ‘আমাদেরকে তোমার অনুগত কর, আমাদের খান্দানে একদল সৃষ্টি কর, যারা তোমার আজ্ঞাবহ হয় আর আমাদেরকে ইবাদাতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দাও এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ । (তাইসিরুল)

হে আমাদের রাব্ব! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন, এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও আপনার অনুগত এক দল লোক সৃষ্টি করুন, আর আমাদেরকে হাজ্জের আহকাম বলে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, করুণাময়। (মুজিবুর রহমান)

Our Lord, and make us Muslims [in submission] to You and from our descendants a Muslim nation [in submission] to You. And show us our rites and accept our repentance. Indeed, You are the Accepting of repentance, the Merciful. (Sahih International)

[(২:১২৮) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ১২৮]

৩৫.১.২ পরিপূর্ন ঈমান আনার স্বীকৃতি

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। (আল-বায়ান)

রসূল (সাঃ) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু' মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না' এবং তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে'। (তাইসিরুল)

রাসূল তার রাব্ব হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু' মিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর মালাইকাকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে; (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কেহকেও পার্থক্য করিনা। এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং স্বীকার করলাম; হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে শেষ প্রত্যাবর্তন। (মুজিবুর রহমান)

The Messenger has believed in what was revealed to him from his Lord, and [so have] the believers. All of them have believed in Allah and

His angels and His books and His messengers, [saying], "We make no distinction between any of His messengers." And they say, "We hear and we obey. [We seek] Your forgiveness, our Lord, and to You is the [final] destination." Sahih International

[(২:২৮৫) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৫]

৩৫.১.৩ অপরাধ ও কাজের বাড়াবাড়ি হেতু

وَ مَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِيْۤ اَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

আর তাদের কথা শুধু এই ছিল যে, তারা বলল, ‘হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন এবং অবিচল রাখুন আমাদের পাসমূহকে, আর কাফির কওমের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন’ । (আল-বায়ান)

তাদের মুখ হতে কেবল এ কথাই বেরিয়েছিল- ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অপরাধগুলো এবং আমাদের কাজ-কর্মে বাড়াবাড়িগুলোকে তুমি ক্ষমা করে দাও, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রেখ এবং কাফিরদলের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর।’ (তাইসিরুল)

আর এতদ্ব্যতীত তাদের কথা ছিলনা যে, তারা বলতঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের অপরাধ ও আমাদের কাজের বাড়াবাড়ি হেতু কৃত

অন্যায়সমূহ ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। (মুজিবুর রহমান)

And their words were not but that they said, "Our Lord, forgive us our sins and the excess [committed] in our affairs and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people." (Sahih International)

[(৩:১৪৭) সূরাঃ আলে-ইমরান আয়াত: ১৪৭]

৩৫.১.৪ আগুনের আযাব থেকে রক্ষা

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (বলে) ‘হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর’ । (আল-বায়ান)

যারা আল্লাহকে দন্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় স্মরণ করে থাকে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে (ও বলে) : ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সুতরাং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা কর। (তাইসিরুল)

যারা দন্ডায়মান, উপবেশন ও এলায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষনা করে এবং বলেঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি এসব বৃথা সৃষ্টি করেননি; আপনিই পবিত্রতম! অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন! (মুজিবুর রহমান)

Who remember Allah while standing or sitting or [lying] on their sides and give thought to the creation of the heavens and the earth, [saying], "Our Lord, You did not create this aimlessly; exalted are You [above such a thing]; then protect us from the punishment of the Fire. (Sahih International)

[(৩:১৯১) সূরাঃ আলে-ইমরান আয়াত: ১৯১]

৩৫.১.৫ আদম (আঃ) দোয়া

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا. وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

তারা বলল, ‘হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর যুলম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব’ । (আল-বায়ান)

তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর আর দয়া না কর তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।’ (তাইসিরুল)

তারা বললঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। (মুজিবুর রহমান)

They said, "Our Lord, we have wronged ourselves, and if You do not forgive us and have mercy upon us, we will surely be among the losers." (Sahih International)

[(৭:২৩) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ২৩]

৩৫.১.৬ জাহান্নামীরা যা বলবে

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ

তারা বলবে, ‘হে আমাদের রব, দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল, আর আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট’ । (আল-বায়ান)

তারা বলবে- ‘হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পরাস্ত করেছিল, আর আমরা ছিলাম এক পথভ্রষ্ট জাতি। (তাইসিরুল)

তারা বলবেঃ হে আমাদের রাব্ব! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। (মুজিবুর রহমান)

They will say, "Our Lord, our wretchedness overcame us, and we were a people astray. (Sahih International)

[(২৩:১০৬) সূরাঃ আল-মুমিনুন, আয়াতঃ ১০৬]

৩৫.১.৭ ঈমান এনে ক্ষমা

اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

আমার বান্দাদের একদল ছিল যারা বলত, ‘হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।’ (আল-বায়ান)

আমার বান্দাহদের একদল বলত- ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।’ (তাইসিরুল)

আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলতঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের উপর দয়া করুন, আপনিতো দয়ালুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (মুজিবুর রহমান)

Indeed, there was a party of My servants who said, 'Our Lord, we have believed, so forgive us and have mercy upon us, and You are the best of the merciful.' (Sahih International)

[(২৩:১০৯) সূরাঃ আল-মুমিনুন, আয়াতঃ ১০৯]

৩৫.১.৮ ফেরাউনের জাদুকররা যে দোয়া পড়ে ঈমান এনেছিল

اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ

‘আমরা আশা করি যে, আমাদের রব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন, কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে প্রথম।’ (আল-বায়ান)

আমাদের একমাত্র আশা এই যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন, কারণ আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে প্রথম।’ (তাইসিরুল)

আমরা আশা করি যে, আমাদের রাব্ব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, কারণ আমরা মু’মিনদের মধ্যে অগ্রণী। (মুজিবুর রহমান)

Indeed, we aspire that our Lord will forgive us our sins because we were the first of the believers." (Sahih International)

[(২৬:৫১) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াতঃ ৫১]

৩৬.১ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের

وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّقُوۡلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنۡيَا حَسَنَةً وَّ فِى الۡاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (আল-বায়ান)

লোকেদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা বলে থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর। (তাইসিরুল)

আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে - হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন। (মুজিবুর রহমান)

But among them is he who says, "Our Lord, give us in this world [that which is] good and in the Hereafter [that which is] good and protect us from the punishment of the Fire." (Sahih International)

[(২:২০১) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ২:২০১]

৩৭.১ ধৈর্য ধারণের

وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

আর যখন তারা জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হল, তখন তারা বলল, ‘হে আমাদের রব, আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন, আমাদের পা স্থির রাখুন এবং আমাদেরকে কাফের জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করুন’ । (আল-বায়ান)

যখন তারা জ্বালুত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হল, তখন বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্যধারণের শক্তি দান কর এবং আমাদের পদগুলো দৃঢ় রেখ এবং কাফির দলের উপর আমাদেরকে জয়যুক্ত কর’ । (তাইসিরুল)

এবং যখন তারা জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হল, বলতে লাগলঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে পূর্ণ সহিষ্ণুতা দান করুন, আর আমাদের চরণগুলি অটল রাখুন এবং কাফির জাতির উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন! (মুজিবুর রহমান)

And when they went forth to [face] Goliath and his soldiers, they said, "Our Lord, pour upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people." (Sahih International)

[(২:২৫০) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ২৫০]

৩৮.১ যালিম ও কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহকে অভিবাবক হিসাবে

৩৮.১.১ বিপদাপদ ও বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্তি

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ۟ وَ اغْفِرْ لَنَا ۟ وَ ارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। (আল-বায়ান)

আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো

না; হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, (ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দাও, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর; তুমিই আমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত কর। (তাইসিরুল)

কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেননা; সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্য এবং যা সে অর্জন করেছে তা তারই উপর বর্তাবে। হে আমাদের রাব্ব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রুপ ভার অর্পণ করবেননা। হে আমাদের রাব্ব! যা আমাদের শক্তির বাইরে ঐরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেননা, এবং আমাদের পাপ মোচন করুন ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন, আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা! অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন। (মুজিবুর রহমান)

Allah does not charge a soul except [with that within] its capacity. It will have [the consequence of] what [good] it has gained, and it will bear [the consequence of] what [evil] it has earned. "Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord, and lay not upon us a burden like that which You laid upon those before us. Our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear. And

pardon us; and forgive us; and have mercy upon us. You are our protector, so give us victory over the disbelieving people." (Sahih International)

[(২:২৮৬) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬]

৩৮.১.২ ভাল নেতা পাওয়ার জন্য

وَ مَا لَكُمۡ لَا تُقَاتِلُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ الۡمُسۡتَضۡعَفِيۡنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الۡوِلۡدَانِ الَّذِيۡنَ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اَخۡرِجۡنَا مِنۡ هٰذِهِ الۡقَرۡيَةِ الظَّالِمِ اَهۡلُهَا ۚ وَ اجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ وَلِيًّا ۚ وَّ اجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ نَصِيۡرًا

আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।’ (আল-বায়ান)

তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নারী-পুরুষ আর শিশুদের (রক্ষার) জন্য লড়াই করবে না, যারা দু ‘আ করছে- ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ যালিম অধ্যুষিত জনপথ হতে মুক্তি দাও, তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের বন্ধু বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের সাহায্যকারী করে দাও।’ (তাইসিরুল)

তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছনা? অথচ নারী, পুরুষ এবং শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা বলেঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে অত্যাচারী এই নগর হতে নিস্কৃতি দিন এবং স্বীয় সন্নিধান হতে আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও নিজের নিকট হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন। (মুজিবুর রহমান)

And what is [the matter] with you that you fight not in the cause of Allah and [for] the oppressed among men, women, and children who say, "Our Lord, take us out of this city of oppressive people and appoint for us from Yourself a protector and appoint for us from Yourself a helper?" (Sahih International)

[(৪:৭৫) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত: ৭৫]

৩৮.১.৩ যালিম সম্প্রদায়ভুক্ত না হওয়ার

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

‘হে আমার রব, তাহলে আমাকে যালিম সম্প্রদায়ভুক্ত করবেন না।’ (আল-বায়ান)

তাহলে হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না’ । (তাইসিরুল)

তবে হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেননা। (মুজিবুর রহমান)

My Lord, then do not place me among the wrongdoing people." (Sahih International)

[(২৩:৯৪) সূরাঃ আল-মুমিনুন, আয়াত: ৯৪]

৩৮.১.৪ লূত (আঃ) দোয়া

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ

সে বলল, ‘হে আমার রব, আমাকে সাহায্য করুন ফাসাদ সৃষ্টিকারী কওমের বিরুদ্ধে’ । (আল-বায়ান)

সে বলল- হে আমার প্রতিপালক! ফাসাদ সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (তাইসিরুল)

সে বললঃ হে আমার রাব্ব! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন। (মুজিবুর রহমান)

He said, "My Lord, support me against the corrupting people." (Sahih International)

[(২৯:৩০) সূরাঃ আল-আনকাবূত, আয়াত: ৩০]

৩৮.১.৫ ফেরাউনের স্ত্রীর দোয়া

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

আর যারা ঈমান আনে তাদের জন্য আল্লাহ ফির ‘আউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেন, যখন সে বলেছিল, ‘হে আমার রব, আপনার কাছে আমার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করুন এবং আমাকে ফির ‘আউন ও তার কর্ম হতে নাজাত দিন, আর আমাকে নাজাত দিন যালিম সম্প্রদায় হতে। (আল-বায়ান)

আর যারা ঈমান আনে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। সে প্রার্থনা করেছিল, ‘‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও আর আমাকে তুমি ফেরাউন ও তার (অন্যায়) কার্যকলাপ থেকে রক্ষা কর, উদ্ধার কর আমাকে যালিম সম্প্রদায় থেকে।’ ’ (তাইসিরুল)

আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফির ‘আউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিলঃ হে আমার রাব্ব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফির ‘আউন ও তার দুস্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে। (মুজিবুর রহমান)

And Allah presents an example of those who believed: the wife of Pharaoh, when she said, "My Lord, build for me near You a house in

Paradise and save me from Pharaoh and his deeds and save me from the wrongdoing people." (Sahih International)

[(৬৬:১১) সূরাঃ আত-তাহরীম, আয়াত: ১১]

৩৯.১ হিদায়াত ও রহমতের

৩৯.১.১ অন্তরসমূহ বক্রতা রোধে

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। (আল-বায়ান)

হে আমাদের প্রতিপালক! সৎ পথ প্রদর্শনের পরে তুমি আমাদের অন্তরগুলোকে বক্র করে দিও না, আমাদেরকে তোমার নিকট হতে রহমত প্রদান কর, মূলতঃ তুমিই মহান দাতা। (তাইসিরুল)

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রভূত প্রদানকারী। (মুজিবুর রহমান)

[Who say], "Our Lord, let not our hearts deviate after You have guided us and grant us from

Yourself mercy. Indeed, You are the Bestower. (Sahih International)

[(৩:৮) সূরাঃ আলে-ইমরান আয়াত:৮]

৩৯.১.২ ইবরাহীমের (আঃ) আদর্শ

قُلۡ اِنَّنِیۡ هَدٰىنِیۡ رَبِّیۡۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ ۚ دِیۡنًا قِیَمًا مِّلَّةَ اِبۡرٰهِیۡمَ حَنِیۡفًا ۚ وَ مَا کَانَ مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ

বল, ‘নিশ্চয় আমার রব আমাকে সোজা পথের হিদায়াত দিয়েছেন। তা সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের আদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না’ । (আল-বায়ান)

বল, আমাকে আমার রব্ব সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন (যা) সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, একনিষ্ঠ ইবরাহীমের পথ। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (তাইসিরুল)

তুমি বলঃ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (মুজিবুর রহমান)

Say, "Indeed, my Lord has guided me to a straight path - a correct religion - the way of Abraham, inclining toward truth. And he was not among those who associated others with Allah." (Sahih International)

[(৬:১৬১) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত: ১৬১]

৩৯.১.৩ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ

‘যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনিই আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন।’ (আল-বায়ান)

তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনিই আমাকে পথ দেখান। (তাইসিরুল)

তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। (মুজিবুর রহমান)

Who created me, and He [it is who] guides me. (Sahih International)

[(২৬:৭৮) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ৭৮]

৩৯.১.৪ মূসা (আঃ) দোয়া

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

তখন মূসা তাদের পক্ষে (পশুগুলোকে) পানি পান করিয়ে দিল। তারপর ছায়ায় ফিরে গেল এবং বলল, ‘হে আমার রব, নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাযিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী’ । (আল-বায়ান)

তখন মূসা তাদের জন্য পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল, অতঃপর পেছন ফিরে ছায়ায় গিয়ে বসল, অতঃপর বলল- ‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই করবে আমি তো তারই ভিখারী।’ (তাইসিরুল)

মূসা তখন তাদের পশুগুলিকে পানি পান করালো। অতঃপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করল ও বললঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার কাঙ্গাল। (মুজিবুর রহমান)

So he watered [their flocks] for them; then he went back to the shade and said, "My Lord, indeed I am, for whatever good You would send down to me, in need." Sahih International

[(২৮:২৪) সূরাঃ আল-কাসাস, আয়াত: ২৪]

৪০.১ ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি

৪০.১.১ ঈমানের সাক্ষী

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ

হে আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন’ । (আল-বায়ান)

‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ আমরা তার উপর ঈমান এনেছি, রসূলের আনুগত্য স্বীকার করেছি, সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ কর।’ (তাইসিরুল)

হে আমাদের রাব্ব! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন, আমরা তা বিশ্বাস করি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করছি, অতএব সাক্ষীগণের সাথে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করুন। (মুজিবুর রহমান)

Our Lord, we have believed in what You revealed and have followed the messenger Jesus, so register us among the witnesses [to truth]." (Sahih International)

[(৩:৫৩) সূরাঃ আলে-ইমরান আয়াত: ৫৩]

৪০.১.২ আহলে কিতাবীদের উদ্দেশ্যে

قُلۡ يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ هَلۡ تَنۡقِمُوۡنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنۡ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡنَا وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلُ ۙ وَ اَنَّ اَكۡثَرَكُمۡ فٰسِقُوۡنَ

বল, ‘হে কিতাবীরা, কেবল এ কারণে কি তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং পূর্বে নাযিল হয়েছে তার প্রতি? আর নিশ্চয় তোমাদের অধিকাংশ ফাসিক।’ (আল-বায়ান)

বল, ‘ওহে কিতাবধারী সম্প্রদায়! তোমরা এ ছাড়া অন্য কারণে আমাদের প্রতি রাগান্বিত নও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি আর আমাদের পূর্বে যা নাযিল হয়েছিল তার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমাদের অধিকাংশই তো হচ্ছে ফাসিক।’ (তাইসিরুল)

তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা আমাদের মধ্যে কোন্ কাজটি দুষণীয় পাচ্ছ এটা ব্যতীত যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা অতীতে প্রেরিত হয়েছে, অথচ তোমাদের অধিকাংশ লোক (উল্লিখিত কিতাবসমূহের) প্রতি ঈমান (এর গন্ডি) হতে বহির্ভূত। (মুজিবুর রহমান)

Say, "O People of the Scripture, do you resent us except [for the fact] that we have believed in Allah and what was revealed to us and what was revealed before and because most of you are defiantly disobedient?" (Sahih International)

[(৫: ৫৯) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত: ৫৯]

৪১.১ যালিমদের জন্য অভিশাপ

৪১.১.১ যালেমদের উদ্দেশ্যে

رَبَّنَاۤ اِنَّکَ مَنۡ تُدۡخِلِ النَّارَ فَقَدۡ اَخۡزَیۡتَهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِیۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ

‘হে আমাদের রব, নিশ্চয় তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমান করবে। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই’ । (আল-বায়ান)

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে নিক্ষেপ করবে, তাকে অবশ্যই তুমি অপমান করবে আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (তাইসিরুল)

হে আমাদের রাব্ব! আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করান, ফলতঃ নিশ্চয়ই তাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে; এবং অত্যাচারীদের জন্য কেহই সাহায্যকারী নেই। (মুজিবুর রহমান)

Our Lord, indeed whoever You admit to the Fire - You have disgraced him, and for the wrongdoers there are no helpers. (Sahih International)

[(৩:১৯২) সূরাঃ আলে-ইমরান আয়াত: ১৯২]

৪১.১.২ মূসা (আঃ) দোয়া

وَ قَالَ مُوْسٰى رَبَّنَاۤ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّ اَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰۤى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ

আর মূসা বলল, ‘হে আমাদের রব, আপনি ফির ‘আউন ও তার পারিষদবর্গকে দুনিয়াবী জীবনে সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ দান করেছেন। হে আমাদের রব, যাতে তারা আপনার পথ থেকে গোমরাহ করতে পারে। হে আমাদের রব, তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন, তাদের অন্তরসমূহকে কঠোর করে দিন। ফলে তারা ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখে’ । (আল-বায়ান)

মূসা বলল, ‘‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি ফির ‘আওন আর তার প্রধানদেরকে এ পার্থিব জগতে চাকচিক্য আর ধন সম্পদ দান করেছ

আর এর দ্বারা হে আমাদের রবব! তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে বিচ্যুত করছে, হে আমার প্রতিপালক! তাদের সম্পদ ধ্বংস করে দাও, আর তাদের হৃদয়কে কঠিন করে দাও, যাতে তারা ভয়াবহ 'আযাব দেখার পূর্ব পর্যন্ত ঈমান আনতে সক্ষম না হয় (যেহেতু তারা বার বার আল্লাহর নিদর্শন দেখেও সত্য দ্বীনের শত্রুতায় অটল হয়ে আছে)। (তাইসিরুল)

আর মূসা বললঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি ফির 'আউন ও তার প্রধানবর্গকে দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের জীবনোপকরণ। হে আমাদের রাব্ব! এর ফলে তারা আপনার পথ হতে (মানব মন্ডলীকে) বিভ্রান্ত করছে। হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে। (মুজিবুর রহমান)

And Moses said, "Our Lord, indeed You have given Pharaoh and his establishment splendor and wealth in the worldly life, our Lord, that they may lead [men] astray from Your way. Our Lord, obliterate their wealth and harden their hearts so that they will not believe until they see the painful punishment." (Sahih International)

[(১০:৮৮) সূরাঃ ইউনুস, আয়াত: ৮৮]

৪২.১ নেককারদের সাথে মৃত্যু

৪২.১ ঈমানের সাথে মৃত্যু

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىۡ لِلۡاِيۡمَانِ اَنۡ اٰمِنُوۡا بِرَبِّكُمۡ فَاٰمَنَّا ۟ رَبَّنَا فَاغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ كَفِّرۡ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الۡاَبۡرَارِ

'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহবানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে যে, 'তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন' । তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে' । (আল-বায়ান)

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের ঘোষণা করতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো' । সে অনুযায়ী আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা কর এবং আমাদের থেকে আমাদের মন্দ কাজগুলো বিদূরিত কর আর নেক বান্দাদের সঙ্গে শামিল করে আমাদের মৃত্যু ঘটাও। (তাইসিরুল)

হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি; হে আমাদের রাব্ব! অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করুন এবং পুন্যবানদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করুন। (মুজিবুর রহমান)

Our Lord, indeed we have heard a caller calling to faith, [saying], 'Believe in your Lord,' and we have believed. Our Lord, so forgive us our sins and remove from us our misdeeds and cause us to die with the righteous. (Sahih International)

[(৩:১৯৩) সূরাঃ আলে-ইমরান আয়াত: ১৯৩]

৪২.২ ইউসুফ (আঃ) দোয়া

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ

‘হে আমার রব, আপনি আমাকে কিছু রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন’ । (আল-বায়ান)

‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজত্ব দান করেছ, আর আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছ। আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা! তুমিই দুনিয়ায় আর আখেরাতে আমার অভিভাবক, তুমি মুসলিম অবস্থায় আমার মৃত্যু দান করো এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করো।’ (তাইসিরুল)

হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (মুজিবুর রহমান)

My Lord, You have given me [something] of sovereignty and taught me of the interpretation of dreams. Creator of the heavens and earth, You are my protector in this world and in the Hereafter. Cause me to die a Muslim and join me with the righteous." (Sahih International)

[(১২:১০১) সূরাঃ ইউসুফ, আয়াতঃ ১০১]

৪৩.১ ভাইয়ের জন্য

৪৩.১.১ মূসা (আঃ) দোয়া

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ لَاۤ اَمۡلِکُ اِلَّا نَفۡسِیۡ وَ اَخِیۡ فَافۡرُقۡ بَیۡنَنَا وَ بَیۡنَ الۡقَوۡمِ الۡفٰسِقِیۡنَ

সে বলল, ‘হে আমার রব, আমি আমার ও আমার ভাই ছাড়া কারো উপরে অধিকার রাখি না। সুতরাং আপনি আমাদের ও ফাসিক কওমের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিন। (আল-বায়ান)

সে বলল, ‘‘হে আমার প্রতিপালক! আমার আর আমার ভাইয়ের উপর ছাড়া কারো উপর আমার ক্ষমতা নেই, কাজেই এই বিদ্রোহী সম্প্রদায় থেকে আমাদেরকে পৃথক করে দিন। (তাইসিরুল)

মূসা বলল- হে আমার রাব্ব! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন। (মুজিবুর রহমান)

[Moses] said, "My Lord, indeed I do not possess except myself and my brother, so part us from the defiantly disobedient people." (Sahih International)

[(৫:২৫) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত: ২৫]

৪৩.১.২ মূসা (আঃ) দোয়া

قَالَ رَبِّ اغۡفِرۡ لِیۡ وَ لِاَخِیۡ وَ اَدۡخِلۡنَا فِیۡ رَحۡمَتِکَ ۫ وَ اَنۡتَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِیۡنَ

সে বলল, ‘আমার রব, ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার ভাইকে এবং আপনার রহমতে আমাদের প্রবেশ করান। আর আপনিই রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (আল-বায়ান)

মূসা বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আর আমার ভাইকে ক্ষমা কর, আর আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর, তুমিই সর্বাধিক বড় দয়াবান।’ (তাইসিরুল)

তখন মূসা বললঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন! আর আমাদেরকে আপনার রাহমাতের মধ্যে দাখিল করুন! আপনি সব চেয়ে দয়াবান। (মুজিবুর রহমান)

[Moses] said, "My Lord, forgive me and my brother and admit us into Your mercy, for You are the most merciful of the merciful." (Sahih International)

[(৭:১৫১) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াতঃ ১৫১]

৪৪.১ সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য

৪৪.১.১ ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া

قُلۡ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَ نُسُکِیۡ وَ مَحۡیَایَ وَ مَمَاتِیۡ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ

বল, ‘নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব’ । (আল-বায়ান)

বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় ‘ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত)। (তাইসিরুল)

তুমি বলে দাওঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য। (মুজিবুর রহমান)

Say, "Indeed, my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah, Lord of the worlds. (Sahih International)

[(৬:১৬২) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত: ১৬২]

৪৪.১.২ ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া

لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

‘তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম’ । (আল-বায়ান)

তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী। (তাইসিরুল)

তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর মুসলিমদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম। (মুজিবুর রহমান)

No partner has He. And this I have been commanded, and I am the first [among you] of the Muslims." (Sahih International)

[(৬:১৬৩) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত: ১৬৩]

৪৫.১ জাতির মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা: শুআইব (আঃ) এর দোয়া

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَ مَا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ

আমরা তো আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করলাম যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই- সেই ধর্ম থেকে আল্লাহ আমাদেরকে নাজাত দেয়ার পর। আর আমাদের জন্য উচিত হবে না তাতে ফিরে যাওয়া। তবে আমাদের রব আল্লাহ চাইলে (সেটা ভিন্ন কথা)। আমাদের রব জ্ঞান দ্বারা সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আল্লাহরই উপর আমরা তাওয়াক্কুল করি। হে আমাদের রব, আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে যথার্থ ফয়সালা করে দিন। আর আপনি শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। (আল-বায়ান)

আল্লাহ যখন আমাদেরকে তোমাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে রক্ষা করেছেন, তখন যদি আমরা তাতে ফিরে যাই, তাহলে তো আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে ফেলব। আমরা তাতে ফিরে যেতে পারি না আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছে ব্যতীত। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত, আমরা আল্লাহরই প্রতি নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! 'তুমি আমাদের আর আমাদের জাতির মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দাও আর তুমি হলে সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।' (তাইসিরুল)

তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তি দেয়ার পর আমরা যদি তাতে আবার ফিরে যাই তাহলে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা

আরোপকারী হব! আমাদের রাব্ব আল্লাহ না চাইলে ওতে আবার ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সবকিছুই আমাদের রবের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর করছি। হে আমাদের রাব্ব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সঠিকভাবে ফাইসালা করে দিন, আপনিইতো সর্বোত্তম ফাইসালাকারী। (মুজিবুর রহমান)

We would have invented against Allah a lie if we returned to your religion after Allah had saved us from it. And it is not for us to return to it except that Allah, our Lord, should will. Our Lord has encompassed all things in knowledge. Upon Allah we have relied. Our Lord, decide between us and our people in truth, and You are the best of those who give decision." (Sahih International)

[(৭:৮৯) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ৮৯]

৪৬.১ রিযক লাভের জন্য: ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া

رَبَّنَآ اِنِّیۡۤ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِکَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَہۡوِیۡۤ اِلَیۡہِمۡ وَارۡزُقۡہُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّہُمۡ یَشۡکُرُوۡنَ

‘হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের

হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিযক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে’ । (আল-বায়ান)

হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানদের একাংশকে শস্যক্ষেতহীন উপত্যকায় তোমার সম্মানিত ঘরের নিকট পুনর্বাসিত করলাম। হে আমার প্রতিপালক! তারা যাতে নামায কায়িম করে। কাজেই তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও আর ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করে। (তাইসিরুল)

হে আমাদের রাব্ব! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট। হে আমাদের রাব্ব! এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলফলাদি দ্বারা তাদের রিযেকর ব্যবস্থা করুন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (মুজিবুর রহমান)

Our Lord, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near Your sacred House, our Lord, that they may establish prayer. So make hearts among the people incline toward them and provide for them from the fruits that they might be grateful. (Sahih International)

[(১৪:৩৭) সূরাঃ ইবরাহীম, আয়াত: ৩৭]

৪৭.১ বংশধরদের জন্য: ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ

‘হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দো ‘আ কবূল করুন’ । (আল-বায়ান)

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও আর আমার সন্তানদেরকেও, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমার প্রার্থনা কবূল কর। (তাইসিরুল)

হে আমার রাব্ব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও; হে আমাদের রাব্ব! আমার প্রার্থনা কবূল করুন। (মুজিবুর রহমান)

My Lord, make me an establisher of prayer, and [many] from my descendants. Our Lord, and accept my supplication. (Sahih International)

[(১৪:৪০) সূরাঃ ইবরাহীম, আয়াত: ৪০]

৪৮.১ পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য

৪৮.১.১ বৃদ্ধ অবস্থা, মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর পর

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, ‘হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন’ । (আল-বায়ান)

তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও আর বল, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন।’ (তাইসিরুল)

অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাক এবং বলঃ হে আমার রাব্ব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন পালন করেছিলেন। (মুজিবুর রহমান)

And lower to them the wing of humility out of mercy and say, "My Lord, have mercy upon them as they brought me up [when I was] small." (Sahih International)

[(১৭:২৪) সূরাঃ আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল), আয়াত: ২৪]

৪৮.১.২ ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لِیۡ وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ یَوۡمَ یَقُوۡمُ الۡحِسَابُ

‘হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন’ । (আল-বায়ান)

হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাব গ্রহণের দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে আর মু’ মিনদেরকে ক্ষমা করে দিও, (তাইসিরুল)

হে আমার রাব্ব! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার মাতাপিতাকে এবং মু’ মিনদেরকে ক্ষমা করুন। (মুজিবুর রহমান)

Our Lord, forgive me and my parents and the believers the Day the account is established." (Sahih International)

[(১৪:৪১) সূরাঃ ইবরাহীম, আয়াত: ৪১]

৪৮.১.৩ সকলের জন্য দোয়া

رَبِّ اغۡفِرۡ لِیۡ وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِمَنۡ دَخَلَ بَیۡتِیَ مُؤۡمِنًا وَّ لِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ ؕ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِیۡنَ اِلَّا تَبَارًا

‘হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা

করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।’ (আল-বায়ান)

হে আমার রব্ব! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে যারা আমার গৃহে মু’ মিন হয়ে প্রবেশ করে তাদেরকে আর মু’ মিন পুরুষ ও মু’ মিন নারীদেরকে; আর যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।’ (তাইসিরুল)

হে আমার রাব্ব! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং যারা মু’ মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু’ মিন পুরুষ ও মু’ মিনা নারীদেরকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর। (মুজিবুর রহমান)

My Lord, forgive me and my parents and whoever enters my house a believer and the believing men and believing women. And do not increase the wrongdoers except in destruction." (Sahih International)

[(৭১:২৮) সূরাঃ নূহ, আয়াতঃ ২৮]

৪৯.১ সাহায্যকারী শক্তির জন্য

وَ قُلۡ رَّبِّ اَدۡخِلۡنِیۡ مُدۡخَلَ صِدۡقٍ وَّ اَخۡرِجۡنِیۡ مُخۡرَجَ صِدۡقٍ وَّ اجۡعَلۡ لِّیۡ مِنۡ لَّدُنۡکَ سُلۡطٰنًا نَّصِیۡرًا

আর বল, ‘হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের কর উত্তমভাবে। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর’ । (আল-বায়ান)

বল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে (যেখানেই) প্রবেশ করাও, (সেটা কর) সত্য ও সম্মানের প্রবেশ, আর আমাকে (যেখান হতেই) বের কর, (সেটা কর) সত্য ও সম্মানের বহির্গমন, আর তোমার নিকট হতে আমাকে এক সাহায্যকারী শক্তি দান কর। (তাইসিরুল)

বলঃ হে আমার রাব্ব! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নিন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি। (মুজিবুর রহমান)

And say, "My Lord, cause me to enter a sound entrance and to exit a sound exit and grant me from Yourself a supporting authority." (Sahih International)

[(১৭:৮০) সূরাঃ আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল), আয়াত: ৮০]

৫০.১ উত্তরাধিকারী ও সন্তানলাভের জন্য

৫০.১.১ যাকারিয়্যা (আঃ) এর দোয়া

وَ اِنِّیۡ خِفۡتُ الۡمَوَالِیَ مِنۡ وَّرَآءِیۡ وَ کَانَتِ امۡرَاَتِیۡ عَاقِرًا فَهَبۡ لِیۡ مِنۡ لَّدُنۡکَ وَلِیًّا

‘আর আমার পরে স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে আমি আশংকাবোধ করছি। আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন’ । (আল-বায়ান)

আমার পরে আমার স্বগোত্রীয়রা (কী করবে) সে সম্পর্কে আমি আশঙ্কাবোধ করছি, আর আমার স্ত্রী হল বন্ধ্যা, কাজেই তুমি তোমার তরফ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান কর (তাইসিরুল)

আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্ররা দীনকে ধ্বংস করে দিবে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং আপনি আপনার তরফ হতে আমাকে দান করুন উত্তরাধিকারী – (মুজিবুর রহমান)

And indeed, I fear the successors after me, and my wife has been barren, so give me from Yourself an heir (Sahih International)

[(১৯:৫) সূরাঃ মারইয়াম, আয়াত: ৫]

৫০.১.২ যাকারিয়্যা (আঃ) এর দোয়া

وَ زَكَرِيَّآ اِذۡ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرۡنِىۡ فَرۡدًا وَّ اَنۡتَ خَيۡرُ الۡوٰرِثِيۡنَ

আর স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে তার রবকে আহবান করে বলেছিল, ‘হে আমার রব! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী’ । (আল-বায়ান)

আর স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকেছিল : ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সন্তানহীন করে রেখ না, যদিও তুমি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।’ (তাইসিরুল)

এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার রাব্বকে আহবান করে বলেছিলঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে একা ছেড়ে দিবেননা, আপনি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী (মুজিবুর রহমান)

And [mention] Zechariah, when he called to his Lord, "My Lord, do not leave me alone [with no heir], while you are the best of inheritors." (Sahih International)

[(২১:৮৯) সূরাঃ আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৮৯]

৫১.১ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الۡمَلِكُ الۡحَقُّ ۚ وَ لَا تَعۡجَلۡ بِالۡقُرۡاٰنِ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ يُّقۡضٰۤى اِلَيۡكَ وَحۡيُهٗ ۫ وَ قُلۡ رَّبِّ زِدۡنِىۡ عِلۡمًا

সুতরাং আল্লাহ মহান যিনি সত্যিকার অধিপতি; তোমার প্রতি ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করো না এবং তুমি বল, ‘হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।’ (আল-বায়ান)

আল্লাহ সর্বোচ্চ, প্রকৃত অধিপতি, তোমার প্রতি (আল্লাহর) ওয়াহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন বক্ষে ধারণের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না। আর বল, ‘হে আমার প্রতিপালক! জ্ঞানে আমায় সমৃদ্ধি দান করুন।’ (তাইসিরুল)

আল্লাহ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। তোমার প্রতি কুরআনের আয়াত সম্পূর্ণ হবার পূর্বে তুমি ত্বরা করনা এবং বলঃ হে আমার রাব্ব! আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন। (মুজিবুর রহমান)

So high [above all] is Allah, the Sovereign, the Truth. And, [O Muhammad], do not hasten with [recitation of] the Qur'an before its revelation is completed to you, and say, "My Lord, increase me in knowledge." (Sahih International)

[(২০:১১৪) সূরাঃ ত্ব-হা, আয়াতঃ ১১৪]

৫২.১ দুঃখ-কষ্টে থাকলেঃ আইউব (আঃ) এর দোয়া

وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ

আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার রবকে আহবান করে বলেছিল, ‘আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু’ । (আল-বায়ান)

স্মরণ কর আইয়ূবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকেছিল : (এই ব’ লে যে) আমি দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়েছি, তুমি তো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (তাইসিরুল)

আর স্মরণ কর আইয়ুবের কথা, যখন সে তার রাব্বকে আহবান করে বলেছিলঃ আমি দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছি, আপনিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (মুজিবুর রহমান)

And [mention] Job, when he called to his Lord, "Indeed, adversity has touched me, and you are the Most Merciful of the merciful." (Sahih International)

[(২১:৮৩) সূরাঃ আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৮৩]

৫৩.১ শয়তানের প্ররোচনা হতে মুক্তি

৫৩.১.১ শয়ত্বানের কুমন্ত্রণা হতে

وَ قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ

আর বল, ‘হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই’ । (আল-বায়ান)

আর বল : ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়ত্বানের কুমন্ত্রণা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তাইসিরুল)

আর বলঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। (মুজিবুর রহমান)

And say, "My Lord, I seek refuge in You from the incitements of the devils, (Sahih International)

[(২৩:৯৭) সূরাঃ আল-মুমিনুন, আয়াত: ৯৭]

৫৩.১.২ শয়ত্বানের উপস্থিতি হতে

وَ اَعُوْذُ بِکَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।’ (আল-বায়ান)

আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, হে আমার প্রতিপালক! যাতে তারা আমার কাছে আসতে না পারে।’ (তাইসিরুল)

হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (মুজিবুর রহমান)

And I seek refuge in You, my Lord, lest they be present with me." (Sahih International)

[(২৩:৯৮) সূরাঃ আল-মুমিনুন, আয়াত: ৯৮]

৫৪.১ বিবাহ ও সন্তানের জন্য

وَ الَّذِيۡنَ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعۡيُنٍ وَّ اجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِيۡنَ اِمَامًا

আর যারা বলে, ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন’ । (আল-বায়ান)

আর যারা প্রার্থনা করে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান কর যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয় আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দাও। (তাইসিরুল)

আর যারা প্রার্থনা করেঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করুন। (মুজিবুর রহমান)

And those who say, "Our Lord, grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes and make us an example for the righteous." (Sahih International)

[(২৫:৭৪) সূরাঃ আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৪]

৫৫.১ শোকরগোজারী করে জান্নাতের প্রার্থনা: ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া

وَ الَّذِیۡ هُوَ یُطۡعِمُنِیۡ وَ یَسۡقِیۡنِ

‘আর যিনি আমাকে খাওয়ান এবং পান করান’ । (আল-বায়ান)

আর তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান। (তাইসিরুল)

তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়। (মুজিবুর রহমান)

And it is He who feeds me and gives me drink. (Sahih International)

[(২৬:৭৯) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ৭৯]

‘আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন যিনি আমাকে আরোগ্য করেন’ । (আল-বায়ান)

আর আমি যখন পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য করেন। (তাইসিরুল)

এবং অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। (মুজিবুর রহমান)

And when I am ill, it is He who cures me (Sahih International)

[(২৬:৮০) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ৮০]

وَ الَّذِیۡ یُمِیۡتُنِیۡ ثُمَّ یُحۡیِیۡنِ

‘আর যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন তারপর আমাকে জীবিত করবেন’ । (আল-বায়ান)

যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় আমাকে জীবিত করবেন। (তাইসিরুল)

আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (মুজিবুর রহমান)

And who will cause me to die and then bring me to life (Sahih International)

[(২৬:৮১) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ৮১]

وَ الَّذِیۡۤ اَطۡمَعُ اَنۡ یَّغۡفِرَ لِیۡ خَطِیۡٓـَٔتِیۡ یَوۡمَ الدِّیۡنِ

‘আর যিনি আশা করি, বিচার দিবসে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন’ । (আল-বায়ান)

আর যিনি, আমি আশা করি- কিয়ামাতের দিন আমার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। (তাইসিরুল)

এবং আশা করি, তিনি কিয়ামাত দিবসে আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। (মুজিবুর রহমান)

And who I aspire that He will forgive me my sin on the Day of Recompense." (Sahih International)

[(২৬:৮২) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ৮২]

رَبِّ هَبۡ لِیۡ حُکۡمًا وَّ اَلۡحِقۡنِیۡ بِالصّٰلِحِیۡنَ

‘হে আমার রব, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করে দিন’ । (আল-বায়ান)

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অর্ন্তভুক্ত কর। (তাইসিরুল)

হে আমার রাব্ব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আমাকে মিলিত করুন। (মুজিবুর রহমান)

[And he said], "My Lord, grant me authority and join me with the righteous. (Sahih International)

[(২৬:৮৩) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ৮৩]

وَ اجۡعَلۡ لِّیۡ لِسَانَ صِدۡقٍ فِی الۡاٰخِرِیۡنَ

‘এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার সুনাম-সুখ্যাতি অব্যাহত রাখুন’ , (আল-বায়ান)

এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। (তাইসিরুল)

আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করুন! (মুজিবুর রহমান)

And grant me a reputation of honor among later generations. (Sahih International)

[(২৬:৮৪) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ৮৪]

وَ اجۡعَلۡنِیۡ مِنۡ وَّرَثَۃِ جَنَّۃِ النَّعِیۡمِ

‘আর আপনি আমাকে সুখময় জান্নাতের ওয়ারিসদের অন্তর্ভুক্ত করুন’ । (আল-বায়ান)

এবং আমাকে নি ‘য়ামাতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (তাইসিরুল)

এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (মুজিবুর রহমান)

And place me among the inheritors of the Garden of Pleasure. (Sahih International)

[(২৬:৮৫) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ৮৫]

وَ اغۡفِرۡ لِاَبِیۡۤ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّیۡنَ

‘আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল’ । (আল-বায়ান)

আর তুমি আমার পিতাকে ক্ষমা কর, তিনি তো গুমরাহদের অর্ন্তভুক্ত। (তাইসিরুল)

আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, সেতো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। (মুজিবুর রহমান)

And forgive my father. Indeed, he has been of those astray. (Sahih International)

[(২৬:৮৬) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ৮৬]

وَ لَا تُخۡزِنِیۡ یَوۡمَ یُبۡعَثُوۡنَ

‘আর যেদিন পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না’ । (আল-বায়ান)

এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাকে অপমানিত করো না। (তাইসিরুল)

এবং আমাকে লাঞ্ছিত করবেননা পুনরুত্থান দিবসে – (মুজিবুর রহমান)

And do not disgrace me on the Day they are [all] resurrected – (Sahih International)

[(২৬:৮৭) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ৮৭]

৫৬.১ সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত: সুলাইমান (আঃ) এর দোয়া

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلٰی وَالِدَیَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ

তারপর সুলাইমান তার কথায় মুচকি হাসল এবং বলল, ‘হে আমার রব, তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য আমাকে তোমার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও। আর আমি যাতে এমন সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর। আর তোমার অনুগ্রহে তুমি আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর’ । (আল-বায়ান)

সুলাইমান তার কথায় খুশিতে মুচকি হাসল আর বলল- ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি যে অনুগ্রহ

দান করেছ তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আমাকে শক্তি দান কর আর যাতে এমন সৎকাজ করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও আর তোমার দয়ায় আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।' (তাইসিরুল)

সুলাইমান ওর উক্তিতে মৃদু হাস্য করল এবং বললঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তজ্জন্য এবং যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত করুন। (মুজিবুর রহমান)

So [Solomon] smiled, amused at her speech, and said, "My Lord, enable me to be grateful for Your favor which You have bestowed upon me and upon my parents and to do righteousness of which You approve. And admit me by Your mercy into [the ranks of] Your righteous servants." (Sahih International)

[(২৭:১৯) সূরাঃ আন-নামাল, আয়াতঃ ১৯]

৫৭.১ তওবা

وَ وَصَّيۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَيۡهِ اِحۡسٰنًا ؕ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ كُرۡهًا وَّ وَضَعَتۡهُ كُرۡهًا ؕ وَ حَمۡلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوۡنَ شَهۡرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرۡبَعِيۡنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوۡزِعۡنِىۡۤ اَنۡ اَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ الَّتِىۡۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَىَّ وَ عَلٰى وَالِدَىَّ وَ اَنۡ اَعۡمَلَ صَالِحًا تَرۡضٰىهُ وَ اَصۡلِحۡ لِىۡ فِىۡ ذُرِّيَّتِىۡ ۖ اِنِّىۡ تُبۡتُ اِلَيۡكَ وَ اِنِّىۡ مِنَ الۡمُسۡلِمِيۡنَ

আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নিআমত দান করেছ, তোমার সে নিআমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত' । (আল-বায়ান)

আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণের। তার মা তাকে বহন করেছে কষ্টের সাথে, আর তাকে প্রসব করেছে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান ছাড়ানোয় সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন পূর্ণ শক্তি লাভ করে এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছে যায়, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে আর আমার পিতা-মাতাকে যে নি 'মাত দান করেছ তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দান কর, আর আমাকে এমন সৎকর্ম করার সামর্থ দাও

যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ ক' রে আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, আমি অনুশোচনাভরে তোমার দিকে ফিরে আসছি, আর আমি অনুগত বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত। (তাইসিরুল)

আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হওয়ার পর বলেঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন; আমার জন্য আমার সন্তান সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করুন, আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম। (মুজিবুর রহমান)

And We have enjoined upon man, to his parents, good treatment. His mother carried him with hardship and gave birth to him with hardship, and his gestation and weaning [period] is thirty months. [He grows] until, when he reaches maturity and reaches [the age of] forty years, he says, "My Lord, enable me to be grateful for Your favor which You have bestowed upon me and upon my parents and to work righteousness of which You will approve and make righteous for me my offspring. Indeed, I have repented to

You, and indeed, I am of the Muslims." (Sahih International)

[(৪৬:১৫) সূরাঃ আল-আহকাফ, আয়াত: ১৫]

সূরাঃ ১১৩/ আল-ফালাক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

বল, ‘আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের কাছে, (আল-বায়ান)

বল, ‘আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর, (তাইসিরুল)

বলঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঊষার স্রষ্টার। (মুজিবুর রহমান)

Say, "I seek refuge in the Lord of daybreak (Sahih International)

১১৩:১

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, (আল-বায়ান)

তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, (তাইসিরুল)

তিনি যা সৃষ্টি করেছেন উহার অনিষ্টতা হতে। (মুজিবুর রহমান)

From the evil of that which He created Sahih International

১১৩:২

وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ

আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়, (আল-বায়ান)

আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। (তাইসিরুল)

অনিষ্টতা হতে রাতের, যখন ওটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। (মুজিবুর রহমান)

And from the evil of darkness when it settles (Sahih International)

১১৩:৩

وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ

আর গিরায় ফুঁ-দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে, (আল-বায়ান)

এবং (জাদু করার উদ্দেশে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে, (তাইসিরুল)

এবং ঐ সব নারীর অনিষ্টতা হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়, (মুজিবুর রহমান)

And from the evil of the blowers in knots (Sahih International)

১১৩:৪

وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে’ । (আল-বায়ান)

এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে। (তাইসিরুল)

এবং অনিষ্টতা হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে। (মুজিবুর রহমান)

And from the evil of an envier when he envies." Sahih International

১১৩:৫

সূরাঃ ১১৪/ আন-নাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

বল, ‘আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, (আল-বায়ান)

বল, ‘আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, (তাইসিরুল)

বলঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের, (মুজিবুর রহমান)

Say, "I seek refuge in the Lord of mankind, (Sahih International)

১১৪:১

مَلِكِ النَّاسِ

মানুষের অধিপতি, (আল-বায়ান)

মানুষের অধিপতির, (তাইসিরুল)

যিনি মানবমন্ডলীর বাদশাহ বা অধিপতি। (মুজিবুর রহমান)

The Sovereign of mankind. (Sahih International)

১১৪:২

اِلٰهِ النَّاسِ

মানুষের ইলাহ-এর কাছে, (আল-বায়ান)

মানুষের প্রকৃত ইলাহর, (তাইসিরুল)

যিনি মানবমন্ডলীর উপাস্য। (মুজিবুর রহমান)

The God of mankind, (Sahih International)

১১৪:৩

مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ

কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে দ্রুত আত্মগোপন করে। (আল-বায়ান)

যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে, (তাইসিরুল)

আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণাদাতার অনিষ্টতা হতে। (মুজিবুর রহমান)

From the evil of the retreating whisperer – (Sahih International)

১১৪:৪

الَّذِىۡ يُوَسۡوِسُ فِىۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ

যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়। (আল-বায়ান)

যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (তাইসিরুল)

যে কু-মন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, (মুজিবুর রহমান)

Who whispers [evil] into the breasts of mankind – (Sahih International)

১১৪:৫

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

জিন ও মানুষ থেকে। (আল-বায়ান)

(এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিন্নের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে। (তাইসিরুল)

জিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে। (মুজিবুর রহমান)

From among the jinn and mankind." (Sahih International)

১১৪:৬